উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 6 November 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 167

বুমরাহকে নেতৃত্বে চান গাভাসকার

এগারোর পাতায়

রাজনীতিকে বিদায়, ইঙ্গিত পাওয়ারের

সাতের পাতায়

আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

আগামী সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ে ১৩ নভেম্বর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আয়োজিত রাজ্য সরসমেলার উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। ১১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিংয়ে উঠতে পারেন।

বিস্তারিত চারের পাতায়

বচসায় জড়ালেন শংকর

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে বিধানসভায় ঢুকতে বাধা দেওয়ায় বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ালেন বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ ও বিধায়ক অশোক দিন্দা। তৃণমূলের মতে, গোটাটাই পরিকল্পিত নাটক।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

পুলিশের সামনে ব্যবসায়ীকে মার

চাঁদা নিয়ে শহরে ধুন্ধুমার

ব্যবসায়ী ও ক্লাবকর্তাদের ধস্তাধস্তি। বিধান মার্কেটে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : চাঁদার জুলুমের প্রতিবাদে দোকান বন্ধ করে পথে প্রতিবাদে নেমেছিলেন ব্যবসায়ীরা। আর তার জেরে পুলিশের সামনেই ব্যবসায়ীদের একাংশকে ধাক্কাধাক্কি ও মারধরের অভিযোগ উঠল হাকিমপাড়ার একাধিক ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে বিধান মার্কেটের কাছে এই ঘটনায় ব্যাপক হইচই হয়। পালটা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরব হয় কয়েকটি ক্লাব।

শিলিগুড়ি শহরে চাঁদার জুলুম নতুন কোনও ঘটনা নয়। গতবারও বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় একটি ক্লাবের বিরুদ্ধে। এবার পুজো মেটার পরও চাঁদার রেশ থেকে যাওয়ায় প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য লাকি ড্র কাম ডোনেশন কুপন ঘিরে। এদিন বিধান মার্কেট সংলগ্ন ঋষি অরবিন্দ রোডে বেশ কিছু দোকানে আসেন ভিএনসি ক্লাবের সদস্যরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, লাকি ড্রয়ের কুপনের একেকটি বই নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন ক্লাব সদস্যরা। প্রায় ৬০০০ টাকা মূল্যের ওই কুপন নেওয়া কোনওমতেই সম্ভব না বলে সাফ জানিয়ে দেন ব্যবসায়ীরা। দুই পক্ষের মধ্যে এনিয়ে খানিক বচসাও হয়। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য চলে যান ভিএনসি'র সদস্যরা। বিমল সিনহা সরণি ও ঋষি অরবিন্দ রোড বিজনেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য জ্যোতির্ময় দাস বলছেন, 'আমরা অ্যাসোসিয়েশনগতভাবে প্রতিবারই চাঁদা দিই। কিন্তু তারপরও টিকিট নেওয়ার জন্য জুলুম মেনে নেওয়া যায় না।'

এরপর দুপুরে ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে ঠিক করেন, এরকম চাঁদার জুলুম মেনে নেওয়া হবে না। সিদ্ধান্ত মতো তাঁরা দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে রাস্তায় এসে সোচ্চার হন। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জাতীয় তরুণ সংঘ (জেটিএস)-এর সদস্যরা। এরপরই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাঁরা প্রতিবাদ করছেন কেন প্রশ্ন তুলে 'দাদাগিরি' দেখাতে শুরু করে জেটিএসের সদস্য প্রাণতোষ সাহা ও অন্যরা। সেইসময় ব্যবসায়ীদের ধাক্কাধাক্কিও করা হয়। খানিক বাদে একে একে সেখানে এসে পৌঁছায় টিএস, জিটিএসের সদস্যরাও। ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে ওই তিন ক্লাবের সদস্যদের তুমুল বচসা শুরু হয়।

অন্য জায়গার মতো এখানেও ব্যবসায়ী সমিতি চাঁদা তুলে এলাকার ক্লাবগুলিকে তা ভাগ করে দেয়। কিন্তু চাঁদার অঙ্ক নিয়ে প্রায় প্রতিটি ক্লাবেরই কমবেশি ক্ষোভ রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

জুলুমবাজি

- লাকি ড্র কাম ডোনেশন কুপনের বই নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের চাপ
- দোকান বন্ধ করে প্রতিবাদে শামিল হন ব্যবসায়ীরা
- একের পর এক ক্লাবের সদস্যরা এসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বচসা জোড়েন
- পুলিশের সামনেই এক ব্যবসায়ীকে মারা হয়

আজ কমলা না ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে গোটা দুনিয়া। আমেরিকায় ছয়টি টাইম জোন থাকায় বিভিন্ন এলাকায় ভোট শেষ হবে বিভিন্ন সময়ে। শেষ ভোট হবে ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা নাগাদ। বুধবার রাত থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাবে হোয়াইট হাউসে পরবর্তীতে কে থাকবেন, কমলা হ্যারিস না ডোনাল্ড ট্রাম্প। চূড়ান্ত ঘোষণা হতে আরও সময় লাগতে পারে হাড্ডাহাড্ডি ভোট হওয়ায়।

PERA
VAZHTHUKAL

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের জয় প্রার্থনায় তাঁর মায়ের গ্রাম তুলাসেন্দ্রাপুরমে রঙ্গোলি। -পিটিআই

রোগীকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : কীসের 'রেফারেল সিস্টেম?'

রাজ্যের বাছাই করা পাঁচটি মেডিকেল কলেজে ১ নভেম্বর ওই সিস্টেম চালু হয়েছে। অথচ সোমবার রাতে এনআরএস মেডিকেল রেফার করার পরেও মুমূর্ষু রোগীকে ফিরিয়ে দিল এসএসকেএম। দুটোই নামকরা প্রতিষ্ঠান। রাতভর এক মেডিকেল থেকে অন্যটিতে দৌড়ে বেড়াতে হল রোগী নিয়ে।

রাতভর হয়রানির পর মৃত্যু

শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সুপারিশ করল বটে। কিন্তু ততক্ষণে শারীরিক অবস্থার এত অবনতি ঘটেছে যে এসএসকেএমে ভর্তির আগে মৃত্যু হল রোগীর। ঘটনাটি রোগী রেফারেল সিস্টেমের কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি মেনে ১ নভেম্বর যে পাঁচটি মেডিকেল কলেজে রেফারেল সিস্টেম চালু হয়, সেগুলির মধ্যে এনআরএস ও এসএসকেএম আছে।

সোমবারের রাতের ঘটনা সেই সিস্টেমের গোড়ায় গলদ বেআব্রু করে দিল। জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম প্রতিনিধি সৌম্যদীপ রায় বলেন, 'সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম দাবি চালু হওয়া সত্ত্বেও রোগীমৃত্যুর অর্থ, সরকার মুখে যাই বলুক, কাজ কিছু হয়নি।' অন্যতম সিনিয়ার ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'বছরের পর বছর এই ঘটনা ঘটছে। এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।'

ঠিক কী হয়েছিল সোমবার রাতে? সুশীল হালদার নামে গড়িয়ার বাসিন্দার চোখ-মুখ দিয়ে হঠাৎ রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে এনআরএস মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বেড না থাকার যুক্তি দিয়ে এনআরএস কর্তৃপক্ষ তাঁকে এসএসকেএমে রেফার করে। রেফারেল সিস্টেমে পাঠানোর আগে জেনে নেওয়ার কথা যে, সেখানে বেড আছে কি না।

সোমবার রাতে তা জানা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। কেন না, এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ বেড নেই জানিয়ে তাঁকে ফের এনআরএসে রেফার করে। এনআরএস আবার এসএসকেএমে পাঠায়। কিন্তু তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। ন্যূনতম চিকিৎসাও করা হয়নি বলে রোগীর পরিজনের অভিযোগ। দিশেহারা আত্মীয়রা শেষপর্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে মঙ্গলবার ভোরে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে চলে যান।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অফিস থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তির সুপারিশপত্র দেয়। সেই সুপারিশপত্র নিয়ে এসএসকেএমের ইমার্জেন্সিতে যাওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন রোগী।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

৫৬ বছর পরে

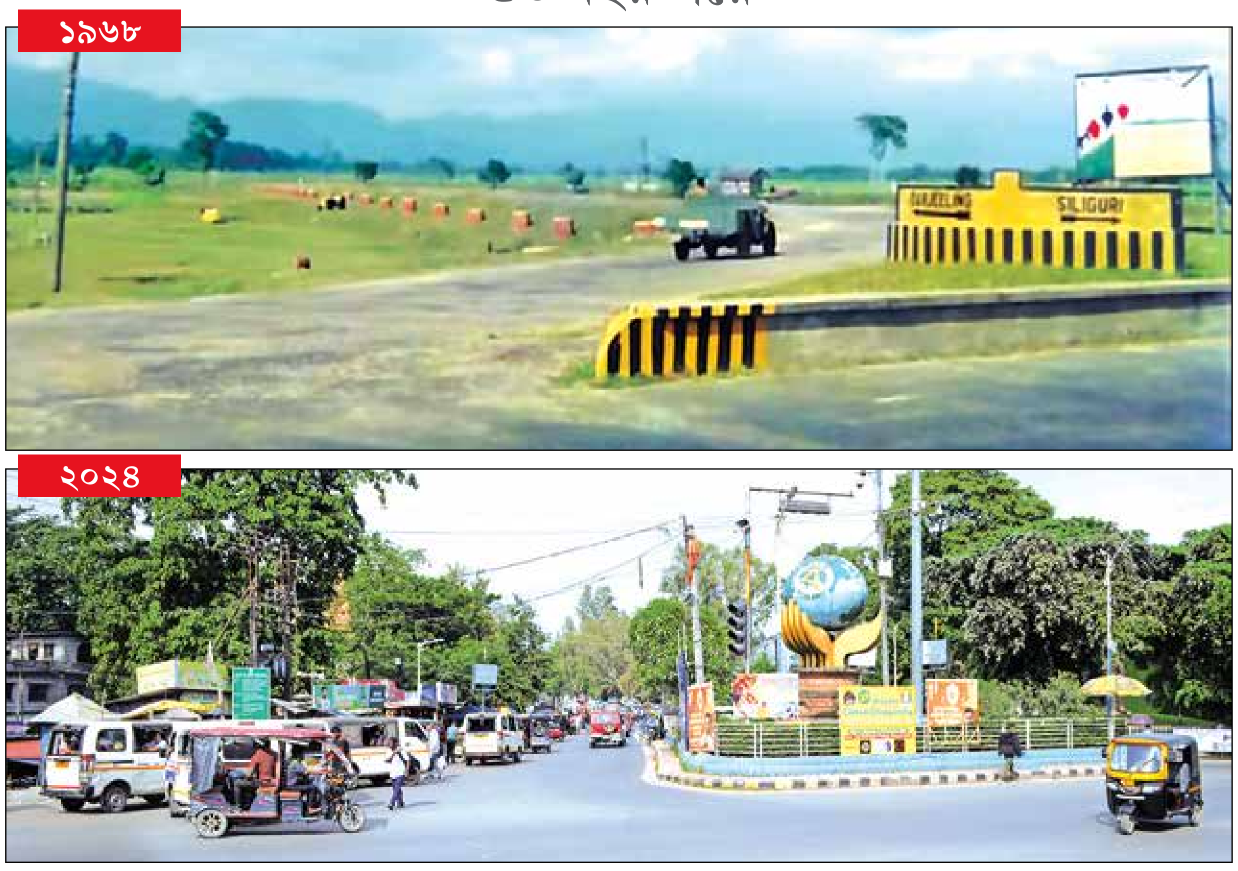

১৯৬৮ সালে রাজেন্দ্র কুমার, সায়রা বানু অভিনীত সুপারহিট ঝুঁক গয়া আসমান সিনেমায় শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়। তখন জনশূন্য। এখন সেই মোড়ই সবসময় জমজমাট। ৫৬ বছরের ব্যবধানে আকাশপাতাল ফারাক। বর্তমান ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

পালিয়ে পরিত্রাণ, ধৃত ফিজিওলজিস্ট

নির্যাতন নাবালিকা পরিচারিকাকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ছোট থেকেই বাবা-মায়ের আদর, স্নেহ জোটেনি এতটুকু। কাকার কাছে মানুষ হয়েছে কোনওমতে। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরনো সংসারে দিন-দিন সে যেন 'বোঝা' হয়ে উঠছিল। তাই মাত্র ১২ বছর বয়সেই পরিচারিকার কাজ জুটিয়ে 'নিজের ঘর' ছাড়তে হয়েছিল মেয়েটাকে। একটু ভালো থাকার আশায় ব্যাগপত্তর গুছিয়ে সে চলে এসেছিল শিলিগুড়ির এক ফিজিওলজিস্টের বাড়িতে। থাকা, খাওয়ার পাশাপাশি সেখানে মিলছিল বেতনও। কিন্তু ওই একরত্তিকেই যে দিনের পর দিন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হবে, তা আঁচ করতে পারেনি পরিবারের কেউ।

প্রথম প্রথম মুখ বুজে সহ্য করলেও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে কিছুদিন আগে। বছর পনেরোর মেয়েটি কোনওমতে ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসে। সেখান থেকে বাসে চড়ে সোজা মালবাজারে। স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় বাড়ি পৌঁছে কাকাকে সব ঘটনা খুলে বলতেই পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। অবশেষে থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে এখন শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে অভিযুক্ত ফিজিওলজিস্ট বজরং আগরওয়ালের। পরিবারের অভিযোগ, প্রায়শই নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন চালাতেন অভিযুক্ত। একাধিকবার ধর্ষণও করা হয়েছে তাকে।

ভক্তিনগর থানা সূত্রে খবর, ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। সেইসঙ্গে ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে।

২০২১ সালের কথা। সন্তানদের দেখভাল এবং গৃহস্থালির কাজের জন্য সর্বক্ষণের পরিচারিকা খুঁজছিলেন বজরং। সেই করতে গিয়েই খোঁজ মেলে মালবাজার সংলগ্ন এলাকার ওই নাবালিকার। মেয়েটির থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বললে হতদরিদ্র পরিবার বজরংয়ের কথা মেনে নেয়। দিনমজুর কাকা মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেন বজরংয়ের বাড়িতে। অভিযোগ, এখানে আনার কিছুদিন পর থেকেই অত্যাচার শুরু হয়। মেয়েটি জানিয়েছে, বজরংয়ের দুই সন্তান কান্নাকাটি শুরু করলে সেই রোষ গিয়ে পড়ত তার ওপর। মানসিক নির্যাতন তো বটেই, বজরং বাড়িতে একা থাকলে যৌন নির্যাতনও করতেন। পোশাক খুলিয়ে অশালীনভাবে শরীরে বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করা হত। প্রথম প্রথম এসব চললেও কাউকে কিছু বলার সাহস হয়নি নাবালিকার। কিন্তু ধীরে ধীরে অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌঁছায়। পরিবারের অভিযোগ, একাধিকবার মেয়েটিকে ধর্ষণও করেছেন বজরং। এরপর আর নিজেকে আটকে রাখতে না পেরে বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয় বছর পনেরোর ওই কিশোরী। গত ২০ অক্টোবর কোনওমতে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস থেকে মালবাজারের বাস ধরে।

মেয়েটির কাকা বলছেন, 'সেদিন হঠাৎ ওকে বাড়িতে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। সবটা জানার পর আমরা আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।' গত ২৪ অক্টোবর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সোমবার রাতে পুলিশ ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করে বজরংকে।

গত চারদিনে এই নিয়ে নাবালিকা নির্যাতনের তিনটি ঘটনা সামনে এসেছে। আরজি কর আবহে যখন রাজ্যজুড়ে নারী নিরাপত্তা নিয়ে হইচই চলছে, তখন এই ঘটনাগুলি সভ্যসমাজের মুখে চুনকালি লেপে দেয়।

কেন্দ্রের র‌্যাশনে এবার চাল কম, গম বেশি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : আপনি কি খেতে পছন্দ করেন বেশি? ভাত না রুটি? এই প্রশ্নের জবাব যদি ভাত হয়, তাহলে কিন্তু র‌্যাশন নিয়ে কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকায় আপনি বিপাকে পড়তে পারেন। কেন? কারণ, এবার থেকে র‌্যাশনে চালের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হল। বদলে গম মিলবে বেশি করে।

সম্প্রতি র‌্যাশন কার্ডে চাল-গম বরাদ্দের নিয়মে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বদল গত ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। এই নতুন নিয়মে চালের পরিমাণ কমিয়ে, গমের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এখন থেকে আগের তুলনায় কম চাল এবং বেশি গম দেওয়া হবে। আগে চাল দেওয়া হত ৩ কেজি, গম দেওয়া হত ২ কেজি। কিন্তু এখন সরকার এই নিয়ম পরিবর্তন করে চাল ও গমের পরিমাণ সমান করেছে। তবে মঙ্গলবার সন্ধে পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছে এই নির্দেশ এসে পৌঁছায়নি।

সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক প্রকল্প পরিচালনা করে, যার অধীনে র‌্যাশন কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে র‌্যাশন দেওয়া হয়। কোভিড অতিমারির সময় শুরু হওয়া একটি বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ বিনামূল্যে র‌্যাশন পাচ্ছেন। এখন এই নতুন নিয়মের অর্থ হল, র‌্যাশন কার্ডধারীদের কার্ডপিছু এখন থেকে আড়াই কেজি গম এবং আড়াই কেজি চাল দেওয়া হবে।

এরপর দশের পাতায়

রাজ্যের হাত থেকে সরল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনেক আগেই। সিলমোহর দিতেও দেরি করল না নীতিন গড়করির মন্ত্রক। রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের থেকে 'কেড়ে নিয়ে' ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ৫২.১০ কিলোমিটারের (সেবক থেকে রংপো) দায়িত্ব শেষপর্যন্ত তুলে দেওয়া হল ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-কে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে পর্যটন এবং বাণিজ্য মহল। শুধু সিকিমের লাইফলাইন নয়, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের একাধিক রাস্তাও। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে তদ্বির করছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে কালিম্পং, সিকিম পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল সড়ক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে, মনে করছেন দুই সাংসদ।

একইসঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি থেকে শিবমন্দির পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে সহ একাধিক রাস্তার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি থেকে শিবমন্দিরের মেডিকেল মোড় পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের নাম বদলে রাখা হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বর্তমানে বালাসন সেতু থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত যে এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ চলছে, সেই কাজ শেষ হলে ওই রাস্তাটিরও নাম ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক করা হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সিকিম থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বর্ষা তো বটেই, বর্ষা পরবর্তী সময়ও দিনের পর দিন বন্ধ থেকেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। পুজোর মুখে রাস্তাটি চালু হলেও সুদিন ফেরাতে পারেনি পাহাড়ি পর্যটনের। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাহাড়ের পুজো পর্যটন। পাশাপাশি, মাসের পর মাস ধরে সড়ক-যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে পাহাড়-সমতলের মধ্যে চলাচল করা সাধারণ মানুষকে। যা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে পূর্ত দপ্তরকে।

এরপর দশের পাতায়

তিস্তা-মহানন্দার জল লক্ষ হেক্টর জমিতে

কৃষির স্বার্থে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ নভেম্বর : প্রচণ্ড গরমে জলের অভাবে উত্তরবঙ্গে চাষের দফারফা বলতে গেলে প্রতি বছর একরকম নিয়মই হয়ে গিয়েছে। খুব চেনা সেই ছবিটা এবারে বদলে যাচ্ছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাকে 'পাইপ ইরিগেশন'-এর আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। চার জেলার ৯৮ হাজার হেক্টর কৃষিজমি এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই ৩৫ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে। কৃষিমন্ত্রক ও রাজ্য কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প রূপায়ণে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন কর্তৃপক্ষ উত্তরবঙ্গে কৃষি দপ্তরকে সহযোগিতা করবে। গোটা রাজ্যের মধ্যে উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলেই এই ব্যবস্থা প্রথম চালু হচ্ছে। তিস্তা সেচ প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে এই ব্যবস্থাটি কাজ করবে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি অধিকর্তা ও তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ব্যবস্থার বরাত পাওয়া সংস্থার বৈঠক হয়।

জলপাইগুড়ির কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপালচন্দ্র সাহা বললেন, 'পাইপ ইরিগেশন আজকের দিনে উন্নত সেচ ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ। এই ব্যবস্থায় একে তো ঠিকমতো চাষ করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে জলের অপচয়ও ঠেকানো যাবে। চাষের জন্য জমিতে ঠিক যতটুকু জলের প্রয়োজন, কৃষক সেটুকু নিয়েই কৃষিকাজ করতে পারবেন।'

এই ব্যবস্থাটা ঠিক কী? উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে 'স্প্রিংকলার ইরিগেশন' ব্যবস্থায় জল দেওয়ার বিষয়টি অনেকেরই জানা। এক্ষেত্রে মাটির ওপর দিয়ে পাতলা পাইপে জল বাগানের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে চা গাছগুলিতে ছেটানোর ব্যবস্থা করা হয়। পাইপ ইরিগেশন ব্যবস্থাটি অনেকটা এরকমই হবে। তবে এক্ষেত্রে গোটা বিষয়টি আরও উন্নত হবে। মাটির এক মিটার নীচ দিয়ে তুলনামূলক মোটা পাইপলাইন বিভিন্ন কৃষিজমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। পাইপলাইনের ট্যাপ থেকে কৃষক প্রয়োজনমতো জল নিয়ে নিতে পারবেন। এটি অনেকটা সরকারি ব্যবস্থায় বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন দিয়ে জল পৌঁছানোর ব্যবস্থার মতোই। এই ব্যবস্থার বরাত পাওয়া ট্র্যাক্টেবল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট বিসি ঝা'র কথায়, 'ক্যানাল ও সেচের মাধ্যমে কৃষিজমিতে জল দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তার তুলনায় এই ব্যবস্থা অনেকটাই বেশি কার্যকর হবে।' অনেক সময় অতিরিক্ত জলে ফসলের ক্ষতি হয়। এই ব্যবস্থায় সেই সম্ভাবনা থাকবে না। সংস্থার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অরুণ কুমার বললেন, 'এই জাতীয় প্রকল্প কার্যকর করতে হলে অনেক সময় কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের একটি বিষয় থাকে। পাশাপাশি, সময়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে পাইপ ইরিগেশনের ক্ষেত্রে এমন কোনও সমস্যা হবে না।' গোটা দেশের মধ্যে মধ্যপ্রদেশে এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলিতেও তা ভালোভাবে কাজ করছে।

এতটা পড়ে তিস্তা সেচপ্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে মনে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে এ নিয়ে আশঙ্কার কিছু নেই। এই প্রকল্পে যেভাবে কৃষিকাজ করা হয় সেভাবেই চলবে।

এরপর দশের পাতায়

পাইপে সেচ

- মাটির এক মিটার নীচ দিয়ে পাইপলাইন জমিতে নিয়ে যাওয়া হবে
- পাইপলাইনের ট্যাপ থেকে কৃষক প্রয়োজনমতো জল নিয়ে নিতে পারবেন
- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে এই ব্যবস্থা কার্যকর

ইপিএফ বকেয়া আদায়

নাগরাকাটা, ৫ নভেম্বর : এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের (ইপিএফও) জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনারের অফিস বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড আদায়ে বিশেষ কর্মসূচি শুরু করেছে। শ্রমিক, কর্মচারীদের পিএফ খাতে বকেয়া জমা করার দাবিতে ওই অফিস থেকে প্রচার শুরু হয়েছে। আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।

জলপাইগুড়ি সহ আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনারের অফিসের অধীনে পড়ে। ওই অফিসে ২ লক্ষেরও বেশি পিএফ অ্যাকাউন্ট হোল্ডার রয়েছেন। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার শৈলেন্দ্র কুমার ঝা বলেন, আমার আশা, এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগেই মালিকপক্ষ পিএফ খাতে বকেয়া জমা করবেন।

সংশোধনী
এক্ট অ্যাপ্রেন্টিসেস নিযুক্তির জন্যে নির্দেশাত্মক অধিসূচনা
অনলাইন আবেদন পত্র জমা করা বন্ধের তারিখঃ ০৩-১১-২০২৪ তারিখের বিপরিতে ০৩-১২-২০২৪। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট লিংক www.nfr.indianrailways.gov.in→General Info→Railway Recruitment Cell GHY এ অবলোকন করুন।
মহাপ্রবন্ধক (পি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PM SHRI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
Nagrakata, Jalpaiguri, West Bengal
Department of School Education & Literacy
Govt. of India
Notification for Extension of last date to submit Online Application for Classes IX & XI LEST 2025
Online registration for Admission against vacant seats to Classes IX & XI (Session 2025-26) in Jawahar Navodaya Vidyalayas through selection test is in progress. The last date of submission of online applications is extended up to 09th November, 2024. Candidates may apply free of cost by visiting the following link:
For Class IX LEST 2025: https://cbseitms.nic.in/2024/nvsix/
For Class XI LEST 2025: https://cbseitms.nic.in/2024/nvsix/ 11/
Help line number- 9476932590, 9832324013, 8637589910, 9123434839
Issued by- PM SHRI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI (W.B.)

আজ টিভিতে

রাত ময়নার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ময়নাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাল রোদ্দুর। **পুবের ময়না** সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৬টায় **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তিরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শিবা, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ মান মর্যাদা, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ চ্যাম্পিয়ন

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, বিকেল ৪.৩৫ গার্লফ্রেন্ড, সন্ধ্যা ৭.২৫ শেষ বিচার, রাত ১০.৪০ বিধাতার লেখা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ ন্যায়দণ্ড, দুপুর ১.৫৫ সুখ দুঃখের সংসার, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ৮.০০ একাই একশো, রাত ১০.৩০ বসন্ত বিলাপ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঁচের স্বর্গ

নোটবুক রাত ৮টায়
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

বসন্ত বিলাপ রাত ১০.৩০মিনিটে
জি বাংলা সিনেমায়

মান মর্যাদা বিকেল ৪টায়
কালার্স বাংলা সিনেমায়

আরআরআর রাত ৮টায় **জি সিনেমায়**

বাড়ছে অশালীন কাজকর্ম, অভাব রক্ষণাবেক্ষণের

নজর নেই বক্সা ফোর্টে

অভিজিৎ ঘোষ

উত্তরবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণ এই বক্সা ফোর্ট ঘিরে রয়েছে অনেক ইতিহাস।

আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর : বক্সা ফোর্ট। উত্তরবঙ্গের অন্যতম এই স্থান ঘিরে রয়েছে অনেক ইতিহাস। সেই বক্সা ফোর্ট সংস্কার করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। কিন্তু ফোর্টের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রশাসনের সঠিক নজরদারি না থাকার জন্য বক্সা ফোর্টের ভিতর যে নেশার আসর বসে সেই বিষয়টি সামনে এসেছিল আগেই। ফোর্টের যে ঘরগুলোয় ইতিহাসের অনেক বন্দির গল্প রয়েছে সেই ঘরগুলোতেই মদ জুয়ার আসর বসছে দীর্ঘদিন থেকে বলে অভিযোগ। বক্সা ফোর্টে গেলে মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক পর্যটককের।

সম্প্রতি বক্সা ফোর্টে অশালীন কাজকর্ম হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা গিয়ে সেখানে অশালীন কাজে লিপ্ত হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন পর্যটকরা। অন্যদিকে, প্রশাসনের নজরদারির অভাবের অভিযোগও উঠেছে। বক্সা ফোর্ট বর্তমানে রয়েছে বন দপ্তরের অধীনে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর অপূর্ব সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

> স্থায়ী নজরদারির অভাবে বক্সা ফোর্ট অপকর্মের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপ করার পাশাপাশি এর রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।
>
> **শুভময় দত্ত** *গবেষক, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়*

অন্যদিকে, দুর্গম এলাকা হওয়ায় পুলিশের পক্ষে সেখানে টহল দিতে কিছুটা সমস্যা হয়। তবে নজরদারির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদার কথায়, 'পুলিশকর্মী, সিভিক দিয়ে ওই এলাকায় টহল দেওয়া হয় হবে। কোনও অশালীন কাজকর্ম হচ্ছে কি না সেটারও খোঁজ নেওয়া হবে।' স্থানীয়দের কথায়, বক্সা ফোর্টে বর্তমানে যে কেউ যখন খুশি আসা-যাওয়া করতে পারেন। সঠিক নজরদারি না থাকায় সেখানে তরুণ-তরুণীরা ঘুরতে এসে অশালীন কাজকর্ম করছে।

এই অশালীন কাজের উদ্দেশ্যে যারা বক্সা ফোর্টে আসছে তারা বেছে নিচ্ছে এমন দিনগুলোকে যখন পর্যটকদের আসা-যাওয়া কম থাকে ওই ঐতিহ্যবাহী জায়গায়। স্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ অসামাজিক কাজ করার জন্য ফোর্টকে নিরাপদ জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ জমেছে বিভিন্ন মহলে। আলিপুরদুয়ার নিবাসী কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের গবেষক শুভময় দত্ত বলেন, 'অগ্নিযুগের বিপ্লবতীর্থকে জনগণ ভুলে গিয়েছে। এই ফোর্টে রক্ষণাবেক্ষণ নেই। স্থায়ী নজরদারির অভাবের ফলে হয়ে উঠেছে অপকর্মের মুক্তাঞ্চল। সরকারের কঠোর পদক্ষেপ করার পাশাপাশি এর রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।'

এবিভিপির রাজ্য সম্মেলন কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ নভেম্বর : ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর কোচবিহার শহরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সাংগঠনিক রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। সোমবার সংগঠনের তরফে কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সম্মেলনের পোস্টার উন্মোচন করা হল। এবিভিপির নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকশো প্রতিনিধি যোগ দেবেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে বলেন, '২০০৬ সালে কোচবিহারে এবিভিপির রাজ্য সম্মেলন হয়। তার ১৮ বছর পর আবার কোচবিহারে সেই সম্মেলন হতে চলেছে। সম্মেলনে নারী সুরক্ষা, রাজ্যের বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হবে।'

রাজ্য সম্মেলনের পোস্টার উন্মোচন।

> ১৮ বছর পর কোচবিহারে এবিভিপির রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে।
>
> **দীপ্ত দে** *সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক*

সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হলেও সেটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা এবিভিপি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। তার কারণ হিসেবে এবিভিপি নেতৃত্ব তৃণমূলের দিকেই আঙুল তুলছে। এবিভিপির বিভাগ সংযোজক শুভঙ্কর চন্দের কথায়, 'বর্তমানে শাসকদল তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের কর্মসূচিতে প্রতিকূলতা তৈরি করতে পারে। তাই সম্মেলনের স্থান এখনই আমরা ঘোষণা করছি না।'

এবিভিপির নেতাদের অভিযোগ, এর আগেও বিরোধীদের একাধিক কর্মসূচিতে প্রশাসনিক অনুমতি পেতে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তৃণমূলের ইশারাতেই ওই সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছে বলে এবিভিপির অভিযোগ।

এবিভিপির তরফে জানানো হয়েছে, ১৬ নভেম্বর কোচবিহার শহরে একটি শোভাযাত্রা হবে। সেখানে সমস্ত নেতৃত্ব পা মেলাবেন। পাশাপাশি, সম্মেলনে ২০২৪-'২৫ বর্ষের কমিটিও তৈরি হবে। রাজ্য সম্মেলনের জন্য ইতিমধ্যেই সংগঠন প্রস্তুতি শুরু করেছে।

ময়নাগুড়িতে সর্বধর্মসমন্বয়ে ভাইফোঁটা। মঙ্গলবার।

অভিনব সম্প্রীতি ভাইফোঁটায়

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ভাইফোঁটা ভাই এবং বোনদের সম্পর্ককে মজবুত করে। সেটা কোনও একটা ধর্মের গণ্ডিতে আটকে থাকতে পারে না। রবিবার ভাইফোঁটা থাকলেও ময়নাগুড়িতে মঙ্গলবার ভাইফোঁটার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ধর্ম এবং সামাজিক বিভেদের বেড়াজাল ভেঙে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বড় হয়ে উঠল।

এদিন ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন। সেখানে একসঙ্গে বসে ফোঁটা দিলেন নাজমা খাতুন, সাবেরা খাতুন, মিত্রা দাস, ডল দে'রা। অন্যদিকে, এতজন দিদির থেকে ফোঁটা পেয়ে খুশি মহম্মদ আমির।

এদিন দুপুরে ময়নাগুড়ি শহরের 'আমরা কজন' সংস্থার কার্যালয়ে আয়োজিত হয় সম্প্রীতির ভাইফোঁটা। চন্দন, ধান, দূর্বা, ফুল আর প্রদীপের থালা নিয়ে ফোঁটা দেন উভয় সম্প্রদায়ের দিদি-বোনরা। এদিন এই ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে সাজোসাজো রব দেখা যায়। বেলা বাড়তেই ভিড় বাড়তে শুরু করে। কয়েকশো মানুষ এদিনের অনুষ্ঠানে শামিল হন। তার সঙ্গে ছিল উপহার বিনিময় এবং ভূরিভোজের আয়োজনও। পরিবেশরক্ষায় বার্তা দিতে কয়েকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা।

ভাইফোঁটার উদ্যোক্তা অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, 'ময়নাগুড়ি শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বসবাস। ধর্মকে ঘিরে এই এলাকায় কারও মধ্যে কোনও বিবাদ নেই। সব ধর্মের মানুষদের মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে অভিনব এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

ভাইফোঁটায় শামিল হয়েছিলেন রূপা বণিক, মিত্রা দাসরা। মিত্রা বলেন, 'জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে দাদা এবং ভাইদের মঙ্গলকামনা করা হল এদিন।' ফোঁটা নিতে আসা সৌরভ পাল বললেন, 'খুব ভালো লেগেছে এখানে এভাবে ধর্মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে সম্প্রীতির ভাইফোঁটায় অংশ হতে পেরে।' ফোঁটা দিয়ে খুশি নাজমা খাতুন, সাবেরা খাতুনরা। সাবেরা বললেন, 'ছোট থেকে হিন্দু ভাইবোনদের সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলো করে বড় হয়েছি। হিন্দু বন্ধুদের ঘরে ভাইফোঁটা হলে আমরা যেতাম। কিন্তু এতদিন অংশ নিতে পারতাম না। এবার ছোটবেলার সেই ইচ্ছেপূরণ হল। সবার মধ্যে ঐক্য অটুট থাকুক, এটাই চাই।'

এদিন ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে মিষ্টিমুখের আয়োজন সহ ভূরিভোজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, ভাজা, মাছ এবং মাংস। খাবার পরিবেশনেও সব ধর্মের মানুষ হাত লাগান।

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ
নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএল/২৯/ আরটি০৭_২০২২/কে/৮৮১; তারিখ ঃ ২৯-১০-২০২৪। টেন্ডার নং ঃ আরটি০৭_২০২২; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে:- কাটিহার ডিভিশনে ক্যাশলেস পেমেন্ট/অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা সহ স্মার্ট প্রি-পেইড/প্রি-পেমেন্ট, ১ ফেজ/৩ ফেজ এনার্জি মিটার স্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ১৮,৬২,৩৭৪.৪৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩৭,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২১-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/জিইএন ও সিএইচডি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে পিএসআরের অপসারণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১০১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ৩০-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৩-এপি-II-২০২৪। কাজের নামঃ শামুকতলা রোড-ফকিরগ্রাম জংশন (তাপ)- পিএসআরের অপসারণ। টেন্ডার রাশিঃ ১৪,৩৩,৬৪,১৪১.২১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮,৬৬,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-১১-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৫-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সারদাপল্লিতে ছোট পরিবারে সব কাজের জন্য পরিচারিকা প্রয়োজন। 7586960327. (C/113285)

●

ফুলবাড়ি ক্যানেল রোড DPS-এর পাশে ও জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই। বেতন 11,500/-+PF, ESI থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 8653710700. (C/113074)

ভাড়া

দুটো দোকান সহ গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে- গোঁসাইপুর পিএমজি রোডের উপর। বাগডোগরা। M : 7407398381. (C/113072)

অ্যাফিডেভিট

গত 05.11.2024 APD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পিতার নাম Prabhas Barman থেকে Pravash Barman করা হল। (C/111971)

তারিখ পরিবর্তন

হিন্দু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আগামী ১৬ই নভেম্বর ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও লটারি ড্র অনুষ্ঠানে শ্রীরাম ভক্তদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সময় সন্ধ্যা ৬টা। স্থান ঃ কালীপূজা প্রাঙ্গণ। (পূর্ব নির্ধারিত লটারি ড্র-এর তারিখ পরিবর্তন করার জন্য আমরা একান্ত দুঃখিত। (C/113071)

ADMISSION

Sister Nivedita English School (High School), Pradhan Nagar, Siliguri will be distributing Admission Forms for the Academic Session-2025 for Classes NB to IV from 12/11/24-14/11/24, 8-10 A.M. from School Office. Age Limit for NB is 4+yrs & so onwards. Secretary. (C/113073)

DADA-BHAI CLUB
Jalpaiguri
25th Lucky Donation Coupon, Draw
Date-4th Nov, 2024
RESULT SHEET
1st Gift-10894, 2nd Gift-50334, 3rd Gift-57089, 4th Gift-62940, 5th Gift-22126, 6th Gift-68099, 7th Gift-35402, 8th Gifl-22044, 9th Gifl-21417, 10th Gift-13168, 11th Gift-39627, 12th Gift-11401, 13th Gift-31889.
Consolation Gift- 10906, 11906, 12906, 13906, 14906, 15906, 16906, 17906, 18906, 19906, 20567, 21567, 22567, 23567, 24567, 25567, 26567, 27567, 28567, 29567, 30172, 31172, 32172, 33172, 34172, 35172, 36172, 37172, 38172, 39172, 40032, 41032, 42032, 43032, 44032, 45032, 46032, 47032, 48032, 49032, 50609, 51609, 52609, 53609, 54609, 55609, 56609, 57609, 58609, 59609, 60319, 61319, 62319, 63319, 64319, 65319, 66319, 67319, 68319, 69319.
Tapan Banerjee
Secretary

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-TENDER NOTICE
Office of the Matiali Development Block
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB/BLOCK/14/BDO/MATIALI/2024-25
Last date of online bid submission : 15-11-2024 upto 16:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

W.B.C.A.D.C
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 08/2024-25
dt.05.11.2024
WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for following work namely : Construction of Shed Net for Vanilla cultivation at WBCADC Satvaiya Farm, Siliguri-Naxalbari Project under RKVY Scheme, Estimated cost Rs.298800.00/-, at Satvaiya farm, Naxalbari. The intending tenderers are requested to inspect the website www.wb.tenders.gov.in before quoting their rates from 11/11/2024
Sd/-
Officer-In-Charge, Ph. 0353-2571404

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি০৭-২০২৪/কে/৮৮০, তারিখঃ ২৯-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ আরটি০৭_২০২৪, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে ঃ কাটিহার স্টেশন ও বারসোই স্টেশন থেকে অন্যান্য স্টেশন থেকে স্টেশন ফেড-এর জন্য পৃথক এসইবি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২৭,৪৭,৩১১.০০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ৫৫,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নির্মাণ কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিই/সিওএন/২০২৪/ওসিটি/০৫, তারিখঃ ২৫-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ সিই-সিওএন-এজি-এমআইএস-২০২৪-০৪; কাজের নাম ঃ ডেপুটি সিই/সি-II/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে আরারিয়া-গালগালিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত চেইনেজ ২৬.০ কিমি থেকে ৫৮.৫ কিমিতে সুরক্ষার কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ সহ বরদহ হল্ট স্টেশন, কালিয়াগঞ্জ ইয়ার্ড এবং তেরগাছ হল্টে ইয়ার্ডের ড্রেন, বাউন্ডারি ওয়াল, অ্যাপ্রোচ রোড, প্ল্যাটফর্ম সার্ফেসিং -এর নির্মাণের ব্যবস্থা এবং এসএসই/ওয়ার্কস এবং কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে এডিইএন অফিস, বরদহ হল্টে এসএসই/পি-ওয়ে অফিস। আনুমানিক মূল্য ঃ ১৫৬,১৬,০২,০৪৬.১৭/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪:৩০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৮-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিই/সিওএন/৩, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মালিগাঁও এ নির্মাণ এবং যোগানের কাজ
ই-টেন্ডার প্রকিউরম্যান্ট নোটিস নং. ১৪/২০২৪ তারিখঃ ০১-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০১২৪৫১৩৮। কাজের নামঃ আরডিএসওর মানসম্পন্ন ড্রয়িং নং. টি-৬৪১২ অনুসারে এবং স্পেসিফিকেশন আইআরএসঃ টি-২৯ এবং আইআরএস/টি-১২ অনুরূপে পিএসসি স্লীপারের ওপরে ১২ বিজি ৬০ কেজিতে ১ ওয়েলডেবল সিএমএস ক্রসিংের (ডব্লিউসিএমএসসি) প্রস্তুতকরণ এবং যোগান সহিত ৬ এমএম ঘনত্বের প্রস্তুত রাবাড় প্যাটের যোগান (ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৬২০৪ থেকে আরডিএসও/টি-৬২১১, আরডিএসও/টি-৬৮৪৩ থেকে আরডিএসও/টি-৬৮৪৬) এবং স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেটস, ফিশ বোল্টস এবং নাটস, ই.আর. ক্লিপস, ইনসুলেটিং লাইনার আদি ছাড়া দি অন্য সমস্ত ফিটিংস। টেণ্ডারের পরিমাণঃ পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৭০- ৩৫ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৭১- ৫ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০১৭০২২০- ১৬ সেট। টেণ্ডার জমা হবে ২২-১১-২০২৪ তারিখে।
নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।
পিসিএমএম/সিওএন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। বৃষ : সম্পত্তি রক্ষার জন্যে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে হতে পারে। ছেলের লেখাপড়ার জন্য ব্যয় বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। কর্কট : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আজ সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় ফল পাবেন। সিংহ : রাজনীতির কারণে সমস্যা। ব্যবসায় বাড়তি টাকা বিনিয়োগ করে লাভবান হবেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। সন্তানের জন্যে অহেতুক চিন্তা বাদ দিন। তুলা : সামান্য ব্যাপারে আজ রেগে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। আজ রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বৃশ্চিক : দূরের কোনও আত্মীয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা হবে। গাড়ি খুব সাবধানে চালান। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে তেমন চিন্তার কিছু নেই। জমি, বাড়ি কেনার কাজে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে আজ সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : সাহিত্যিক, খেলোয়াড় ও সংগীতশিল্পীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। অতিরিক্ত খেয়ে সমস্যায়। মীন : দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে তৃপ্তি। মেয়ের চাকরি প্রাপ্তির সংবাদে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ১৫ কার্তিক, ৬ নভেম্বর ২০২৪, ২০ কাতি, সংবৎ ৫ কার্তিক সুদি, ৩ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৪।৫৪। বুধবার, পঞ্চমী রাত্রি ৯।২৮। মূলানক্ষত্র দিবা ৯।১৯। সুকর্মাযোগ দিবা ১০।৯। ববকরণ দিবা ৯।৩২ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।২৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৯।১৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৯।২৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৩৫ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৫ গতে ৪।১২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৩৫ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৯।৫৮ গতে যাত্রা মধ্যম পুনঃ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৫।৫২ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৯।২৮ গতে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ৮।৩৫ মধ্যে অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন দিবা ৯।৫৮ গতে জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৭।৩০ গতে ৮।১২ মধ্যে ও ১০।২১ গতে ১২।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪০ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৯ গতে ২।২৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৭ গতে ৭।৩০ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্কুলকে মোটা টাকার টোপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ডাইনিং হল তৈরির নামে সমগ্র শিক্ষা মিশনের টাকা লোপাটের ছক প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়েছে। মূলত প্রধান শিক্ষকদের হাত করেই দুর্নীতির চেষ্টা হয়েছে বলে অন্দরের খবর। সেক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের মোটা টাকার টোপ দেওয়া হয়েছিল। ঠিকাদার সংস্থার তরফে একাধিক স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ডাইনিং হল তৈরি হয়েছে, এমন লিখিত চাওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, এক বছর আগে আসা টাকা এবং স্কুলের তালিকা দেখিয়ে সমগ্র শিক্ষা মিশনের শিলিগুড়ি অফিস এতদিন পরে কেন ডাইনিং হল তৈরির টেন্ডার করা হল সেই প্রশ্ন উঠছে। এমনকি প্রতি আর্থিক বছরের শেষে সংশ্লিষ্ট জেলার হাতে থাকা অব্যবহৃত টাকা ফেরত দিতে হয়। কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আসা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (আরআইডিএফ) এই টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ডাইনিং হল করার ক্ষেত্রে রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন (ডাইস) রিপোর্টেও নজর দেওয়া হয়নি।

ডাইনিং হল দুর্নীতি

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ছক কষেই এই ফান্ডের কয়েক কোটি টাকা রেখে দিয়ে এখন টেন্ডার করে আত্মসাতের পরিকল্পনা করা হয়েছে? সমগ্র শিক্ষা মিশনের শিলিগুড়ির প্রকল্প আধিকারিক (ডিপিও) শ্রেয়সী ঘোষ দাবি করেছেন, 'সমস্ত নিয়ম মেনেই টেন্ডার করা হয়েছে।'

সমগ্র শিক্ষা মিশনের শিলিগুড়ি অফিসে দীর্ঘদিন ধরে ঘুঘুর বাসা চলছে বলে অভিযোগ। বারবার এই দপ্তরের কাজ নিয়ে অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অথচ কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। এর আগেও এই দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজের বরাত দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ফের এবার ৫৬টি স্কুলে ডাইনিং হল তৈরির জন্য তিন কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৮৮ টাকার কাজের বরাত দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক মহল থেকেই অবিলম্বে এই টেন্ডার বাতিলের দাবি জোরালো হচ্ছে।

বাসে উদ্ধার ব্রাউন সুগার

ফাঁসিদেওয়া, ৫ নভেম্বর : বিহার থেকে শিলিগুড়িতে পাচারের সময় একটি বেসরকারি বাস থেকে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃত মহম্মদ রহিম এবং মহম্মদ সাহিদ বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজায় নাকা তল্লাশি করার সময় একটি বেসরকারি বাস আটক করে। ওই বাস থেকে ৯৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা।

অভিযোগ স্বীকার করেছে ধৃতরা। তাদের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস (ন্যাশনাল ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস) অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারে আর কেউ জড়িত কি না জানতে পুলিশ তদন্ত করছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দিবানিদ্রা।। মহারাষ্ট্রের তাদোবা-আন্ধারি টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শংকর দে।

কিস্তি মেটাতে নাভিশ্বাস, দাবি পরিবারের

ঋণে হাঁসফাঁস তরুণের ফাঁসে মৃত্যু

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ নভেম্বর : প্রিয়দর্শনের জনপ্রিয় হিন্দি ছবি 'চুপ চুপ কে' দেখে অনেকেরই হাসিতে পেট ফেটেছিল। কিন্তু ছবিতে শাহিদ কাপুর অভিনীত জিতু চরিত্রটি আসলে ঋণের বোঝা কাঁধে নেওয়া একজন অসুখী মানুষ। শেষে কিস্তির টাকা মেটাতে না পেরে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় সে। তারপর রিলের গল্প অন্যদিকে মোড় নিলেও বাস্তবে এমন অনেক জিতুকেই চারপাশে খুঁজে পাওয়া যায়, যাঁদের কাঁধে ঋণের বোঝা। তেমনই একজন ইসলামপুর থানার সুচিয়ানীর বাসিন্দা ছিলেন ধীরেশ বসাক (২১)। ছিলেন বলার কারণ, তিনি আর নেই। কিস্তির টাকা মেটাতে না পেরে সোমবার গভীর রাতে আত্মঘাতী হন। ঘটনায় শোকের ছায়া সুচিয়ানীতে।

সময়টা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না ধীরেশের। মাত্র দুই মাস আগেই বাবাকে হারিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন দিনমজুর। অভাবের সংসার টানতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছিলেন তিনি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে ধীরেশের কাঁধে। ইতিমধ্যেই একাধিক মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে ঋণ নেওয়া ছিল পরিবারের। ফলে সপ্তাহে ঋণের একাধিক কিস্তি মেটাতে নাভিশ্বাস উঠছিল ধীরেশের। রাজমিস্ত্রির কাজ করে সবটা সামলে উঠতে পারছিলেন না। তাই সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যে চা বাগানে পাতা তোলার কাজও করছিলেন।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন। ঋণের পরিমাণ বিশাল। মঙ্গলবার ছিল কিস্তি মেটানোর দিন। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। সোমবার গভীর রাতে বাড়িতেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিজনরা। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। মঙ্গলবার ভোরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঘটনায় সবচেয়ে বেশি যিনি ধাক্কা খেয়েছেন তিনি ধীরেশের মা বাসন্তী বসাক। মাত্র দু'মাস আগেই স্বামীকে হারিয়েছেন। এরপর ছেলের এভাবে চলে যাওয়া যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। ছেলে যে ঋণের বোঝা সইতে না পেরেই আত্মঘাতী হয়েছে, এদিন বাড়িতে বসে চোখের জল মুছতে মুছতে সেকথা বলছিলেন বাসন্তী। এদিকে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তেও এমনটাই উঠে এসেছে বলে রামগঞ্জ ফাঁড়ি সূত্রে খবর।

ধীরেশের দুই বোন। একদিকে কিস্তির টাকা মেটানোর চাপ। অন্যদিকে, পরিবারের অন্নসংস্থান। তার পাশাপাশি দুই বোনের বিয়ে দেওয়ার চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছিল ধীরেশের। মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। অভাবই তাঁকে এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে, বলছিলেন রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা রায়। ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের তরফে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ঝর্ণা বলেছেন, 'পঞ্চায়েত স্তর থেকে আমরা সবরকম সাহায্য করব।' বিডিও দীপান্বিতা বর্মন 'দুঃখজনক ঘটনা' বলে উল্লেখ করে পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

চুপ চুপ কে ছবিতে জিতু সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেও গুনডিয়া, বান্ডিয়া চরিত্র তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ধীরেশের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। ২১ বছরের তাজা প্রাণটা নিমেষে শেষ হয়ে গেল! ধীরেশের গল্পটা জিতুর মতো 'হ্যাপি এন্ডিং' হল না, বিষাদের গল্প হয়ে থেকে গেল।

মৃত তরুণের গ্রামে শোকস্তব্ধ বাসিন্দাদের ভিড়। মঙ্গলবার

হিমসিম খাচ্ছিলেন

- মাত্র দুই মাস আগেই বাবাকে হারিয়েছিলেন
- অভাবের সংসার টানতে হিমসিম খাচ্ছিলেন ধীরেশ
- একাধিক মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে ঋণ নেওয়া ছিল তাঁর
- সপ্তাহে ঋণের একাধিক কিস্তি মেটাতে নাভিশ্বাস উঠছিল ধীরেশের
- শেষমেশ আর না পেরে সোমবার রাতে আত্মঘাতী হন ধীরেশ

পানিট্যাঙ্কিতে মাদক কারবার রোধে পুলিশি ব্যর্থতার জের

অবলুপ্ত এসওজি

মহম্মদ হাসিম ও কার্তিক দাস

নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি, ৫ নভেম্বর : মাদক কারবার রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ পুলিশ। আর এই কারণেই ভেঙে দেওয়া হল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। টিমের সমস্ত আধিকারিককে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের যে মুখ পুড়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

মাদক কারবারের 'মুক্তাঞ্চল' ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি। এমনটাই লোকমুখে প্রচলিত। পানিট্যাঙ্কি সহ নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এলাকায় মাদক কারবার রুখতে গত বছর অক্টোবরে দার্জিলিং জেলা পুলিশের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছিল এসওজি। এই টিমের আধিকারিকরা দিন-রাত পানিট্যাঙ্কিতে পড়ে থাকতেন। কিন্তু তারপরেও বড়সড়ো কোনও সাফল্য হাতে আসেনি। ছোটখাটো পেডলারদের ধরলেও মাদক কারবারের মাথারা এই টিমের নাগালের বাইরেই ছিল। তাই এসওজি'র ভূমিকা নিয়ে পুলিশের অন্দরেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। শেষমেশ টিম ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জেলা পুলিশ।

পুলিশ যে মাদক কারবার রুখতে সত্যিই ব্যর্থ তার বড় প্রমাণ মিলেছে মঙ্গলবারই। পানিট্যাঙ্কিতে মাদক ও নগদ সহ দুই কারবারি ধরা পড়েছে এদিন। ধৃতদের মধ্যে চন্দন বর্মন গৌরসিংজোত এবং উৎপল দাস উত্তর রামধনজোতের বাসিন্দা। চন্দনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরেক মাদক কারবারি উৎপলের খোঁজ পাওয়া যায়। ধৃতদের এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শুধু এদিনের ঘটনাই নয়। এর আগে ২০২০ সালে পানিট্যাঙ্কির দুই তরুণ ১০ কেজি হেরোইন সহ দিল্লি পুলিশের এনসিবি সেলের হাতে ধরা পড়ে। আট মাস আগে শিলিগুড়ির এসওজি ১০ কেজি ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। তালিকাটা লম্বা। লিখতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। এসওজি গঠন করার পরেও যখন কারবার থামছে না, তাহলে বিশেষ টিম এতদিন করলটা কী? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এসওজিতে কাজ করা আধিকারিকদের পাহাড়ের সোনাদা, পশুপতি, সিংলা সহ বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন টিম ভেঙে দেওয়ার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বেশ কিছু জায়গায় ফোর্সের বদলি হয়েছে। এটা আমাদের বিভাগের অভ্যন্তরীণ বিষয়। নতুন এসওজি গঠন হবে কি না, তা ওপরমহলের আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত।' নেহা আরও বলেছেন, 'আমরা খবর পেলেই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সকল টিম এই বিষয়ে সতর্ক রয়েছে।' তাঁর কথা থেকেই প্রশ্ন ওঠে, গত এক বছর ধরে এসওজি অভিযান চালিয়েছে। তারপরেও মাদক কারবার সমূলে উৎপাটন করা গেল না কেন? এসওজি ভেঙে দেওয়া ব্যর্থতারই ইঙ্গিত নয় কি?

এদিকে পানিট্যাঙ্কিতে চা বাগানের জমি দখল করে গড়ে ওঠা নির্মীয়মাণ ভবনগুলিতে প্রতিদিন মাদক কারবারের ছবি ধরা পড়ছে। কোথাও দলবেঁধে চলছে মাদক সেবন, কোথাও আবার হাতবদল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বাতারিয়া নদীর কাছে কিছু দোকানে, ঝোপঝাড়ে এমনকি টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলেও চলছে কারবার। এলাকার অনেকেই কারবারে যুক্ত।

সূত্রের খবর, পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের যোগসাজশ যেমন রয়েছে, তেমনই বেশ কিছু পরিবারের প্ররোচনায় এলাকায় গড়ে উঠেছে মাদক কারবারের শক্তিশালী সিন্ডিকেট। আশঙ্কাজনক বিষয়, এই কারবারে জড়িয়ে পড়েছে এলাকার কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধ সহ বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ।

পানিট্যাঙ্কিকে মাদকমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে এর আগে আন্দোলন, মিটিং, মিছিল কম হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার রাস্তায় নেমেছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায়। বলছিলেন, 'আন্দোলন করেও লাভ কিছুই হয়নি।' মাদক কারবারের কারণে পানিট্যাঙ্কির নাম বদনাম হয়েছে। রত্নার কথায়, 'এলাকার নাম শুনলে কেউ ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।' তিনি মনে করছেন, কারবার রুখতে পুলিশকে আরও বেশি সহযোগিতা করতে হবে। সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।

এর আগে কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকায় মাদক মাফিয়াদের মধ্যে হাসিনা, মেরিনা নামগুলো এখন পরিচিত হয়ে গিয়েছে। অথচ তারা এখনও গারদের বাইরে। কোথায় পুলিশ? প্রশ্ন এলাকাবাসীদের।

পানিট্যাঙ্কিতে এই ধরনের নির্মীয়মাণ বাড়িতে চলে মাদক কারবার। এসওজি ভেঙে দেওয়ার পর মাদক কারবারি গ্রেপ্তার। (ডানদিকে)

ছিনতাই

ফাঁসিদেওয়া, ৫ নভেম্বর : দিনের আলোয় ক্যানালের রাস্তায় তরুণের পেটে ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল মঙ্গলবার। রাতে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লিউসিপাকড়ির বাসিন্দা মনোরঞ্জন রায়। এদিন বাইকে চেপে ক্যানালের রাস্তা দিয়ে মহম্মদবক্সের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। অক্সিজেন কারখানার কাছে কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দাঁড়ান। ঠিক সেইসময় হেলমেট পরা দুই ব্যক্তি এসে মনোরঞ্জনের পেটে ছুরি ঠেকিয়ে টাকা চায়। এরপর তার ব্যাগ থেকে হাজারখানেক টাকা নিয়ে ফুলবাড়ির দিকে পালিয়ে যায় ওই দুই ব্যক্তি। ঘটনায় ফাঁসিদেওয়ার ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে শুরু করে হাপতিয়াগছ পর্যন্ত রাস্তায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্ষণে ধৃত

ক্রান্তি, ৫ নভেম্বর : ক্রান্তিতে নিজের মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল বাবা। ১৭ বছরের ওই নাবালিকা এখন সাত মাসের গর্ভবতী। কিশোরীর শারীরিক পরীক্ষার পর হোমে রাখা হয়েছে। ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ বলেন, 'অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। কিশোরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

হল অফ ফেম স্বীকৃতি গ্রাহামস হোমস স্কুলের

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : সালটা ১৯০০। কালিম্পংয়ে অনাথ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশুদের জন্য ভাড়াবাড়িতে একটি হোম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডঃ জেমস অ্যান্ডারসন গ্রাহাম। সেসময় নাম ছিল সেন্ট অ্যানড্রুজ কলোনিয়াল হোমস। পরে ধীরে ধীরে হোম রূপান্তরিত হয় স্কুলে। ১৯৪২ সালে গ্রাহাম প্রয়াত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে তাঁর স্মৃতিতে স্কুলের নতুন নামকরণ হয় ডঃ গ্রাহামস হোমস। সেই স্কুল সম্প্রতি ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। দ্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হল অফ ফেম-এ নাম জুড়ে গিয়েছে স্কুলটির।

অল ইন্ডিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্কুলটিকে ওই বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। স্কুলের ১২৫তম বর্ষ উদযাপনের ঠিক আগেই এমন স্বীকৃতি মেলায় স্বভাবতই খুশির আমেজ গোটা স্কুলজুড়ে। সেই কথাই শোনা গেল স্কুলের অধ্যক্ষ নেল মন্টেরিও'র মুখে। বললেন, 'এটা খুবই খুশির খবর। স্কুলের ১২৫ বছর উদযাপনের আগেই নতুন পালক জুড়ল। আমরা আপ্লুত।'

এর আগে লখনউয়ের লা মার্টিনিয়ার কলেজ, পুনের বিশপস স্কুল, চেন্নাইয়ের সেন্ট জর্জ স্কুল এই স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার সেই তালিকায় জুড়েছে কালিম্পংয়ের ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলের নাম। সারা দেশে মোট ১৬০টি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল রয়েছে। সেগুলির মধ্যে কালিম্পংয়ের ডঃ গ্রাহামস হোমস চতুর্থ এমন স্কুল যার এই স্বীকৃতি মিলেছে।

কালিম্পংয়ের এই স্কুলটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয়, তা আন্দাজ করা যায় স্কুলের প্রাক্তনীদের তালিকাটা দেখে। ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেরিং টবগে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিওনচেন জিগমি ইয়োসার থিনলে এই স্কুলে পড়েছেন। বিশ্বখ্যাত চিত্রকর নরম্যান হাচিনসন যিনি কুইন এলিজাবেথ-২'এর ছবি এঁকেছিলেন, তিনিও গ্রাহামস হোমসের প্রাক্তনী।

স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীরা স্কুলের ১২০ জন পড়ুয়ার পড়াশোনার যাবতীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার দিক থেকেও দেশ-বিদেশে সুনাম রয়েছে স্কুলটির।

গ্রাহামস হোমসের 'পাইপ' ব্যান্ড বেশ জনপ্রিয়। সেখানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পড়ুয়ারাও দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে চলেছে। অধ্যক্ষ জানালেন, নয়া স্বীকৃতি স্কুলের নাম আরও বেশি উজ্জ্বল করল। বর্তমান পড়ুয়ারাও যেমন খুশি, তেমনই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীরা আনন্দে আত্মহারা। সকলেই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ।

কালিম্পং

ALL-INDIA ANGLO-INDIAN A
EMPA
EDUCATE

ডঃ গ্রাহামস হোমস স্কুলকে বিশেষ স্বীকৃতি দিচ্ছে অল ইন্ডিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

অবরোধ

জলপাইগুড়ি, ৫ নভেম্বর : করলাভ্যালি চা বাগানের শ্রমিকদের পাকা বাড়ি তো দূরের কথা, কাঁচা বাড়িটাও বসবাসের যোগ্য নয়। কিন্তু সেই ঘরের বাসিন্দাদের একাংশের নাম নাকি আবাস যোজনার তালিকাতেই নেই। সেই ক্ষোভে মঙ্গলবার আসাম মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন চা শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, অনেকবার সরকারি প্রকল্পে ঘরের জন্য আবেদন করলেও মাত্র ৩৩ জন বাদে বাকি ২০০ পরিবারের তালিকায় নাম ওঠেনি।

হাইস্কুলে ভর্তি করাতে সমস্যার আশঙ্কা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : এমনিতেই প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিকাঠামো নানা সমস্যায় ধুঁকছে। তারই মধ্যে সম্প্রতি রাজ্য শিক্ষা দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিক স্কুলের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যা নিয়ে এখন শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলে জোর চর্চা চলছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে যে ২,৩৩৫টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালু করা হবে, তার একটি তালিকা রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো হয়েছে। যার মধ্যে শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার নয়টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। তবে প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালু হলেও এখনই হাইস্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি তুলে দেওয়া হচ্ছে না বলে খবর।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'মোট ২১টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালু করার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও নয়টি স্কুলের নাম পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। বাকিটা বোঝা যাবে ভর্তি শুরু হলে। প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করার জন্য অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ কেমন, তা তখনই বোঝা যাবে।'

অন্যদিকে, প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণিতে কত পড়ুয়া ভর্তি হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে 'নেগেটিভ সাইন' পেয়েছেন শিক্ষকরা। অভিভাবকরা চিন্তিত একটা জায়গাতেই। যেখানে হাইস্কুলের সঙ্গে প্রাথমিক স্কুল যুক্ত, সেখানে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া হত। পঞ্চম শ্রেণি প্রাথমিকের আওতায় চলে এলে কি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়ারা ভর্তি হতে পারবে? প্রশ্ন অভিভাবকদের। যদিও এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর থেকে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।

প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি

হাইস্কুলের ওপর থেকে চাপ কমাতে বেশ কয়েকদিন ধরেই পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনার পরিকল্পনা ছিল শিক্ষা দপ্তরের। ইতিমধ্যেই অনেক প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অভিভাবকরা হাইস্কুলেই পঞ্চম শ্রেণিতে সন্তানকে ভর্তি করাতে বেশি আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে ২০২৫ সাল থেকে নতুন করে যে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে পঞ্চম শ্রেণি চালু হওয়ার কথা, সেই স্কুলগুলোতে কতটা সাড়া মিলবে তা নিয়ে চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিকভাবে শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার নকশালবাড়ি সার্কেলের বিধুভূষণ বিদ্যাপীঠ ও পুঁটিমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি ওয়েস্ট সার্কেলের তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিক, রাধারঞ্জন প্রাথমিক স্কুল, শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি সার্কেলের শিলিগুড়ি গার্লস ও বয়েজ প্রাথমিক স্কুল, ভারতী হিন্দি বিদ্যালয় প্রাথমিক, রামকৃষ্ণ প্রাথমিক এবং বিধাননগর সার্কেলের বিবেকানন্দ প্রাথমিক স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই নয়টি স্কুলই হাইস্কুলের আওতায় রয়েছে।

তরাই তারাপদ প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডলের কথায়, 'আমাদের স্কুল যেহেতু হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত, তাই পরিকাঠামোর দিক থেকে এখনও কোনও অসুবিধা নেই। এখন হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালু রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণিতে কতজন পড়ুয়া ভর্তি হয়, তা নিয়ে সংশয় তো রয়েইছে।'

এক অভিভাবক মনে করেছেন, 'শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে যখন পঞ্চম শ্রেণি রয়েছে, তখন সেখানে ভর্তি করানোই ভালো। না হলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে গিয়ে আবার অসুবিধা হতে পারে।'

একই কথা জানিয়েছেন শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের অভিভাবকদের একাংশ। যদিও এখনই হাইস্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি সরানো হচ্ছে না, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা নিকিতা এস কোটাক - কে 04.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91A 27402 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "অতি স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে একজন কোটিপতি হওয়াটা খুবই রোমাঞ্চকর বিষয়। এটি যে কোন ব্যক্তির জন্য, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য একজন কোটপতি হওয়ার সহজতম পথ। আমাকে দেওয়া এই চমৎকার সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

emami
Healthy &Tasty
SUPER STRONG
সর্ষের তেল
এসে গেল 100% প্রাকৃতিক ঝাঁঝে সমৃদ্ধ
সবচেয়ে ঝাঁঝালো সর্ষের তেল
with VITAMINS A, D & E
100% NATURAL PUNGENCY TRUSTED FOR PURITY
Jhaajh 36
emami Healthy &Tasty
SUPER STRONG
Kachchi Ghani Mustard Oil
Jhaajh 36
50% বেশি ঝাঁঝ
প্যাকেটের উপরে
ঝাঁঝের মাত্রা দেখে তবেই কিনুন

টুকরো খবর

টয়ট্রেনের পথ সংস্কার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : সমালোচনা শুরু হতে দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত নিল রেল। নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং রুটে টয়ট্রেন বাতিলের সময়সীমা যাতে না বাড়াতে না হয়, সেজন্য ট্র্যাক মেরামতের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন এনজেপি'র এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার। মঙ্গলবার তিনি সড়কপথে রংটং থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত রেলট্র্যাকে কাজ খতিয়ে দেখেন। মেরামতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট নেন।

যদিও সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলেননি এডিআরএম। বিভিন্ন জায়গায় রেললাইনের নীচ থেকে মাটি ধসে যাওয়ায় নতুন করে রেলপথ তৈরি করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। সেজন্য বর্ষার সময় থেকে ওই পথে বন্ধ রয়েছে টয়ট্রেন চলাচল। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রেন না চালানোর সিদ্ধান্ত আছে আপাতত।

পথবাতি দাবি

বাগডোগরা, ৫ নভেম্বর : বাগডোগরা রূপসিংজোতে মমতানগরের লোকনাথ মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করতে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন জানাল মন্দির কমিটি। কমিটির সম্পাদক বিনয় ঘোষ বলেন, 'এখানে শুধু লোকনাথ মন্দির নয়, কালী, রাধাকৃষ্ণ এবং শিবের মন্দির রয়েছে। সারা বছর বিভিন্ন তিথিতে পুজোপাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেক ভক্তের সমাগম হয়। মন্দিরের সুরক্ষা ও ভক্তদের সুবিধার জন্য মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করলে স্থানীয়দেরও উপকার হবে।' লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে এখন বরাদ্দ নেই। ভবিষ্যতে পাওয়া গেলে আলোর ব্যবস্থা করা হবে।'

সিটুর সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : কর্মীদের পদ ফাঁকা থাকায় কাজে সমস্যা তৈরি হচ্ছে অভিযোগে সোচ্চার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। ৯ ও ১০ নভেম্বর শিলিগুড়িতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ওই দাবির পাশাপাশি নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে। মঙ্গলবার হিলকার্ট রোডে সিটুর দার্জিলিং জেলা দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে ইউনিয়নের সম্পাদক সুদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্তমান সরকার এনবিএসটিসি-কে বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। অস্থায়ী কর্মীদের দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।' ৯ নভেম্বর শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ডিপোয় সম্মেলনের সূচনা হবে।

দুর্ঘটনা

চোপড়া, ৫ নভেম্বর : জাতীয় সড়কে দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চোপড়া ব্লকের সোনাপুর এলাকায় দুই তরুণ গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত দুজনকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পরে একজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। আহতদের একজন সোনাপুরের বসাকপাড়ার, আরেকজন বিহারের বাসিন্দা।

পসরা সাজিয়ে।।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ছটপুজোর সামগ্রী বিক্রি। মঙ্গলবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

মহানন্দার ওপারে সক্রিয় মাফিয়ারা

অবাধে বালি, মাটি লুট

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৫ নভেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহানন্দা নদী থেকে বালি, পাথর লুট করছে বাংলাদেশের বালি মাফিয়ারা। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া এবং চটহাটের মুড়িখাওয়া এলাকার। অবাধে বালি, পাথর লুটে নদীভাঙন দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে, নদীতে এখন জল কম। এই সুযোগে ওপারের মাফিয়ারা এদেশের নদী লাগোয়া চাষের জমির মাটিও কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এতে ভারতের কৃষকরা সমস্যায় পড়ছেন। অভিযোগ, এনিয়ে গ্রামবাসীদের তরফে একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু, লাভ হয়নি কিছুই। বিডিও অবশ্য বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

মহানন্দার ওপারে এভাবেই চলছে অবাধে বালি, পাথর পাচার। - সংবাদচিত্র

বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ফাঁসিদেওয়া এবং চটহাট। একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। নদীর পাড়ে রয়েছে চাষের জমি, চা বাগান। স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রতিদিন ওপার বাংলার কয়েকশো লোক ফাঁসিদেওয়ার পুরোনো হাটখোলা এবং চটহাটের মুড়িখাওয়া এলাকায় মহানন্দায় নামছেন। নদীতে গভীর গর্ত করে বালি, পাথর তুলে তা টায়ারে চাপিয়ে ওই দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে নদীতে পাড়ভাঙন দেখা যাচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে অনেকের জমি নদীগর্ভে গিয়েছে বলে দাবি কৃষকদের। অন্যদিকে, সুযোগ পেলেই বিএসএফের নজর এড়িয়ে এদেশের কাঁটাতারের ভিতর থাকা চাষের জমির মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি বালি মাফিয়ারা। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছেন মানগছ, গোয়ালগছ, ফকিরগছ, বন্দরগছ, লালদাসজোত, মুড়িখাওয়া সহ একাধিক গ্রামের কৃষকরা। এবিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। অবিলম্বে এসব বন্ধ করার দাবি উঠেছে।

মুড়িখাওয়ার বাসিন্দা সফিরুল হকের কথায়, 'মহানন্দার পাড়ে আমাদের গ্রামের অনেকেরই জমি রয়েছে। মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ার কারণে চাষের জমির ক্ষতি হচ্ছে। বিএসএফ ধমক দিলে বালি মাফিয়ারা চলে যায়।' ফাঁসিদেওয়ার মহম্মদ খুরশিদ আলি বলেন, 'এসব রুখতে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। মহানন্দার গ্রাসে যাচ্ছে জমি। দ্রুত প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ প্রয়োজন। অন্যথায় আরও কৃষকের জমি গিলবে নদী।'

অবাধে বালি তোলা ও মাটি কাটায় কৃষকরা যেমন সমস্যায় পড়ছেন, তেমনই নদীর ভারসাম্যও বিঘ্নিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের মন্তব্য, 'সীমান্তে মহানন্দা নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের কথা শুনেছি। সমস্যার বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে।'

আবাসে বাদ ৩৩১ নাম

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ নভেম্বর : পাকা বাড়ি রয়েছে, আবার আবাসের তালিকাতেও নাম রয়েছে। চোপড়া ব্লকে আবাসের তালিকা থেকে এমনই ৩৩১ জনের নাম বাদ দিল প্রশাসন। তবে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গত ২০ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবাস নিয়ে চোপড়া ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তালিকাভুক্ত ১৩,৫৪৩ জন উপভোক্তার বাড়িতে ব্লক প্রশাসনের তরফে রি-সার্ভে করা হয়। সেখানেই এই ৩৩১ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ব্লক প্রশাসনের করা সমীক্ষার তালিকা ধরে জেলা স্তরের আধিকারিকরা আরও একটি সমীক্ষা করছেন। যেটি ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। মনে করা হচ্ছে এই সমীক্ষা থেকে আরও কিছু নাম বাদ পড়তে পারে। চোপড়া ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বিঘ্নে আবাস সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনওরকম লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

রি-সার্ভের কাজ শুরু হওয়ার সময় থেকেই অভিযোগ উঠেছিল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাংশের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উচলগছে সমীক্ষার কাজে যাওয়া আধিকারিকদের দেখে ক্ষোভ উগরে দেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। একাংশের অভিযোগ ছিল, তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বাড়িতে সমীক্ষা করা হয়নি। যদিও ব্লক প্রশাসনের যুক্তি, একাধিক ব্যক্তির একই নাম হওয়ায়, অনেকেই মনে করছেন তাঁদের নাম তালিকায় রয়েছে। আসল উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে একমাত্র তাঁদের বাড়িতেই সমীক্ষা করা হয়েছে। তবুও এ ধরনের কোনও অভিযোগ পেলে অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।

গত ২০২২-'২৩ সালে সমীক্ষার কাজে যাওয়া আধিকারিকদের বিভিন্ন এলাকায় হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবার আগের তালিকা ধরে ব্লক প্রশাসন নির্দিষ্ট অ্যাপের সাহায্যে রি-সার্ভে শুরু করে। সমীক্ষা শুরু হওয়ার সময় থেকেই পাকা বাড়ি থাকা ব্যক্তিদের তালিকায় নাম থাকা নিয়ে জোরালো আপত্তি উঠতে শুরু করে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের যুক্তি ছিল, ২০২২-'২৩ সালের সমীক্ষার পর এঁদের একাংশ পাকা বাড়ি বানিয়েছেন। রি-সার্ভে করার সময় পাকা বাড়ি রয়েছে এমন উপভোক্তাদের নাম বাতিল করা হচ্ছে।

চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বললেন, 'ফাইনাল তালিকা এলাকাভিত্তিক গ্রামসভায় পাশ করাতে হবে। সেখান থেকে ব্লক কমিটি অনুমোদন দিলে, জেলা স্তরে পাঠানো হবে। তারপর তালিকাভুক্ত উপভোক্তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা পেতে শুরু করবেন।'

জেলার খেলা

শুরু দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি সংঘ ও পাঠাগারের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে। শক্তিগড়ের পারিজাত ভবনে এদিন জয় পেয়েছেন সুবল অধিকারী-দেবাশিস কর, পঙ্কজ মণ্ডল-ভোলা ভৌমিক, রণবীর দত্ত-সুভোদ্ধ দে, পিন্টু মৈত্র-রাকেশ সারিসা, অচিন্ত্য সরকার-শিবু দত্ত, বিনোদ বৈদ্য-শ্যামল দাস, সুব্রত সরকার-অসীম সরকার, সুদিন পাল-সুজিত ভট্টাচার্য, স্বপন মজুমদার-অভিজিৎ হালদার, বাদল রায়-মধু সূত্রধর, হাবু রায়-জয়গোপাল লাহা, রাজু দাস-অজিত গুহ, অভিজিৎ দত্ত-বিরাজ দে ও সুভাষ পাল-সন্তোষ দাস।

পাহাড়ে সর্বদল বৈঠকের প্রস্তুতি বিমলের

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : পাহাড়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সর্বদলীয় বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং। বিমল বলছেন, 'গোর্খাল্যান্ডের দাবি আদায়ে পাহাড়ের সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে একজোট হতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই জিএনএলএফ সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেছি। আগামীতেও আলোচনা চলবে। শীঘ্রই আমরা একটি সর্বদল বৈঠক ডেকে দাবি আদায়ের রুটম্যাপ তৈরি করব।' বিমলের এমন পদক্ষেপকে কটাক্ষ করেছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। দলের মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেছেন, 'বিমল এখন পাহাড়ে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর কথার কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।'

মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে বিমল বলেন, 'পৃথক রাজ্য আমাদের শতবর্ষ পুরোনো দাবি। আমরা এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। তাঁর নির্দেশমতোই আমরা পদক্ষেপ করছি।' তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপিই পাহাড়ের সমস্যা মেটাতে পারে।' তপশিলি উপজাতির মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে ১১ জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলেও এদিন বিমল জানিয়েছেন।

পাহাড়ের রাজনীতিতে বর্তমানে অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে বিমলের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে কার্যত ফেরার হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। ২০২০ সালে তৃণমূলের হাত ধরে পাহাড়ে ফিরলেও, গত লোকসভা ভোটে সরাসরি বিজেপিকেই সমর্থন দিয়েছিলেন। বিমল বলেন, 'দাবি আদায়ে আমরা বিজেপির ওপরেই ভরসা রাখছি। দিল্লিতে গিয়ে অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমাদের আলাদা রাজ্য এবং ১১ জনজাতিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি তাঁর সামনে তুলে ধরেছি।'

চা শ্রমিকদের পাট্টা দিতে পারেন

দার্জিলিং সফরের সম্ভাবনা মমতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : আগামী সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ে ১৩ নভেম্বর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আয়োজিত রাজ্য সরসমেলার উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ১১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিংয়ে উঠতে পারেন বলে সরকারি সূত্রে খবর। তবে, ওই কর্মসূচি ছাড়াও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) পর্যালোচনা বৈঠক, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক সহ মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে।

পাহাড়ে তিন পুরসভার ভোট বাকি রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে দ্রুত সেই ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এলে ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করতে পারেন। এই মুহূর্তে রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিটিএ চালাচ্ছে অনীত থাপার গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। গত লোকসভা ভোটে অনীতের দল তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়লেও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে পুরভোটেও অনীতের দল আর তৃণমূল জোট করে জয়ের জন্য ঝাঁপাতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী এলে সেই বিষয়টি নিয়েও কথা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি এখনও এসে পৌঁছায়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে কার্সিয়াংয়ে এসেছিলেন মমতা। সেই সময় তিনি কার্সিয়াংয়ে একটি সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় দার্জিলিংয়ে ওঠেননি। গত মাসে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের আগাম খবর থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সেই সফরও স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক বছরের মাথায় পাহাড়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় ১৩ নভেম্বর থেকে ১১ দিনব্যাপী রাজ্য সরসমেলা শুরু হচ্ছে। সেই মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার সহ রাজ্যের মুখ্যসচিব, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরাও দার্জিলিংয়ে আসছেন। সরকারি সূত্রে খবর অনুযায়ী, ১৪ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে নেমে বাগডোগরা হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন। এই সফরে আপাতত শিলিগুড়ির কোনও কর্মসূচি নেই বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

> মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, এটা আমাদের জন্য খুব ভালো খবর। উনি পাহাড়ে এলে জিটিএ'র উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে।
>
> **-অনীত থাপা**
> *চিফ এগজিকিউটিভ, জিটিএ*

মুখ্যমন্ত্রী আসা মানেই পাহাড়ের উন্নয়নে নতুন নতুন ঘোষণা। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে পার্বত্য প্রশাসন। পাহাড়ের চা শ্রমিকদের জমির অধিকার অর্থাৎ পরচা, পাট্টা দেওয়ার কর্মসূচিরও সূচনা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া এখানকার উন্নয়নে আরও আর্থিক বরাদ্দ, দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যা মেটাতে বিশেষ ব্যবস্থা ঘোষণা সহ নয়া প্রকল্প দিতে পারে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ইতিমধ্যেই পাহাড়জুড়ে ফ্লেক্স, হোর্ডিং লাগানোর কাজ শুরু করেছে জিটিএ এবং ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)।

থমকে আবর্জনা পৃথকীকরণ প্রকল্প

নকশালবাড়ি, ৫ নভেম্বর : উদ্দেশ্য ছিল মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি সংসদের যাবতীয় আবর্জনা পৃথকীকরণ। সেই লক্ষ্যে মেচি নদীর তীরে সুরজবর মৌজায় আড়াই কাঠা জমিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ইউনিটের একটি ভবন গড়ে তোলা হয়। এই ভবনে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য বাছাই করে নকশালবাড়ি ব্লক ইউনিটে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। এমনকি গত ২ অক্টোবর ওই ভবনের উদ্বোধন করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ভবনে এক টুকরো আবর্জনার দেখা মেলেনি। অথচ সেই ভবনে বসছে মদের আসর।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'এর আগেও এই ধরনের ইউনিট বাগান এলাকায় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের চাপে তড়িঘড়ি ভবনটি উদ্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প চালু করা নিয়ে কোনওরকম দিকনির্দেশ দেয়নি ব্লক প্রশাসন।'

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেছেন, 'প্রকল্পটি উদ্বোধনের পরেই সরকারি ছুটি চলে আসে। তাই কিছু করা যায়নি।' তারপর তিনি বলেন, 'গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মৌজা ধরে ধরে লোহার খাঁচা বসানো হবে।'

আবর্জনা পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে বানানো ভবনের সামনে রাস্তাটি কাঁচা। এমনটাই জানিয়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দা শম্ভু মল্লিক। তাঁর ব্যাখ্যা, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত আবর্জনা এখানে আনা হবে। অথচ ভবনে যাওয়ার পুরো রাস্তাটা কাঁচা। কোন গাড়ি এই এলাকায় ঢুকবে বলুন তো!'

কাঁচা রাস্তার বিষয়টি স্বীকার করেছেন গৌতম। তিনি জানিয়েছেন, ব্লক প্রশাসনের তরফে রাস্তাটা পাকা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আক্ষেপের সুরে গৌতম বললেন, 'তবে গোটা প্রকল্প চালাতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে। যেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ নিয়ে আমরা বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করব।'

জমি দখলের অভিযোগ

মাটিগাড়া, ৫ নভেম্বর : নদীসংলগ্ন শ্মশান এবং চুল্লির জায়গা দখল করে ক্র্যাশার বসানোর অভিযোগ উঠল কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মাটিগাড়ার নিমাইজোতের এই ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় মানুষ ওই নির্মীয়মাণ ক্র্যাশারের কাছে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কিশোরকুমার বর্মন বলেন, '২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বালাসন নদীর তীরে এই শ্মশান রয়েছে। সম্প্রতি শ্মশানের পাশে একটি ক্র্যাশার তৈরি হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সেই ক্র্যাশার শ্মশানের জমিতে এসে যাচ্ছে। সেখানে ক্র্যাশার মালিকপক্ষ বাঁশ দিয়ে ঘেরা দিচ্ছিল। আমরা সেই বাঁশ তুলে দিয়েছি। এই জমি দখল করতে দেওয়া হবে না।'

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ (ভোলা) এই ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে তিনি চিঠিতে লিখেছেন, কয়েকজন ব্যক্তি বালাসন নদীর তীরে শ্মশানঘাটের জমি দখল করছে। স্থানীয়রা ওই কাজে বাধা দিয়েছেন। দ্রুত এই ধরনের সরকারি জমি দখলের চক্রান্ত বন্ধ করতে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিক।

ক্রমেই প্রকট হচ্ছে গোষ্ঠীকোন্দল

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অ্যাড হক কমিটি গঠন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : এনজেপিতে মৃত্যুর ঘটনার পর বিরোধী গোষ্ঠী ট্রাক মালিক ইউনিট ও লেবার ইউনিটের ক্ষমতা দখলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পালটা লেবার ইউনিটের অ্যাড হক কমিটি গঠন করল এনজেপির ক্ষমতাসীন আইএনটিটিইউসির গোষ্ঠী। মঙ্গলবার দফায় দফায় হকার্স ইউনিটের অফিসে যা নিয়ে বৈঠকে বসলেন আইএনটিটিইউসি নেতা সুজয় সরকার। পরে সন্ধ্যায় লেবার ইউনিটের অ্যাড হক কমিটি গঠন করার কথা জানান তিনি। সুজয়ের বক্তব্য, 'যেহেতু মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে লেবার ইউনিট কমিটির কয়েকজনের নাম জড়িয়েছে, তাই তাঁদের আপাতত সরিয়ে নতুন নাম ঢোকানো হল।' তাঁর কথায়, 'শ্রমিকদের মধ্যে একটু ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত।' এদিকে, গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়টি সামনে আসতেই পালটা বিজেপির ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এনজেপির এই শ্রমিক নেতা।

সোমবার দশরথ রায় ট্রাক মালিক ইউনিটের ক্ষমতা দখল করার সঙ্গেই তাঁর গোষ্ঠীর লোক হিসেবে পরিচিত অরবিন্দ মণ্ডল লেবার ইউনিটের ক্ষমতা দখল করেন। এদিন এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সুজয় বলেন, 'কেউ নিজেকে নেতা বললেই, নেতা হয় না। বিজেপির কিছু লোক এসে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাছাড়া অরবিন্দ একসময় সিপিএম করত। আমাদের সঙ্গে কোনওদিনই ছিল না। কালকে আমাদের দলেরও কয়েকজন কর্মী ভুল করে গিয়েছিল। তবে ওরা আজ আমার অফিসে এসে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে।'

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে দশরথ গোষ্ঠী জল মাপতে শুরু করেছে। দশরথ গোষ্ঠী সূত্রে খবর, এখনই অন্য কোনও ইউনিট দখলের দিকে যেতে চাইছে না তারা। এদিন দশরথকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমি কোনও মন্তব্য করব না।' বিজেপি যোগের বিষয় নিয়ে দশরথ গোষ্ঠীর এক সদস্য বললেন, 'ট্রাক মালিক ইউনিটের অফিস থেকে তৃণমূলের ঝান্ডা সরানো হয়নি। এমনকি কোনও ফ্লেক্সও সরানো হয়নি। অথচ এমন কথা বলা হচ্ছে।'

বিজেপি-যোগের তত্ত্ব খাড়া করলেও, দশরথের ব্যাপারে মন্তব্য করা নিয়ে সাবধানি সুজয়। তিনি বললেন, 'দশরথ আমাদের সমর্থক। তিনি আগের কমিটির মেম্বার ছিলেন। তবে ওটা ট্রাক মালিকদের ব্যাপার। আমি লেবার ইউনিয়নের বিষয়টা দেখি।' সোমবার 'জনতার চাহিদা'-র তত্ত্ব খাড়া করে দশরথ ট্রাক মালিক ইউনিটের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন। কিছুক্ষণ পরেই লেবার ইউনিটের দায়িত্ব নিয়ে নেন অরবিন্দ মণ্ডল, যা আগে দেখতেন মহম্মদ অজগর ওরফে মিস্টার।

অন্যদিকে, মালিক ইউনিট সামলাতেন মহম্মদ আলাউদ্দিন। অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই তাঁরা এখন ফেরার। তবে লেবার ইউনিটের কমিটি থেকে সরালেও অভিযুক্তদের পাশেই থাকছেন সুজয়। তাঁর বক্তব্য, 'ওঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে ওঁরা দোষী প্রমাণিত হয়নি। দোষী প্রমাণিত হলে তখন দল বিষয়টা দেখবে।'

বন্ধ বাগানে পাতা তুলে চলছে সংসার

মহম্মদ হাসিম

পানিঘাটা, ৫ নভেম্বর : ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে বোনাস নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ার পর থেকে বন্ধ রয়েছে চা বাগান। অথচ সেই বাগানেই পাতা তুলতে ব্যস্ত মহিলা চা শ্রমিকরা। সোমবার এমনই ছবি ধরা পড়ল মিরিক ব্লকের পানিঘাটা চা বাগানে। নকশালবাড়ি ব্লকে গড়ে উঠেছে পানিঘাটা চা বাগান। ২০২১ সাল থেকে বন্ধ এই বাগানে পাতা তুলে সংসার চালাচ্ছেন চা শ্রমিকরা।

পানিঘাটা চা বাগানের পাশেই রয়েছে চেঙ্গা নদী। এই ন'বছরে এই নদী দিয়ে যতটা জল বয়েছে, বাগান খোলা নিয়ে তার থেকেও বেশি প্রতিশ্রুতি এসেছে বলে দাবি করছেন চা শ্রমিকরা। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মিরিকের বিডিও শ্রেয়সী মাইতির কথায়, 'চা বাগানটি পুনরায় শুরু করার জন্য রাজ্যকে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন জেলা শাসক।

প্রায় ৯০০ একর এলাকাজুড়ে রয়েছে চা বাগানটি। গত ন'বছরে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছিল বাগান। ২০২১ সালে শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগে বাগান পরিষ্কার করে পরিচর্যা করা শুরু করেন। পরে কমিটি তৈরি করে চা পাতা বিক্রি শুরু হয়। তারপর থেকে পানিঘাটা এলাকার প্রায় ছ'শো মহিলা চা শ্রমিক এখানে কাজ করছেন। কমিটির লোকজন সেই চা পাতা বিক্রি করেন। কমিটিতে থাকা বন্দু তামাং জানালেন, প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ হাজার কেজি চা পাতা তোলা হয়। যে ফ্যাক্টরি বেশি দাম দেয়, সেখানেই চা পাতা পাঠানো হয়। তবে গত কয়েক বছরে বাগানের অনেক গাছ মরে গিয়েছে। বর্তমানে বাগানটি সিক বাগানের আওতায় রয়েছে। যার ফলে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে কমেছে।

পানিঘাটা চা বাগানে নতুন পাতা গজিয়েছে। - সংবাদচিত্র

বাগানের অবস্থা

- ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে বন্ধ রয়েছে পানিঘাটা চা বাগান
- ২০২১ সালে শ্রমিকরা নিজেদের উদ্যোগে বাগান পরিষ্কার করে পরিচর্যা শুরু করেন
- এরপর কমিটি বানিয়ে পাতা তোলার কাজ শুরু হয়
- প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার কেজি চা পাতা তোলা হয়
- ছ'শো মহিলা শ্রমিক এখানে পাতা তোলার কাজ করেন

কমিটির সদস্য অস্কার তিরকি বললেন, 'মহিলা শ্রমিকরা ২৫০ টাকা হাজিরার বিনিময়ে সারাদিন কাজ করেন। এখন নো ওয়ার্ক নো পে চলছে। পিএফ নেই, গ্র্যাচুইটি নেই। পুজোর বোনাস পেলেন সব বাগানের শ্রমিকরা। কিন্তু আমাদের কেউ পাননি। অফিশিয়ালি বাগান খোলা থাকলে শ্রমিকরা অনেক সুযোগসুবিধা পেতেন।'

বাগানের পাতা তুলতে ব্যস্ত থাকা মেইরুন এক্কার কথায়, 'বিকল্প কোনও কাজ নেই। তাই বাগানের কাজে আসি। আবার একদিন বাগান খুলবে, এই আশায় রয়েছি। বাগানের যা দশা তাতে সারাদিনে ২৫ কেজি পাতা তোলাটাই চ্যালেঞ্জের। যা হাজিরা পাই তাতে কিছুই হয় না। বাড়িঘরগুলি ভেঙে পড়েছে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতেই হাজিরার সব টাকা চলে যায়।' আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি (পাহাড়) দীপক প্রধানের বক্তব্য, বাগানটি খোলার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পিএফ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ আদালতে মামলা চলছে।

১৪৩টি ঘাটে ছট

হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় গঙ্গার ঘাট ও পুকুর মিলিয়ে ১৪৩টি জায়গায় ছটপুজো করা যাবে। মঙ্গলবার হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

ট্রেন বাতিল

ছটপুজোর জন্য কলকাতার চক্ররেলের একাধিক ট্রেন বাতিল ও কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ বদল করল পূর্ব রেল। ৭ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে ৮ নভেম্বর বিকাল ৩টে পর্যন্ত এই নিয়ম কার্যকর থাকবে।

STRICT CIVIL & SESSIONS COU
ST. SOUTH 24 PARGANAS, ALIPO

জামিন বাতিল

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃত সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বিপ্লব সিংয়ের জামিনের আবেদন বাতিল করল আলিপুর সিবিআই আদালত। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ।

অতিরিক্ত ট্রেন

ছটপুজো উপলক্ষ্যে এবছরও অতিরিক্ত দূরপাল্লা ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। ওই ট্রেনগুলি হাওড়া, শিয়ালদা ও কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে।

বচসায় জড়ালেন শংকর ও অশোক

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে বিধানসভায় ঢুকতে বাধা দেওয়ায় বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ালেন বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ ও বিধায়ক অশোক দিন্দা। তৃণমূলের মতে, গোটাটাই পরিকল্পিত নাটক। বিজেপি বিধায়কদের এহেন আচরণের কড়া সমালোচনা করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার আচমকা বিজেপির ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দার গাড়িতে বিধানসভায় আসেন দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। গাড়ির চালকের আসনে অশোক। পাশে শংকর। পিছনের আসনে অশোকের দেহরক্ষী দুই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান। বিধানসভার গেট পেরিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকতে গেলেই ছুটে এসে গাড়ি আটকান বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীরা।

কারণ, অধ্যক্ষের নির্দেশে বিধানসভার অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে ঢোকায় অনুমতি নেই। বাধার কারণ জানতে চাইলে বিজেপির দুই বিধায়ককে তা মনে করিয়ে দেন বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীরা। জবাবে অধ্যক্ষের এই নির্দেশের কপি দেখতে চান শংকর। বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন শংকর ও অশোক। শেষমেশ মার্শাল এসে কেন্দ্রীয় বাহিনী সংক্রান্ত অধ্যক্ষের ওই নির্দেশিকা দেখানোর পরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মীদের গেটের বাইরে রেখেই বিধানসভায় ঢোকেন অশোক ও শংকর। খবরের স্বার্থে ঘটনাটির ভিডিওগ্রাফি করা নিয়েও উপস্থিত সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কিছুটা বাগবিতণ্ডা হয় বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীদের।

নিরাপত্তাকর্মী নিয়ে ঢুকতে বাধা

২০২১-এ বিধানসভা চত্বরে বিরোধী দলনেতার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংবাদকর্মীদের একাংশের গণ্ডগোলের জেরে অভিযোগ জমা পড়ে অধ্যক্ষের কাছে। সেই ঘটনার জেরে বিধানসভার অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢোকা বন্ধ করে দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিধানসভার গেট থেকে হেঁটে ভিতরে প্রবেশ করা শুরু করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অধ্যক্ষের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট আবেদন দাখিল করেছে বিজেপি।

বিজেপি সূত্রে খবর, এরপরই এ ধরনের নির্দেশিকার বিষয়টি সঠিক নয় বলে আদালতে জানিয়েছে বিধানসভা। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যে তা নয়, সে ব্যাপারে আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ হাতে রাখতেই এদিন এই কৌশল নেন শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ দুই বিধায়ক শংকর ও অশোক। এদিকে এদিন বিজেপি বিধায়কদের আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছে বিধানসভা। বিধানসভার মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে অধ্যক্ষের নির্দেশিকা বিজেপির অজানা নয়। তারপরেও সেই নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টার মধ্যেই বিধায়কদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

বিধায়কদের এই আচরণের কড়া সমালোচনা করে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘এরাজ্যের সাংসদরা কি রাজ্যের পুলিশ নিয়ে সংসদে ঢুকতে পারেন? আগে এই প্রশ্নের জবাব দিক বিজেপি। রাজনৈতিকভাবে লড়াই নয়, ওদের আদালতেই লড়তে হবে।’

ছটপুজোর কেনাকাটা। মঙ্গলবার কলকাতার জানবাজারে। ছবি : আবির চৌধুরী

স্টার থিয়েটারে পালটা কনভেনশন

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : এবার গণ কনভেনশন ডাকল জুনিয়ার ডাক্তারদের সরকারপন্থী সংগঠন ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউবিজেডিএ)’। ৯ নভেম্বর স্টার থিয়েটার হলে ওই গণকনভেনশন ডাকা হয়েছে। এর আগে ২৬ অক্টোবর আরজি করে গণ কনভেনশন করেছিল ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট (ডব্লিউবিজেডিএফ)’। এদিকে সোমবার রাতে ‘দ্রোহের আলো জ্বালো’ কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন আন্দোলনকারীরা।

গণকনভেনশন নিয়ে এই সংগঠনের বক্তব্য, নির্যাতিতার বিচার আন্দোলনের অভিমুখ বদলে দিচ্ছে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। তাঁদের দাবি, অভয়ার বিচারের পাশাপাশি রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও স্বাভাবিক করতে হবে। ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীভাবে আরও ভালো হয়, তার রূপরেখা টানতেই ওই গণকনভেনশন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ নির্যাতিতার বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সোমবার দ্রোহের আলো জ্বালো নামে এক কর্মসূচিতে রাজ্যজুড়ে সন্ধের পর আলো জ্বালান তাঁরা। সেই অভিযান শেষে ফেরার সময় তাঁরা আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। রাসবিহারী থেকে এক্সাইড মোড়ে আসার সময় তাঁদের গাড়ির ওপর হামলা হয়। গাড়ির কাচ ভেঙে মহিলাদের আক্রমণ করা হয়। প্রতিবাদ করতে গেলে পুরুষদেরও মারধর করা হয়। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। আন্দোলনকারীরা ময়দান থানা ও শেক্সপিয়ার সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অপরাজিতা বিল নিয়ে চিন্তিত স্পিকার

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : অধিবেশনের মুখে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলের অনুমোদনে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে ফের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর ইস্যুতে রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিলের ভবিষ্যৎ নিয়েও কার্যত চিন্তিত তিনি। মুখ খুললেন সিবিআই, ইডির ভূমিকা নিয়েও।

অধিবেশন আসে অধিবেশন যায়, বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিলের অনুমোদনে কোনও উদ্যোগ নেয় না রাজভবন। এটাই যেন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। আর এর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতই দায়ী, এমনটাই মনে করে বিধানসভার একাংশ। সেই ট্র্যাডিশনে বিগত রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিশেষ ফারাক নেই। গত বিধানসভা অধিবেশনে আরজি করের আবহে জরুরি ভিত্তিতে অপরাজিতা বিল এনে বিধানসভায় পাশ করিয়েছিল রাজ্য। বিল পাশে সহমত ছিল বিজেপিও। তা সত্ত্বেও সেই বিল এখনও অনুমোদন পায়নি। রাজ্যপাল বোস সেই বিল পাঠিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতির কাছে। আপাতত অপরাজিতা বিলের ঠিকানা তাই রাইসিনা হিলস। রাষ্ট্রপতি তাতে আদৌ স্বাক্ষর করবেন কি না তাও জানে না কেউ। এককথায় অপরাজিতা বিল এখনও বিশবাঁও জলে। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ অধ্যক্ষ বিমান। এদিন বিমান বলেন, ‘বিলটি বিবেচনার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন বলে রাজ্যপাল বিধানসভাকে জানিয়েছেন। আমরা বিধানসভায় বিল আনি, পাশ করাই। কিন্তু বিলের পরিণতি কী তা জানতে পারি না আমরা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।’ যদিও একান্তে অনেকেই বলেছেন, অপরাজিতার মতো বিলে অনুমোদন দেওয়া সহজ নয়। এদিনই আরজি কর তদন্তের শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলে সেই শুনানি না হলেও বুধবার সকালে শুনানির সম্ভাবনা আছে। এই আবহে তদন্তের স্বার্থে এই মামলা রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আরজি কর সহ রাজ্যের নারী নিগ্রহের ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধ্যক্ষও। বিমান বলেন, ‘এটা একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।’ তবে তাঁর মতে, এটা শুধু এরাজ্যেই নয়, গোটা দেশজুড়েই এই ঘটনা ঘটছে। তাই তা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।’

দুর্নীতি থেকে খুন, ধর্ষণের মতো অপরাধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন স্পিকার। ২৫ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। তার আগে অপরাজিতা বিলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন অধ্যক্ষ নিজেই।

এক মাসে এক কোটি সদস্য করতে মাঠে মিঠুন

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : ১ মাসে ১ কোটি সদস্য করতে হিমসিম খেয়ে এবার মিঠুন চক্রবর্তীকে দিয়ে দলের সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানাল বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার একটি ভিডিও বার্তায় রাজ্যের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্দেশে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী এই আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্গ বিজেপির তরফে প্রচারিত এই ভিডিওতে মিঠুনকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা ১ কোটি সদস্য করার লক্ষ্য নিয়েছি। কিন্তু বললেই তো আর ১ কোটি হবে না। তার জন্য মেহনত করতে হবে।’ এরপরে কীভাবে সেই মেহনত করতে হবে তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন মিঠুন। দলের নেতা, কর্মীদের উদ্দেশে মিঠুনের দাওয়াই, ‘নিজের বাড়ি থেকে শুরু করে পাড়া, প্রতিবেশী সকলকে বোঝান একমাত্র বিজেপির সদস্য হয়ে বিজেপিকে ভোট দিলে তবেই বাংলা বাঁচবে। আর তার জন্যই ১ কোটি সদস্য করা দরকার।’

গত লোকসভা ভোটে বিজেপি ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপির প্রাপ্ত এই ভোটের শতকরা ৯৯ শতাংশই হিন্দু এবং অমুসলিম ভোট বলে তারা মনে করে। সেই অঙ্কে রাজ্যের ২৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা হলে এখনও প্রায় ৩৫ শতাংশ হিন্দু ভোট থেকে বঞ্চিত বিজেপি। এই সূত্রেই এদিন মিঠুন বলেন, ‘এখনও ৩৫ শতাংশ হিন্দু বিজেপিকে ভোট দেয় না। আমি তাদের অনুরোধ করছি আপনারা বিজেপির সদস্য হোন। বিজেপিকে ভোট দান করুন।’

সম্প্রতি, সদস্যতা অভিযানের সূচনা করতে রাজ্যে এসে ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তনের বার্তা দিয়েছেন অমিত শা। রাজ্যে ১ কোটি সদস্য করার লক্ষ্যও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু হাতে সময় সাকুল্যে ১ মাস। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সদস্যতা অভিযানের কাজ শেষ করতে হবে। তাই শা’র দেওয়া সেই লক্ষ্যপূরণেই মরিয়া বিজেপি এবার বাঙালির আইকন মিঠুনকে এই কাজে শামিল করল।

চর্মজাত সামগ্রী বিক্রয়ের হাব

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : আলিপুর জাজেস কোর্ট রোডের মুদ্রণ ও নিদর্শ বিভাগকে সংস্কার করে চর্মজাত সামগ্রী বিক্রয়ের হাব তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই পুরাতন ওই বিল্ডিংটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ১৯০৬ সাল নাগাদ তৈরি হয়েছিল ওই বিল্ডিংটি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ফর্ম, সরকারি দস্তাবেজ ইত্যাদি ছাপা হত ওই বিল্ডিংটিতে। পরবর্তীকালে ওই দপ্তরটি দমদম সেন্ট্রাল জেলের কাছে সরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল সুপ্রাচীন ওই বিশালাকার বিল্ডিংটি। সেটি সংস্কারের জন্য কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ কমিটিকে জানানো হয়েছে। এছাড়া হিডকো এই কাজে যুক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে দেখা হচ্ছে নিরাপত্তার বিষয়টি। তার মধ্যে আছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। নতুন দুটি লিফট করা হয়েছে। বিল্ডিংয়ের ভিতরে সেমিনার হল করা হচ্ছে। সংস্কারের জন্য সাড়ে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ছোট ও মাঝারি চর্মজাত শিল্প উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদিত সামগ্রী ওই বিল্ডিংয়ে প্রদর্শন করতে পারবে।

অত্যাধুনিক ভেসেল বানাচ্ছে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : সীমান্ত নিরাপত্তায় আরও অত্যাধুনিক জলযান ব্যবহার করতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। সেই কারণে ৪টি ‘নেক্সট জেনারেশন অফশোর পেট্রল ভেসেল’ (এনজিওপিভি) তৈরি করবে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। মঙ্গলবার গার্ডেনরিচে সেই নির্মাণের সূচনা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ২০২৬ সালে নৌসেনার হাতে এই ৪টি আধুনিক জলযান তুলে দেবে ওই সংস্থা। সেইগুলি দিয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি চালাবে তারা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক এই আধুনিক জলযান তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০২৩ সালে। উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি চালানোর জন্য ১১টি নেক্সট জেনারেশন ও ৬টি মিসাইল ভেসেল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই ১১টি নেক্সট জেনারেশন ভেসেলের মধ্যে ৪টি করছে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। ১১টি ভেসেল তৈরি করতে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। নজরদারির পাশাপাশি জলসীমায় টহলদারি, পাচার রোখা ও সন্ত্রাস দমনের কাজে এগুলি ব্যবহার করা হবে। এই জলযানগুলির ভিতরে ১২.৭ এমএম এসআরসিজি (মেশিনগান), একে-৬৩-র মতো আগ্নেয়াস্ত্র ও নাইট ভিশন ক্যামেরা থাকবে। ভেসেলের দৈর্ঘ্য ১১৩ ও চওড়ায় ১৪.৬ মিটার হবে। ঘণ্টায় ৪২ কিলোমিটার গতিতে ৮৫০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যেতে পারবে। একটি জলযান ২৪ জন আধিকারিক ও ১০০ জন নাবিক চাপতে পারবেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমান্ডার পিআর হরি (অবসরপ্রাপ্ত)।

ফের জামিনের আবেদন পার্থর

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে ফের জামিনের আবেদন করলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ১৩ নভেম্বর এই মামলার শুনানি হবে। একই সঙ্গে তদন্তের স্বার্থে পার্থকে হেপাজতে রাখার আবেদন জানিয়েছে সিবিআই। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলকেও জেল হেপাজতে রাখার আবেদন করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই মতো পার্থ ও অয়ন শীলকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত জেলা হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের ২৩ জুলাই পার্থকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পার্থর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারপর সিবিআইও পার্থকে হেপাজতে নেয়। বর্তমানে পার্থ প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন। এর আগেও একাধিকবার পার্থ জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আদালত তা মঞ্জুর করেনি।

শুরু প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বর্তমানে কত শূন্যপদ রয়েছে, তা জানতে চেয়ে প্রতিটি স্কুলকে পর্ষদের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে।

পর্ষদ সূত্রে খবর, চলতি মাসের শেষে অথবা আগামী মাসের প্রথমেই প্রাথমিকের টেটের ফলপ্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পরীক্ষা পর্ষদ নিয়েছিল। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। ইতিমধ্যেই উত্তরপত্রের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্ষদ শেষ করেছে। এই ফলপ্রকাশের পরই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। তবে শুধু ২০২৩ সালের উত্তীর্ণরা নন, ২০২২ সালেও যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। কারণ, ২০২২ সালের টেটের ফলপ্রকাশ হলেও এখনও নিয়োগ হয়নি। কয়েকদিন আগেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানিয়ে দিয়েছেন, চলতি বছরে টেট হবে না। আগের পরীক্ষাগুলি থেকে উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে নিয়োগ হবে।

তবে পুজোর ছুটি মিটতেই পর্ষদের তরফে স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের শূন্যপদ জানতে চেয়ে চিঠি পাঠানোয় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে আশার আলো দেখছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে এখনও মামলা চলছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য সহ পর্ষদের একাধিক কর্তা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে মানিক ভট্টাচার্য সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন। এবার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনওরকম অস্বচ্ছতা যেন না হয়, সেদিকে নজর রয়েছে পর্ষদের। তাই পরীক্ষার সময়ও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল।

পর্ষদ সূত্রে খবর, নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ করা হবে। অস্বচ্ছতা নিয়ে যাতে কেউ কোনওরকম অভিযোগ তুলতে না পারেন, সেদিকে নজর রাখা প্রধান কর্তব্য হবে। পর্ষদের এক কর্তা বলেন, ‘ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই স্কুলগুলি থেকে শূন্যপদের তালিকা চলে আসবে। তারপরই পর্ষদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। ইতিমধ্যেই বহু প্রাথমিক স্কুলে একজন শিক্ষক রয়েছেন। ফলে সেই স্কুলগুলির ক্ষেত্রে আরও শিক্ষক পাঠিয়ে যাতে সেখানে পঠনপাঠন স্বাভাবিক করা যায়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।’

আশার আলো

- ■ চলতি মাসের শেষে অথবা আগামী মাসের প্রথমে টেটের ফল প্রকাশের সম্ভাবনা
- ■ শুধু ২০২৩-এর উত্তীর্ণরা নন, ২০২২ সালেও যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন
- ■ নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ
- ■ কোথায় কত শূন্যপদ জানতে চেয়ে প্রতিটি স্কুলকে পর্ষদের চিঠি

তরুণীকে গণধর্ষণ

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : পরিচয় হয়েছিল সমাজমাধ্যমে। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তারপর সেই পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে কালীপুজোর প্রতিমা দেখতে বেরিয়ে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। ওই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দু’জনকে গ্রেপ্তারও করেছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি ফয়সেল বিন আহমেদ বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ওই নির্যাতিতা যাদবপুর এলাকায় থাকেন। কয়েক মাস আগে এক তরুণের সঙ্গে তাঁর সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয়। ওই তরুণ তাঁকে কালী প্রতিমা দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেইমতো ওই তরুণী গড়িয়া স্টেশনে যান। সেখানে ওই তরুণও আসে। তারপর অন্য একজনের বাড়িতে তাঁরা দু’জনে যান। সেখানেই তাঁকে পানীয়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে অজ্ঞান করে গণধর্ষণ করা হয়। গভীর রাত পর্যন্ত তরুণী বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজখবর করেন। এরপর তাঁকে ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই তরুণীর অভিযোগ, আগে থেকেই ওই বাড়িতে আরও ৩ তরুণ ছিল। ৪ জনে তাঁকে গণধর্ষণ করে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ৩ নভেম্বর তিনি নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইতিমধ্যেই ওই তরুণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁর গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হবে।

ওয়েবসাইটে এখনও সুহৃতা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সুহৃতা পালকে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও থ্রেট কালচারের অভিযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে তাঁর ছবি এখনও সরানো হয়নি। এই নিয়ে সরব হয়েছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস ও জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। তাঁদের প্রশ্ন, যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, তাঁকে কেন এখনও সরানো হল না? যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের তরফে উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ রয়েছে, তাঁর ছবি এখনও থাকে কী করে? সরকারি প্রশ্রয় না থাকলে এটা সম্ভব নয়।’

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়
নতুন ইনিংস
যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী
ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন :
- দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
- বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।
ইমেল: ubs.weddings@gmail.com

বুধবার, ২০ কার্তিক ১৪৩১, ৬ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৬৭ সংখ্যা

সমস্যার গভীরে

আন্দোলন চলাকালীন জুনিয়ার ডাক্তারদের মুখে পরিচিত ভাষা ছিল, আমরা এমন পরিবেশ চাই যেখানে আর একজনেরও 'অভয়া'র পরিণতি হবে না। আকাঙ্ক্ষাটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। এমন পরিবেশ শুধু কাম্য নয়, নিশ্চিত করা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। হতভাগ্য আমরা! যেন সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের উলটো পথে চলেছি আমরা। আরজি কর মেডিকেলের পর কুলতলি, পটাশপুর, শিলিগুড়ি। সর্বশেষ আলিপুরদুয়ার জেলায় একের পর এক ধর্ষণ অথবা ধর্ষণের পর খুন।

তালিকাটা আরও দীর্ঘ। গৌড়বঙ্গের জেলাগুলি রোজ ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির জন্য যেন কুখ্যাত হয়ে উঠছে। যত অপরাধ হয়, তার উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে থাকে নারীনিগ্রহ। অথচ অভয়া'র জন্য যত প্রতিবাদ, যত আন্দোলন, তার দশভাগের একভাগও বরাদ্দ হয় না এই ঘটনাগুলিতে নির্যাতিতাদের জন্য। গাইঘাটার নির্যাতিতা তবুও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার পর এখন তার পাখির চোখ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য।

এই মানসিক শক্তি সব নারীর থাকে না। থাকলেও পারিপার্শ্বিক নানা চাপ সেই শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিতে সদা তৎপর। তার ওপর এই অপরাধকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার কারবারিদের পারস্পরিক দোষারোপের প্রতিযোগিতা আসল সমস্যা থেকে নজর দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন ধর্ষণের জন্য যত দোষ যেন রাজ্য সরকারের। বিরোধীরা এই প্রচারে হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওয়ায় খানিকটা হলেও জনমতে প্রভাব পড়ছে।

সরকার নিশ্চয়ই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বেশকিছু ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে আড়াল করার চেষ্টা করে সরকার। প্রথমেই অভিযোগ চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। যে কারণে সরকারের ওপর বিশ্বাস, আস্থায় ফাটল ধরছে। মানুষ ধরেই নিচ্ছে, এইসব অপরাধের হিল্লে হবে না। সহজে পার পেয়ে যাবে নারীনিগ্রহে অভিযুক্তরা। অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছেও। পুলিশ নিজের কলঙ্ক ঢাকতে, সরকার বিরোধীদের হাত থেকে বিরূপ প্রচারের অস্ত্র কেড়ে নিতে এরকম আচরণ করে থাকে।

তবুও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থেকেই যায়। পুলিশ যদি অপরাধ দমনে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে, যথাযথ পদক্ষেপ করে, তাহলে কি নারীরা পুরোপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত হবেন? জুনিয়ার ডাক্তাররা যে পরিবেশের কথা বলছেন, তা নিশ্চিত হবে। ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের সব ঘটনায় রাজনীতির লোকেরা যুক্ত থাকে না। আবার নারীনিগ্রহের সমস্ত ঘটনায় দাগি অপরাধীরা যুক্ত, তাও নয়। সম্প্রতি অন্তত উত্তরবঙ্গে কয়েকটি ধর্ষণ, খুন, নির্যাতন থেকে তা স্পষ্ট।

সমস্যাটি আসলে সামাজিক। জীবনে দুষ্টক্ষতের মতো। মনের মধ্যে গেড়ে বসে থাকা ব্যাধি এইসব দুষ্কর্মে প্রভাবিত করছে অনেক সাধারণ মানুষকে। নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে অনেকে এইসব অপরাধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। এর পিছনে দুটি কারণ অন্তত স্পষ্ট। প্রথমটি যৌন প্রবৃত্তি উসকে দেওয়ার জন্য নানা আয়োজন। ইন্টারনেট বাহিত পর্ন, ভাইরাল ভিডিও, ছবি কিংবা কাহিনীতে বিকৃত যৌনতার অবাধ উদযাপন তার মধ্যে প্রধান।

দ্বিতীয়ত, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা চলুক, নারী সম্পর্কে সমাজের একাংশের নেতিবাচক মনোভাব ওই ধরনের অপরাধে প্ররোচিত করে। নারীকে নিছক যৌনতার উপকরণ হিসেবে ভাবনা সমাজের অনেকের মধ্যে গেড়ে বসে আছে। ভোগবাদী পৃথিবী ব্যবসায়িক স্বার্থে সেই ভাবনাকে আরও উসকে দেয়। ফলে সমস্যাটি দমনে সামাজিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আম সচেতনতা জরুরি।

রাত দখল করে কিংবা থানায় ভাঙচুর চালিয়ে এই প্রবৃত্তির মূল উৎপাটন অসম্ভব। প্রতিবাদে পুলিশ কিংবা সরকারের ওপর চাপ হয়তো সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু অপরাধের পিছনে যে মানসিকতা যুক্ত, তার মূল উৎপাটন করা যায় না। প্রতিবাদী নাগরিকের তাই নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণও জরুরি।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

সবাই অনেক কিছু নিয়ে হাঁটছে এই জগদ্ধাত্রীপুজোয়। আমাকে বলা হল ত্রিশূল ধরতে। তাই ত্রিশূল নিয়ে হাঁটছি। আগে কোনওদিনই আসিনি এখানে। সবকিছুর মাঝে সবসময় সিঙ্গুর একটা আলাদা অনুভূতির জায়গা। সারা বাংলার মানুষ সিঙ্গুরকে ভালোবাসে।

-রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

বারাণসীতে মাঝগঙ্গায় এক তরুণ অসংখ্য চুম্বক একসঙ্গে করে ডুবিয়ে দিলেন নদীতে। রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল খুশিতে। চুম্বকে উঠেছে অসংখ্য পয়সা। বারাণসীতে ভক্তরা গঙ্গায় প্রচুর পয়সা ফেলেন। সেই পয়সাগুলোই শিকার করতে নামে অনেকে।

আজ

২০১০

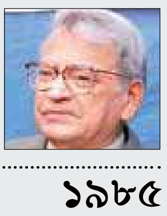

বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৫

বিশিষ্ট অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

জগদ্ধাত্রীপুজোর রীতিও দুর্গাপুজোর মতো, তবে ষষ্ঠীতে বোধনও হয় না, নবপত্রিকা বা কলাবৌয়েরও কোনও উপস্থিতি নেই। জগদ্ধাত্রীপুজো করাটা যথেষ্ট কষ্টকর, কারণ দুর্গাপুজোর রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিন তিথির পুজোই নবমী তিথিতে হয়।

চণ্ডী বা দুর্গার মতো জগদ্ধাত্রী আগে তেমন পূজিত হননি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা-সপ্তশতীর মধ্যে ভগবতী চণ্ডীকে ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তি হিসাবে পরমাপ্রকৃতির স্বরূপে স্তব করা হয়েছে। সেই স্তবের সময় বিষ্ণুর যোগনিদ্রাস্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া দেখতে পাই আমরা। সেই বিষ্ণুমায়া যে জগৎকে ধারণ করে আছেন, তিনিই জগদ্ধাত্রী। এই বিশেষণ-বাচক শব্দটিই অবশেষে পূর্ণদেবী স্বরূপা জগদ্ধাত্রী নামে পরিচিত হয়েছেন— 'বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।/ নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ।।'

মার্কণ্ডেয় পুরাণে থাকলেও দেবী চণ্ডীর মতো বা দুর্গার মতো জগদ্ধাত্রী পৃথক কোনও দেবী হিসাবে পূর্বে তেমন করে পূজিত হননি। পুরাণগুলির মধ্যেও জগদ্ধাত্রী কোনও পৃথক দেবীস্বরূপে উল্লিখিত নন। অন্যান্য পুরাণ বা মহাভারতের মধ্যে কোথাও দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপ বা তাঁর পূজ্যতা আমরা লক্ষ করিনি।

বঙ্গদেশে অবশ্য অন্য ভাবনায় জগদ্ধাত্রী দেবী পূজনীয়তা লাভ করেছেন। বঙ্গদেশের বিখ্যাত স্মৃত গ্রন্থকার রঘুনন্দন চৈতন্য মহাপ্রভুর সামান্য পরবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তিনি তাঁর অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের কোথাও জগদ্ধাত্রীপুজোর উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর অন্তত দুশো বছর আগে, আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় স্মার্তপরম্পরার অন্য এক বিখ্যাত গ্রন্থকার শূলপাণি তাঁর কালবিবেক গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীপুজোর বিধান দিয়ে বলেছেন— ''কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা জগদ্ধাত্রীর পূজা করবেন— 'কার্তিকে'মল পক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমে'হনি।/ পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্।।''

তন্ত্রসারে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যে ধ্যানমন্ত্র লিখেছেন, তাতে তিনি 'জগদ্ধাত্রী' শব্দটা ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু এই দেবী চতুর্ভুজা, তাঁর রক্তবস্ত্রের পরিধান এবং সিংহবাহিনী রূপই আগমবাগীশের দুর্গা-মন্ত্রকে জগদ্ধাত্রী দেবীর ধ্যানমন্ত্রে পরিণত করেছে। হয়তো এটাই জগদ্ধাত্রীর জনপ্রিয় হয়ে ওঠার নিদান। স্মার্ত শূলপাণি যেভাবে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীপুজোর বিধান দিয়েছেন, সম্ভবত সম্পন্ন এবং অভিজাত বাঙালির মানসলোকে তা আভাসিত হতে থাকবে। বিশেষত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মতো তন্ত্রশাস্ত্রবিদ ষোড়শ শতাব্দীতেই দেবী দুর্গার নামে জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্র লিখে ফেলার ফলে বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রীপুজোর উৎপত্তিটুকু বেশ একটা সাড়ম্বর কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের ধাতস্থ হয়েছে।

বঙ্গদেশে এটাই প্রচলিত কিংবদন্তি যে, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন কোনও কারণে। কারাগার থেকে যখন তাঁর মুক্তি হল, তখন মুর্শিদাবাদ থেকে নিজের ভদ্রাসন নদিয়ায় ফিরে আসছিলেন তিনি। এই যাত্রাপথে মাঝে মাঝেই তাঁর কানে ঢাকের বাদ্যি ভেসে আসছিল। নৌকায় জলপথে যেতে যেতে খোঁজ নিয়ে জানলেন, সেদিন বিজয়া দশমী। রাজার মন খুব খারাপ হল। দুর্গাপুজোর কোনও সাড়ম্বর অনুষ্ঠান তিনি করতে পারেননি সে বছর। দুঃখে কাতর হয়ে রাত্রে যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন দেবী ভগবতী তাঁর স্বপ্নে দেখা দিলেন চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী রূপে এবং তাঁকে আদেশ করলেন— ঠিক এক মাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে তাঁর পুজো করার জন্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর স্বপ্নে দেখা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা নির্মাণ করালেন উপযুক্ত শিল্পীকে দিয়ে এবং সাড়ম্বরে পুজো সম্পন্ন করলেন নবমীতে।

এই কিংবদন্তীর বার্তা হল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই তাহলে জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রচলন হয়েছে এবং সেটা খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীই হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট জগদ্ধাত্রীমূর্তির চেহারা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ধ্যানমন্ত্রের মতো। জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মতোই সিংহবাহিনী, কিন্তু দশভুজা তিনি নন, তিনি চতুর্ভুজা। এখানে মহিষাসুরের কোনও অবস্থান নেই। কার্তিক-গণেশও নেই। লক্ষ্মী-সরস্বতীও নেই। কিন্তু আছেন দুই সখী জয়া এবং বিজয়া। দেবীর বাঁদিকের দুই হাতে শঙ্খ এবং শার্ঙ্গধনু, ডান দুই হাতে ওপরে-নীচে চক্র এবং পাঁচটি বাণ একত্রে।

জগদ্ধাত্রীপুজোর রীতিও দুর্গাপুজোর মতো, তবে ষষ্ঠীতে বোধনও হয় না, নবপত্রিকা বা কলাবৌয়েরও কোনও উপস্থিতি নেই। জগদ্ধাত্রীপুজো করাটা যথেষ্ট কষ্টকর, কারণ দুর্গাপুজোর রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিন তিথির পুজোই নবমী তিথিতে হয়। এখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নতিথিটিও পূর্বভাবিত স্মার্ত শূলপাণির নির্দিষ্ট তিথি হওয়ায় আমরা মন্তব্য করতে পারি— জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন বাঙালি শূলপাণি এবং সেটা চৈতন্য মহাপ্রভু আসার পূর্বে। বাঙালির সেই 'পূজা-সংকল্প' অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের মতো একজন অভিজাতসম্পন্ন গৃহস্থের প্রয়োজন ছিল। ফলে তাঁরই মাধ্যমে জগদ্ধাত্রীপুজো বঙ্গদেশে পরিচিতি পায়। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর আপন বাসস্থান চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীপুজো আরম্ভ করেন। তদবধি কৃষ্ণচন্দ্রের স্থান কৃষ্ণনগরে এবং ইন্দ্রনারায়ণের চন্দননগর— এই জায়গাতেই জগদ্ধাত্রীপুজো হয় সবচেয়ে বেশি। এই পুজোর জনপ্রিয়তা সেই কালেই তৈরি হয় বলে জগদ্ধাত্রীপুজো অন্যত্রও পালিত হতে শুরু করে সাড়ম্বরে। তবে জগদ্ধাত্রীপুজো প্রধানত বাঙালিরই পুজো।

জগদ্ধাত্রীপুজোর সূত্রে জয়া নামটি উঠে আসে। বহুরূপে এই জয়াকে আমরা পাই। যেমন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা জয়া। ইনি অসুরনিধনের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশটি মহারথী পুত্র প্রসবের বরলাভ করেছিলেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, জয়ার ভগিনী সুপ্রভাও অসুরবধের জন্য সংহার নামে পাঁচশো অস্ত্র প্রসব করেছিলেন।

আরেক জয়ার দেখা পাওয়া যায় অন্ধকাসুর বধের সময়। সেই সময় মহাদেবের দেহ থেকে বহু মাতৃকার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই মাতৃকাগণের মধ্যে জয়া একজন।

দেবী সতী বরাহ শৈলে জয়া নামে পূজিতা। ইনি দেবী শক্তির অন্যতম রূপ। মৎস্যপুরাণে এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আবার জয়া, দেবী পার্বতীর সখীদের মধ্যে অন্যতম। মৎস্যপুরাণে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বর্ণনাকালে বলা হয়েছে যে, মূর্তির উভয় পার্শ্বে পার্বতীর সখীর জয়ার অবয়ব স্থাপন করা হবে।

ব্রহ্মপুরাণে মহর্ষি গৌতম কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পার্বতী-সখা জয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে নির্গত গঙ্গা পার্বতীর মতোই মহাদেবের প্রিয় পত্নী। গঙ্গাদেবী সর্বদা স্বামী শিবের জটাজুটে অবস্থান করেন। তিনি শিবের একান্ত অনুরক্তা এবং মহাদেবও গঙ্গার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। নিরূপায় পার্বতী স্বামীর উপর অভিমান করে সব মায়া ত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে যাবেন বলে স্থির করলেন। পুত্র বিনায়ক-গণেশ মায়ের দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পার্বতীকে খানিক প্রবোধ দিয়ে স্কন্দ-কার্তিকেয় ও মাতৃসখী জয়ার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিষয়ে মন্ত্রণা করবেন বলে স্থির করেন। ঠিক এই সময় পৃথিবীতে চতুর্দশ বর্ষব্যাপী এক ভয়ংকর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। জলাভাবে পৃথিবী প্রায় ধ্বংস হওয়ার অবস্থা। কিন্তু মহর্ষি গৌতম প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারালেন না। নারদ সেসময় ব্রহ্মগিরিতে এক তপস্যার আয়োজন করেন। মহর্ষি গৌতমও সংবাদ পেয়ে ব্রহ্মগিরিতে উপস্থিত হন এবং সেখানেই আশ্রম স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। অন্য ঋষিরাও গৌতমের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। প্রকৃতির প্রকোপ থেকে জীবনরক্ষার সেটাই একমাত্র উপায়। বিনায়ক-গণেশও ব্রাহ্মণের রূপ ধরে জয়াকে সঙ্গে নিয়ে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হলেন। কারণ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের ক্ষমতা একমাত্র প্রভাবশালী মহর্ষি গৌতমেরই রয়েছে।

ব্রাহ্মণবেশী বিনায়ক কিছুকাল আশ্রমবাসের পর সমবেত অন্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি চাইলেন গৌতমের কাছে। গৌতম প্রীতিবিশত তাঁদের আশ্রম ত্যাগ করতে দিলেন না। বিনায়ক ঋষির অনুগ্রহ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক শুরু করলেন। স্থির হল যে, মহর্ষি গৌতমের মাধ্যমে বিনায়ক এমন কার্য সমাধা করবেন যার ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়। গণেশ মায়ের অভিপ্রায় স্মরণ করে জয়াকে নির্দেশ দেন গোপনে গো-রূপ ধারণ করে গৌতম ঋষির সম্মুখেই তাঁর আশ্রম সংলগ্ন খেতে শালিধান ভক্ষণ ও নষ্ট করতে হবে। গৌতম তাঁকে বিন্দুমাত্র তাড়না করলে আর্তস্বরে তিনি যেন মাটিতে জীবন্মৃতের মতো পড়ে থাকেন। গো-রূপধারী জয়া অবিলম্বে নির্দেশমতো কাজ করলেন। মহর্ষি গৌতম কর্তৃক ধাবিত গাভিটিকে মৃত ভেবে ব্রাহ্মণরা তৎক্ষণাৎ গোহত্যার পাপের কারণে তপার্জিত ক্ষমতা ক্ষয়ের ভয়ে আশ্রম ত্যাগে উদ্যোগী হলেন। গৌতম জীবন্মৃত গাভিটির নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে বিনায়কের শরণাপন্ন হলেন। গণেশ তখন তাঁকে বললেন, মহাদেবের জটাজুট থেকে তপস্যাবলে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করে গাভিটিকে পবিত্র জলে অভিষিক্ত করলেই তার নিষ্কৃতি ঘটবে। মহর্ষি গৌতম শেষপর্যন্ত কঠোর তপস্যার মাধ্যমে গৌতমী গঙ্গার মর্ত্যে আগমন নিশ্চিত করেন।

জয়াকে আরেক রূপেও আমরা দেখে থাকি। বাসুদেব কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নীর মধ্যে জয়া একজন।

জয়া আবার গোলোকে সুরভি-পুত্র নীলের সঙ্গে বিচরণকারী গাভিদের মধ্যে একটি।

নৃসিংহদেবের শরীর থেকে উদ্ভূত মাতৃকাগণের মধ্যে অন্যতম হলেন জয়া।

পুরাকালে আর্ষ্টিসেন নামে এক রাজা গঙ্গার উত্তর তীরে রাজত্ব করতেন। এঁর পত্নীর নাম ছিল জয়া। পুরাণে জয়াকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার এই জয়া হলেন গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি শক্তির অন্যতম।

উল্লেখ্য, কোনও দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করে পুজো করার পূর্বে যেসব অন্য দেবতার আরাধনা করা হয়, তাঁদের মধ্যে জয়া একজন, যিনি আবার জগদ্ধাত্রীর প্রিয় সখীও বটে।

জনমন

জনমত

ময়নাগুড়িতে মেট্রো রেলের মজা পেলাম

এবছর কালীপুজোয় ময়নাগুড়ি শহরের জাগরণী ক্লাবের সৌজন্যে উত্তরবঙ্গবাসীর দুধের স্বাদ ঘোলে মিটল।

কারণ, তাদের পুজোর থিম ছিল হাওড়া ময়দান রেলস্টেশন। তারা খুব সুন্দর করে হাওড়া ময়দান রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, চলন্ত সিঁড়ি, মেট্রো রেলের কোচ ইত্যাদি হুবহু আসল জিনিসের মতো করেই তৈরি করেছে। তাই তো দূরদূরান্ত থেকে শতশত দর্শনার্থী পকেটের পয়সা খরচ করে, রাত জেগে এই জাগরণী ক্লাবের অভূতপূর্ব মণ্ডপসজ্জা দেখতে এসেছেন। সকলেই বলছেন, এলাম, দেখলাম, মেট্রো রেলে চাপলাম, ভীষণ মজা করলাম।

ধূপগুড়িতে কালীপুজো সবচেয়ে বিখ্যাত। কিন্তু এবারে ময়নাগুড়িও লোক টেনেছে। সব ক্লাব যে অন্যরকম ভাবছে, এটা খুব ভালো লক্ষণ। প্রচুর মানুষকে দেখেছি ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে উপভোগ করেছেন চারপাশের দৃশ্য।

এইরকম দৃষ্টিনন্দন মণ্ডপসজ্জা তুলে ধরে জনসাধারণকে দারুণ আনন্দ দেওয়ার জন্য জাগরণী ক্লাবের সব সদস্য ও কর্মকর্তাকে অজস্র অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আগামী বছরেও কালীপুজোর মণ্ডপসজ্জায় তারা আরও কিছু অভিনব বিষয় উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য তুলে ধরবে বলে আশা রাখছি।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

এরা সব কাগুজে বাঘ

মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হয় সাংঘাতিক কিছু একটা করতে নেমেছে। নিয়মিত জিম, শরীরে ট্যাটু, আগ্রাসী ভাবভঙ্গি, অনেক অনেক টাকা, বিজ্ঞাপন থেকেও টাকা- এসব ক্রিকেট খেলায় আগে দেখিনি।

আসলে টি২০ খেলতে খেলতে, আজেবাজে শট খেলে বাহবা ও টাকা পেতে পেতে এরা টেস্ট ম্যাচের অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। ধৈর্য, টেকনিক, নিজেদের প্রয়োগ সবেতেই ঘাটতি। পরিণামে পরাজয় এমনকি নিজের দেশেও হোয়াইটওয়াশ। এরা সব কাগুজে বাঘ।

আসলে খেলাটা ক্রিকেট এবং যা বিশ্বে মাত্র কয়েকটা দেশ খেলে। এখানে চ্যাম্পিয়ন হলেও নাচানাচি করার কিছু নেই। সরকারের উচিত, ক্রিকেটকে এত গুরুত্ব না দিয়ে বাকি খেলায় নজর দেওয়া। তাহলে সব খেলাতেই অনেক উন্নতি করা সম্ভব হবে।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

ব্যতিক্রমী সংবাদ মন ভালো করে

সংবাদপত্রের পাতায় একঘেয়ে সংবাদ পড়তে সত্যি ভালো লাগে না। ২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত দুটি খবর ভিন্ন স্বাদের মনে হল। সিত্য কথা আমার খুব ভালো লেগেছে।

প্রথম পাতায় প্রকাশিত খবর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার নয়াবাজার এলাকার অগ্রগামী ক্লাব কালীপুজোর উদ্বোধন কোনও নেতা-মন্ত্রীকে দিয়ে নয়, ভিক্ষুকদের দিয়ে করিয়েছে। খবরটি মন ছুঁয়ে গেল। দ্বিতীয় খবরটি দুইয়ের পাতায়, ফালাকাটায় বৃহন্নলাদের কালীপুজোর খবর। আমরা অনেকেই যাদের ঘৃণার চোখে দেখি তারাও মানুষের মঙ্গলকামনা করে পুজো করেছেন। দরিদ্র মানুষকে দিয়েছেন শীতবস্ত্র।

এই ধরনের খবর সত্যি ভিন্ন স্বাদের। উত্তরবঙ্গ সংবাদের একজন পাঠক হিসেবে খবর দুটি তুলে ধরার জন্য সাংবাদিক সহ পত্রিকার সব কর্মীকে অভিনন্দন জানাই। আশা করব, ভবিষ্যতে এই ধরনের খবর পত্রিকার পাতায় বেশি বেশি প্রকাশিত হবে।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

পার্কিং ব্যবস্থা চাই ইসলামপুরে

উত্তর দিনাজপুরের গুরুত্বপূর্ণ শহর ইসলামপুর। এই শহর কিছুটা পরিপাটি হলেও নেই কোনও যানবাহনের পার্কিং ব্যবস্থা। জাতীয় সড়কের দুই পাশে তৈরি হচ্ছে ফুটপাথ। এই ফুটপাথে যানবাহন রাখে সর্বসাধারণ মানুষজন। শুধু তাই নয়, বাইক, সাইকেল নিয়েও অনেকে বাজার করেন। এতে যানজট হয়। মানুষ বিরক্তি প্রকাশ করেন ঠিকই, কিন্তু অসহায় কী করবে! কোথায় রাখবে! এসব নিয়ে প্রশাসনেরও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই!

এক প্রশাসন যায় আরেক প্রশাসন আসে। অবস্থার বদল হয় না। এই নিয়ে কোনওদিন প্রতিবাদ হয়নি। সর্বসাধারণ নীরবে যানজট-যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে। শহরের বাইরে থেকেও কত মানুষ বিভিন্ন কাজকর্মে শহরে আসেন যানবাহন নিয়ে। কিন্তু তাঁদেরও এই ভোগান্তি ভুগতে হয়।

তাই সর্বসাধারণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রশাসনের কাছে আবেদন, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্কিং ব্যবস্থা করে মানুষজনকে যানজটের ভোগান্তি থেকে বের করে সুন্দর স্বাভাবিক জীবন দিন।

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামপুর। অনেকেই বলেন, ইসলামপুর পৃথক জেলা হওয়া উচিত। এত বড় এই অঞ্চল। এখানকার লোকেদের বড় কাজে রায়গঞ্জে যেতে সমস্যা। সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছিই না। তবে আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন কেন ইসলামপুরের নামে হবে না, এই প্রশ্ন তোলা যায়।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৮০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। জরা দূর করার জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ৫। ফুলের রেণু ৬। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ৮। অত্যন্ত নরম বা গলা ভাত, চাল বা চাল জাতীয় দ্রব্যের গলা মণ্ড ৯। একটি গ্রহ, একটি বার ১১। জেল্লাদার, বাহারি ১৩। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১৪। স্ত্রী পুরুষের অভিমানজনিত কলহ।

উপর-নীচ : ১। কেনা-বেচা ২। সময়, আজকের আগের ও পরের দিন ৩। পুরাণ-পাঠক, বক্তা ৪। রাস্তা, বড় রাস্তা ৬। বধূ, পত্নী, পুত্রবধূ ৭। ধমক, ভর্ৎসনা ৮। জেলে, মাকড়শা, প্রতারক ৯। বাণ, তির, খাগড়া গাছ ১০। কোলাহল, কাকলি, কলকল ধ্বনি ১১। গাঁজা থেকে তৈরি নেশার বস্তু ১২। বায়না, অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক ১৩। বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত ভারতীয় ভাষা।

সমাধান ■ ৩৯৭৯

পাশাপাশি : ১। বড়লোক ৩। বণিক ৫। নকলনবিশ ৬। বিরাট ৭। হামাম ৯। ভক্তবৎসল ১২। সায়ক ১৩। দলবল।

উপর-নীচ : ১। বনবিবি ২। কণ্টক ৩। বদন ৪। কপিশ ৫। নট ৭। হাল ৮। মলমল ৯। ভরসা ১০। বঞ্চক ১১। সফেদ।

বিন্দুবিসর্গ

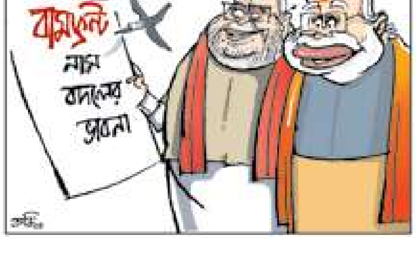
আমাদের নাম বদলের সংস্কৃতি হিট!
বামফ্রন্ট
নাম
বদলের

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রধান বিচারপতির ৯ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে রায়

সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যায় না

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকার খুশিমতো অধিগ্রহণ করতে পারে না বলে মঙ্গলবার সাফ জানাল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ এদিন এই রায় দিয়েছে। ৭:২ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওই রায়ে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৩৯বি অনুচ্ছেদ মতে জনস্বার্থ কিংবা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কারণ দেখিয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিকে সব ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ করতে পারে না সরকার। শীর্ষ আদালতের মতে, ব্যক্তি মালিকানাধীন সব সম্পত্তি গোষ্ঠী উন্নতির কাজে ব্যবহারের মতো নয়। ফলে জনস্বার্থের যুক্তিতে সেগুলি অধিগ্রহণ করা যায় না।

বিতর্কে ৩৯বি অনুচ্ছেদ

- বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের রায় (১৯৭৭) ছিল 'সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের সম্পত্তিই সংবিধানের ৩৯বি অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে।'
- কৃষ্ণ আইয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে চন্দ্রচূড় লেখেন, 'ওই রায় সংবিধানের বিস্তৃত ও নমনীয় চেতনার প্রতি অবিচার করেছে।'
- প্রধান বিচারপতির মন্তব্যকে 'অযাচিত ও অযৌক্তিক' বলেন বিচারপতি নাগরত্ন। বিচারপতি ধুলিয়া বলেন, প্রধান বিচারপতির সমালোচনা 'কঠোর' এবং এমন মন্তব্য করা থেকে তাঁর 'বিরত থাকা উচিত ছিল'।

মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হৃষীকেশ রায়, বিচারপতি বিভি নাগরত্ন, বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা, বিচারপতি মনোজ মিশ্র, বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, বিচারপতি এসসি শর্মা এবং বিচারপতি এজি মাসিহ্র সাংবিধানিক বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। মামলায় তিনটি রায় লিখেছে সাংবিধানিক বেঞ্চ। একটি রায় লিখেছেন খোদ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এবং আরও ছ'জন বিচারপতি। দ্বিতীয় রায়টি লিখেছেন বিচারপতি নাগরত্ন। তিনি পৃথক রায়ে প্রধান বিচারপতির লেখা রায়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে নিজের বক্তব্য জানান। তৃতীয় রায়টি লেখেন বিচারপতি ধুলিয়া। তিনিও প্রধান বিচারপতির লেখা রায়ের পালটা ভিন্নমত দেন।

অনুচ্ছেদ ৩৯বি সংক্রান্ত মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বৈদ্যনাথপুরম রাম আইয়ার কৃষ্ণ আইয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে চন্দ্রচূড় লেখেন, 'ওই রায় সংবিধানের বিস্তৃত ও নমনীয় চেতনার প্রতি অবিচার করেছে।' প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্যকে 'অযাচিত ও অযৌক্তিক' বলে বর্ণনা করেন বিচারপতি নাগরত্ন। বিচারপতি ধুলিয়া বলেন, প্রধান বিচারপতির সমালোচনা 'কঠোর' এবং এমন মন্তব্য করা থেকে তাঁর 'বিরত থাকা উচিত ছিল'।

৩৯বি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনও সম্পত্তি গোষ্ঠী উন্নয়নের জন্য সরকার জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদে 'সম্পত্তি' বলতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বোঝানো হয় কি না, তা স্পষ্ট নয়। ওই অংশ নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল।

এই প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, তাত্ত্বিকভাবে দেখলে এর মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তিও রয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিটি সম্পত্তিই যে গোষ্ঠীর কাজে ব্যবহার করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা সরকারের থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে একাধিক মাপকাঠির কথা উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি। যেমন, সেটি কী ধরনের সম্পত্তি, সেটির বৈশিষ্ট্য, গোষ্ঠী উন্নয়নে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, ওই ধরনের সম্পত্তির অভাব রয়েছে কি না বা সেটি ব্যক্তি মালিকানায় থাকলে কী প্রভাব পড়তে পারে- এমন বেশ কিছু বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

সংবিধানের ৩৯বি অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে সাতের দশক থেকে। ১৯৭৭ সালেও একবার এই অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে। ওই সময়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এমএইচ বেগের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছিল, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সব সম্পত্তি সংবিধানের ৩৯বি অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্পত্তির আওতায় পড়ে না। চারজন বিচারপতি এই মত জানিয়েছিলেন। তিনজন ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার। সেই সময় বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের রায় ছিল সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের সম্পত্তিই সংবিধানের ৩৯বি অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বৈধ সুপ্রিম রায়

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা আইন সাংবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ বৈধ বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ মঙ্গলবার এই রায় দিয়েছে।

২০০৪ সালে চালু হওয়া উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ আইন (সংক্ষেপে মাদ্রাসা আইন) 'অসাংবিধানিক' বলে বাতিল করেছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত বলেছিল, মাদ্রাসা আইনে কাঠামোগত ত্রুটি রয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে এই আইন লঙ্ঘন করেছে। মঙ্গলবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উচ্চ আদালতের রায় পর্যালোচনা করে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় মঙ্গলবার বলেন, 'আমরা এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রেখেছি। কিছু ক্ষেত্রে এই আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে বটে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে এই আইন বাতিল হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে, তা ভুল। যৎসামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য গোটা আইন খারিজ করা হলে তা অনেকটা গাছের মরা ডালপালা ছাঁটতে গিয়ে সমূলে বৃক্ষনিধনের মতো হয়ে যায়। তাছাড়া এই আইন মাদ্রাসা প্রশাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপও করে না।'

তবে সুপ্রিম কোর্ট এদিন এও বলেছে, রাজ্যে শিক্ষার ধরনধারণ কী হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট সরকারের রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর উত্তরপ্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখতে আর বাধা থাকছে না। বেঞ্চের অন্য দু'জন সদস্য হলেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র।

মঙ্গলবারের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, মাদ্রাসা আইনে কিছু ধর্মীয় প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা অসাংবিধানিক হতে পারে না। তবে এই আইনের অধীনে 'ফাজিল' এবং 'কামিল' ডিগ্রিপ্রদান অসাংবিধানিক। কারণ, সংশ্লিষ্ট বিধান ইউজিসি নির্দেশিকার পরিপন্থী।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়ম সিং যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৪ সালে 'উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা বোর্ড শিক্ষা আইন' কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির অর্থের উৎস এবং শিক্ষার হালচাল নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়। সেই প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষা আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এলাহাবাদ হাইকোর্টে দায়ের করা হয় জনস্বার্থ মামলা।

মাদ্রাসা আইন নিয়ে বয়ান

- সীমাবদ্ধতা থাকলেও আইনে কাঠামোগত কোনও ত্রুটি নেই
- সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী নয়
- প্রশাসনের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করে না
- ধর্মীয় প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকায় আইন অসাংবিধানিক হতে পারে না
- তবে এই আইনের অধীনে 'ফাজিল' এবং 'কামিল' ডিগ্রিপ্রদান অসাংবিধানিক।

আরজি কর মামলার শুনানি পিছিয়ে আজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে ফের আরজি কর মামলার শুনানি স্থগিত হয়ে গেল। মঙ্গলবার দুপুর ৩টায় এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে বুধবার করা হয়েছে। শুনানির আগে সিবিআইকে সিল করা খামে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও এদিন তা সম্ভব হয়নি। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি শুরু হবে। তার আগে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

এদিন বিকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে সুপ্রিম কোর্টের নতুন লোগো উন্মোচনের একটি অনুষ্ঠান ছিল। যেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লোগোটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় সহ অন্যান্য বিচারপতি। জানা গিয়েছে, বিচারপতিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় আরজি কর মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হতাশ জুনিয়ার ডাক্তাররা

এদিকে সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় চরম হতাশ আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন আরজি করের আন্দোলনকারীরা। বিকাল ৩টে নাগাদ প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতির জন্য শুনানি পিছিয়ে যায়। এই খবরে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। সোমবার শিয়ালদা কোর্টে এই মামলার চার্জ গঠন করা হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে একমাত্র অভিযুক্ত করে এর আগেই চার্জশিট দিয়েছিল সিবিআই। সব মিলিয়ে রীতিমতো হতাশ জুনিয়ার ডাক্তাররা। জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের অন্যতম মুখ সৌম্যদীপ রায় সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পিছিয়ে যাওয়া সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'তারিখের পর তারিখ নেওয়া হচ্ছে। এতে সঠিক বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সিবিআই বা সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে কোনও ভরসাই দিতে পারছে না। দুই শীর্ষ সংস্থাই যদি এরকম আচরণ করে, তাহলে আমরা বিচারের জন্য যাব কোথায়?'

সূত্রের দাবি, রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা পরিকাঠামো নিয়ে আদালতের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার তাদের অগ্রগতির রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছে। এর মধ্যে ডিউটি রুম, শৌচাগার, এবং আলো সংক্রান্ত পরিকাঠামোর কাজ যথাক্রমে ৯৭ শতাংশ, ৯৫ শতাংশ এবং ৯৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। সরকারের তথ্য অনুসারে, মোট ২৮টি মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৮ বন্দিশালার সন্ধান

ঢাকা, ৫ নভেম্বর : বাংলাদেশে আটটি গোপন বন্দিশালার সন্ধান মিলেছে। বন্দিশালাগুলি ঢাকার গুলশান এলাকার আশপাশে। মঙ্গলবার গুম তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, রাজনৈতিক কারণে বহু ব্যক্তিকে ওই সমস্ত বন্দিশালায় রাখা হত। আটক করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে তোলার কথা থাকলেও আইনের তোয়াক্কা না করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাদের রেখে দেওয়া হত। ২০০-রও বেশি গুম হওয়া মানুষকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি।

কমলা হ্যারিসের জন্য ভারতে প্রার্থনায় আমেরিকান মহিলারা। কমলার পূর্বপুরুষের গ্রাম তামিলনাড়ুর তুলাসেন্দ্রাপুরমে মন্দিরে বিশেষ পুজো চলছে কমলার জয় চেয়ে। মঙ্গলবার। -এএফপি

KAMALA
FREAKIN
HARRIS

৭ জঙ্গি ধৃত, উদ্ধার বিপুল অস্ত্র

ইম্ফল, ৫ নভেম্বর : মণিপুরে হিংসা, হামলা, মৃত্যু প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। গ্রেপ্তার হয়েছে সাত জঙ্গি। ছ'জন ধরা পড়েছে থাউবল জেলায়। বিষ্ণুপুর জেলা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে এক জঙ্গি। দু'টি জেলা থেকেই প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, থাউবল থেকে ধৃত ছ'জন নিষিদ্ধ আরামবাই টেঙ্গোল গোষ্ঠীর সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, অপহরণ ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। তাদেরই পাঁচজন আবার বামপন্থী চরম মনোভাবাপন্ন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিল। প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও তাদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল, ১৩টি সিমকার্ড ও একটি চার চাকার গাড়ি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। বিষ্ণুপুর থেকে ধৃত ব্যক্তি নিষিদ্ধ সংগঠন পিআরইপিএকে-এর সদস্য। অক্টোবরের শুরুতেই সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন মণিপুরে আরও ছ'মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

উইকিপিডিয়াকে নোটিশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : আরও চাপে পড়ল ইন্টারনেটভিত্তিক বিশ্বকোষ সংস্থা উইকিপিডিয়া। মঙ্গলবার সংস্থাটিকে নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক সূত্রে খবর, উইকিপিডিয়ার বিরুদ্ধে পক্ষপাতপূর্ণ ও ভুয়ো তথ্য প্রচারের একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সেইসব অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, উইকিপিডিয়া নিজেদের একটি মাধ্যম হিসাবে দাবি করে। যেখানে কোনও ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা যায়। সেইসব তথ্য সংশোধনও করার সুযোগ রয়েছে উইকিপিডিয়ায়। কিন্তু গঠনগতভাবে উইকিপিডিয়া হল এমন একটি সংস্থা, যাদের নিজস্ব পরিচালক রয়েছে। সেখানে যেসব তথ্য যুক্ত হচ্ছে, সেগুলির ওপর নজরদারি চালানোর জন্য রয়েছে বিশেষ দল। তাহলে কোন যুক্তিতে উইকিপিডিয়াকে প্রকাশনা সংস্থা না বলে মাধ্যম বলতে হবে?

কিছুদিন আগে একটি সংবাদসংস্থা উইকিপিডিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেছে। মামলাকারী সংস্থার অভিযোগ, উইকিপিডিয়ায় তাদের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। শুক্রবার মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্টের প্রশ্ন, নিজেকে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম বলে দাবি করলে উইকিপিডিয়া সেই তথ্য প্রকাশকদের পরিচয় প্রকাশে এত দ্বিধা করছে কেন? ।

অভিযুক্ত মালিক, চালক

দেরাদুন, ৫ নভেম্বর : উত্তরাখণ্ডের বাস দুর্ঘটনায় বাসের মালিক, চালক এবং তাঁর সহকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে ওই তিনজনের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে আলমোড়ায় দুর্ঘটনায় ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে বাসচালকেরও। যদিও এফআইআর দায়ের হওয়ার সময় পুলিশ জানত না যে, চালকের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। চালক ছাড়াও ওই অভিযোগপত্রে নাম রয়েছে কন্ডাক্টর এবং বাসের মালিকের।

বাজিমাতের আশায় ট্রাম্প-কমলা

ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর : কমলা হ্যারিস নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে জো বাইডেনের উত্তরসূরির নাম কয়েকঘণ্টা বাদেই জানা যাবে। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়। তবে টাইমজোনে এগিয়ে থাকা কয়েকটি রাজ্যে এর আগেই আরম্ভ হয়ে যায় ভোট গ্রহণপর্ব। আমেরিকার নির্বাচনি প্রথা হল, যখন যে রাজ্যে ভোটগ্রহণ শেষ হবে তারপরেই সেখানে গণনা শুরু হয়ে যাবে।

শুরু ভোটদান

চলতি নির্বাচন যে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটযুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ সেই ব্যাপারে একমত।

গত একমাসে যতগুলি জনমত সমীক্ষার ফল সামনে এসেছে সবকটিতে ডেমোক্র্যাট কমলা এবং রিপাবলিকান ট্রাম্পের মধ্যে 'কাঁটে কি টক্কর'-এর ইঙ্গিত মিলেছে। এদিন দুপুরেই নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছোট্ট শহর ডিক্সভিল নচের ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ৬ জন ভোটারের জনপদে কমলা, ট্রাম্প দু'জনেই ৩টি করে ভোট পেয়েছেন। ডিক্সভিল নচের ফলই বলে দিচ্ছে মেরুকরণ কতটা তীব্র।

পেনসিলভেনিয়ায় ভোট দিতে হাজির সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার।

ভারতীয় সময় বুধবার রাতে মোটামুটি বোঝা যাবে, কে জিতছেন। তবে সরকারিভাবে শুক্রবারের মধ্যেই আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্টের নাম জানা যেতে পারে। তবে ২০২০-র ভোটে একাধিক রাজ্যে ভোটের ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ৫০টি রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশিত হতে ৪ দিন সময় লেগেছিল। এবারের ভোট আরও উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের।

চলতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গেই চলছে মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস ও সেনেটের ভোটও। নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের ৪৪৫টি আসনের সবকটিতে এবং উচ্চকক্ষ সেনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে ভোটগ্রহণ চলছে।

সলমনের কাছে ৫ কোটি দাবি

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : বাবা সিদ্দিকীর হত্যাকাণ্ডের পর ধারাবাহিকভাবে হুমকি বার্তা পাচ্ছেন অভিনেতা সলমন খান। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন ৫ কোটি টাকা চেয়ে হুমকি। নিজেকে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই বলে পরিচয় দিয়ে বার্তাপ্রেরক সলমনকে খুনের হুমকি দিয়েছে। প্রাণে বাঁচতে চাইলে বলিউড অভিনেতাকে হয় কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে, নয়তো ৫ কোটি টাকা দিতে হবে।

মুম্বই পুলিশের ট্রাফিক কন্ট্রোলের হোয়াটসঅ্যাপে আসা ওই বার্তায় লেখা, 'সলমন খান যদি বেঁচে থাকতে চান, তাহলে তাঁর উচিত আমাদের (বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের) মন্দিরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া বা ৫ কোটি টাকা দেওয়া। যদি তিনি তা না করেন, তাহলে আমরা তাঁকে মেরে ফেলব। আমাদের গ্যাং এখনও সক্রিয় রয়েছে।' হুমকি বার্তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সলমন বা তাঁর পরিবারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। মুম্বই পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সলমনকে উদ্দেশ্য করে যতগুলি হুমকি বার্তা এসেছে, সবগুলি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক মেসেজটি কোথা থেকে এসেছে তা জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সলমনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

ওয়েনাডে নির্বাচনি প্রচারের মাঝে কৃষকদের সঙ্গে প্রিয়াংকা গান্ধি। মঙ্গলবার।

রাজনীতিকে বিদায় ইঙ্গিত পাওয়ারের

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : ৬ দশকের রাজনৈতিক জীবনে ইতি টানার ইঙ্গিত দিলেন এনসিপি-এসপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পাওয়ার জানিয়েছেন, রাজ্যসভায় তাঁর সাংসদপদের মেয়াদ আর মাত্র ১৮ মাস। তারপর আর তাঁকে সংসদীয় রাজনীতিতে দেখা যাবে না। বিধানসভা নির্বাচনেও অংশ নেবেন না তিনি। মহারাষ্ট্রের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পর তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকবেন না বলেও ঘোষণা করেছেন পাওয়ার।

মারাঠা স্ট্রংম্যান জানান, বিধানসভা নির্বাচনের পর তাঁকে শুধু পরবর্তী প্রজন্মের 'পরামর্শদাতা'র ভূমিকায় দেখা যাবে। ৮৩ বছর বয়সি শারদ পাওয়ারের বার্তায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে।

১৯৯৯ সালে সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন পাওয়ার। তৈরি করেছিলেন নিজের দল এনসিপি। গত বছর ভাইপো অজিত পাওয়ারের বিদ্রোহের জেরে এনসিপি দু-টুকরো হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশন অজিত গোষ্ঠীকে এনসিপি বলে স্বীকৃতি দেওয়ায় অনুগামীদের নিয়ে এনসিপি-এসপি নামে নতুন দল তৈরি করেছেন পাওয়ার। সেই দল কংগ্রেস, শিবসেনা-ইউবিটি'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপিকে ধরাশায়ী করেছে।

ফলে আগামী বিধানসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে পালাবদলের ইঙ্গিত জোরালো হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা। এই পরিস্থিতিতে পাওয়ারের রাজনীতি থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রবীণ নেতার কথায়, 'আমি ক্ষমতায় নেই... রাজ্যসভায় আমার মেয়াদের দেড় বছর বাকি। আমি ভবিষ্যতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। কোথাও থামতে হবে।' অজিত পাওয়ার যে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরি নন, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শারদ পাওয়ার। জানিয়েছেন তাঁদের পারিবারিক আসন বারামতী বিধানসভা কেন্দ্রে এবার এনসিপি-এসপি'র টিকিটে লড়াই করবেন তাঁর ভাগ্নে যুগেন্দ্র পাওয়ার। এখানকার বর্তমান বিধায়ক অজিত পাওয়ার।

আমি ক্ষমতায় নেই... রাজ্যসভায় আমার মেয়াদের দেড় বছর বাকি। আমি ভবিষ্যতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। কোথাও থামতে হবে।

শারদ পাওয়ার

এর আগে বারামতী লোকসভা আসনে (বারামতী বিধানসভা যে লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত) অজিত পাওয়ারের স্ত্রীকে পরাজিত করেন শারদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে খোদ অজিত পরাজিত হলে তা শারদ-ভাইপোর পক্ষে বড় ধাক্কা হতে পারে। সেক্ষেত্রে এনসিপি-এসপির পাশাপাশি সুপ্রিয়া, যুগেন্দ্রর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকাংশে স্থিতিশীল হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এগোচ্ছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিক পাওয়ার।

খুন একই পরিবারের ৫

বারাণসী, ৫ নভেম্বর : বাড়িতে পড়ে রয়েছে এক মহিলা এবং তাঁর তিন সন্তানের গুলিবিদ্ধ দেহ। পরে উদ্ধার হয় ওই মহিলার স্বামীর গুলিবিদ্ধ দেহ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাণসীর ভাদাইনি এলাকায় বাড়ি ছিল মৃত রাজেন্দ্র গুপ্তার। মঙ্গলবার সকালে তাঁর পরিবারের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। বাড়ির পরিচালিকা ঘরে ঢুকে রাজেন্দ্রর স্ত্রী নীতু, দুই পুত্র নবনেন্দ্র, শুভেন্দু এবং কন্যা গৌরাঙ্গীর গুলিবিদ্ধ দেহ দেখতে পান। কিন্তু বাড়ির মধ্যে রাজেন্দ্র ছিলেন না। কয়েক ঘণ্টা পর পাশের একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় রাজেন্দ্রর মৃতদেহ। পুলিশের অনুমান, পরিবারের সদস্যদের গুলি করে খুনের পর আত্মঘাতী হয়েছেন রাজেন্দ্র। তার দেশি মদের ব্যবসা ছিল। ৮-১০টি বাড়ি ভাড়া দিয়েও লক্ষাধিক টাকা আয় করতেন তিনি। রাজেন্দ্রর বিরুদ্ধে খুন সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে পুলিশের খাতায়। বর্তমানে জামিনে মুক্ত ছিলেন তিনি। সম্প্রতি এক তান্ত্রিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল রাজেন্দ্রর। ওই তান্ত্রিকের কথাতেই পরিবারের সদস্যদের রাজেন্দ্র খুন করেছিলেন কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২৫ নভেম্বর শুরু অধিবেশন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : চলতি মাসেই শুরু হতে চলেছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে, চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দু'দিন পর শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন।

এবারের শীতকালীন অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করাতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার মধ্যে অন্যতম ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ Syx 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিল।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে ইতিমধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বৈঠকে একতরফাভাবে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধী দলগুলির। এ নিয়ে জেপিসি'র চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। পালের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। পদক্ষেপ না করা হলে যৌথ সংসদীয় কমিটি থেকে ইস্তফা দেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কমিটির সদস্যরা।

সংসদে উত্তাপ ছড়াবে এক দেশ, এক ভোট, ওয়াকফ ইস্যু

শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সংসদের সেন্ট্রাল হলে ভারতীয় সংবিধানের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপিত হবে।

আসন্ন অধিবেশনে বিতর্কিত ওয়াকফ বিলের সংশোধনী এবং 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিল নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াকফ বিলের সংশোধনীগুলি বর্তমানে বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের নেতৃত্বাধীন জেপিসি'র পর্যালোচনায় রয়েছে। কমিটির রিপোর্ট ২৯ নভেম্বরের মধ্যে সংসদে জমা দেওয়ার কথা কমিটির।

বিরোধীদের অভিযোগ, জগদম্বিকা পাল ওয়াকফ নিয়ে জেপিসির বৈঠকগুলি নিজের ইচ্ছামতো ডেকে সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করছেন। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্পিকার আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আমাদের অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'সংসদের গরিমা রক্ষার্থে আমরা বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে বাইরে কোনও মন্তব্য করছি না।' তবে ওম বিড়লা আশ্বাস দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে ওয়াকফের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে।বিরোধীদের অভিযোগের আরও একটি দিক হল, বৈঠক চলাকালীন বিজেপির সদস্যদের উপস্থিতি কম থাকে, যার ফলে বৈঠকে মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা যায় না। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমরা নিয়মিত অংশ নিই, কিন্তু বিজেপির সদস্যরা ঠিকমতো উপস্থিত থাকেন না। গতকাল তো মাত্র ৪-৫ জন বিজেপি সদস্য বৈঠকে ছিলেন।' স্পিকারের কাছে এইসব অভিযোগের সমর্থনে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা।

অন্যদিকে কর্ণাটকে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকজন কৃষকের বিরুদ্ধে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের অভিযোগে নোটিশ জারি করা হলে সেখানে প্রতিবাদ শুরু হয়।

তারাদের কথা

অভিষেক কথা বলতে চান?

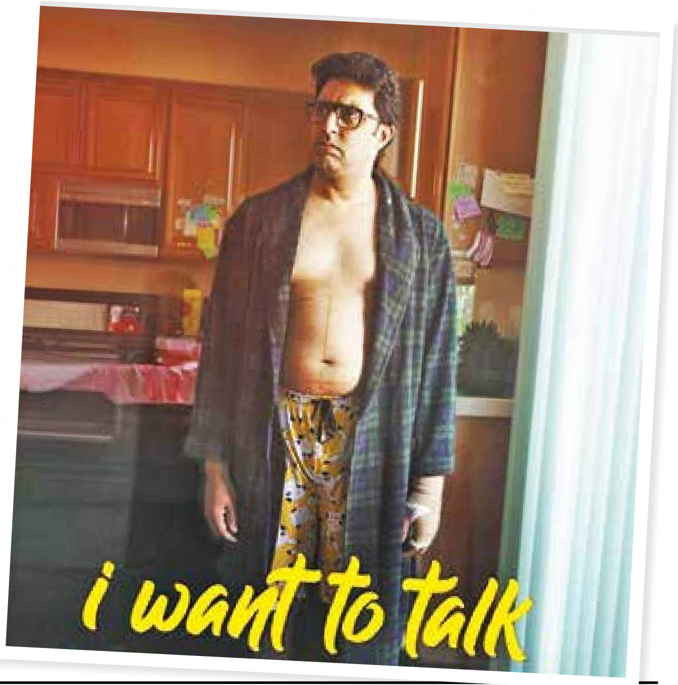

আসলে অভিষেক বচ্চনের নতুন ছবির নামই এরকম-- আই ওয়ান্ট টু টক। তারই ট্রেলার বেরিয়েছে মঙ্গলবার। ছবির পরিচালক সুজিত সরকার। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, অভিষেক, তাঁর চরিত্রের নাম অর্জুন, গলায় কার্ভিকাল কলার লাগিয়ে বসে আছেন, তাঁর মেয়ে, এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আহিল্যা বামরু, তাঁকে কথা বলানোর চেষ্টা করছে। অর্জুন ও তার মেয়ে আমেরিকায় থাকে। অর্জুনকে প্রায়ই হাসপাতালে, ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করাতে যেতে হয়। মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ জটিল। বাবা-মেয়ের সম্পর্ক, তার নিজের ভিতরের টানাপড়েন নিয়ে বিপর্যস্ত এবং সেখান থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা এক বাবা এবং এক পুরুষের গল্প এই 'আই ওয়ান্ট টু টক'।

ছবিতে অর্জুনের গলায় একটি অপারেশন হবে। ট্রেলার শেষে এক মহিলাকণ্ঠকে বলতে শোনা যায়, 'অর্জুন, তুমি যখন বেঁচে ফিরবে, কী করতে চাইবে?' অভিষেক এই ধরনের চরিত্র এই প্রথম করছেন। গল্প বলার ভঙ্গীটিও একটু আলাদা বলে জানা গিয়েছে। ছবির অন্য অভিনেতারা হলেন পার্লে মান, জনি লিভার, জয়য়ন্ত কৃপালনী, ক্রিস্টিন গড্ডারড।

হুমকি উড়িয়ে সলমন শুটিংয়ে

লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল বারবার তাঁকে হত্যার হমকি দিচ্ছে, টাকা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে বলছে— সেব বলছে। তাতে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে আঁটসাঁট নিরাপত্তা নিয়েই হায়দরাবাদে সিকান্দর-এর শুটিং করলেন সলমন খান। সঙ্গে নায়িকা রশ্মিকা মানডানা। সে রাজ্যের বিখ্যাত ফলকনুমা প্যালেসে শুটিং হচ্ছে।

সেখানকার একটি ভিডিও ক্লিপ নেটে ঘুরছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, মনিটরে রশ্মিকার মুখ, তিনি সহ অভিনেতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনোলগ বলছেন। অন্য ক্লিপে সলমন সেটে এসে পৌঁছেছেন, দেখা যাচ্ছে। ছবির অন্য অভিনেতারা হলেন সুনীল শেট্টি, কাজল আগরওয়াল, শরমন যোশি, প্রতীক পাটিল বব্বর, সথ্যারাজ প্রমুখ। পরিচালক এ পি মুরুগাদোস। প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা।

সম্প্রতি সলমনকে দাবাং চুলবুল পাণ্ডে হয়ে ক্যামেও করতে দেখা গিয়েছে রোহিত শেট্টির ছবি সিংহম এগেইন-এ। এই ছবি দিওয়ালিতে মুক্তি পেয়ে বক্স অফিসে দৌড়োচ্ছে।

ফের হুমকি

লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই পরিচয় দিয়ে কর্ণাটকের এক ব্যক্তি সলমন খানকে হত্যার হুমকি দিয়ে পুলিশের কাছে মেসেজ পাঠিয়েছে। ৩২ বছরের এই যুবক মেসেজে বলেছে, 'আমি লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই। যদি সলমন বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে সে আমাদের মন্দিরে (বিষ্ণোই মন্দির) গিয়ে যেন ক্ষমা চেয়ে নেয় অথবা ৫ কোটি টাকা দিক। তা যদি না করে, তাহলে আমরা তাকে খুন করব। আমাদের দল এখনও সক্রিয়।'

জানা গিয়েছে, পুলিশ এই ব্যক্তিকে খুব তাড়াতাড়ি হেফাজতে নেবে। কিছুদিন আগে এইভাবে সলমনকে হত্যার হুমকি দিয়ে, মুক্তিপণ হিসেবে প্রথমে ৫ ও পরে ২ কোটি টাকা চেয়ে মেসেজ আসে মুম্বাই পুলিশের হোয়াটসআপ নম্বরে। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অপরাধে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের লরেন্স বিষ্ণোই সলমন খানকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে অনেকদিন ধরে। এই হুমকিকে তোয়াক্কা না করেই সলমন অবশ্য এখন হায়দরাবাদে এ পি মুরুগাদোস পরিচালিত সিকান্দর ছবির শুটিং করছেন। নায়িকা রশ্মিকা মানডানা।

টিজারে আজাদ

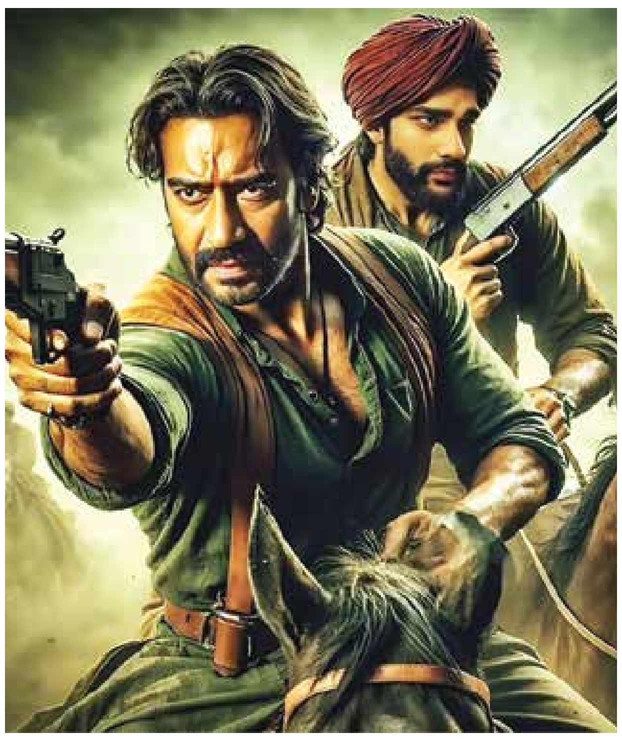

সিংহম এগেইন-এর সাফল্যের মধ্যেই অজয় দেবগণের আগামী ছবি আজাদ-এর নতুন টিজার প্রকাশ্যে এল। ছবির অন্যতম আকর্ষণ নতুন নায়ক-নায়িকা— অজয়ের ভাইপো অমান দেবগণ ও রবিনা ট্যান্ডনের মেয়ে রাশা থাডানি এই ছবিতে ডেবিউ করছেন। টিজারে সাহসী কিছু ঘোড়ার বীরত্ব দেখা গেল। টিজারে বলতে শোনা গেল, 'হলদিঘাটের যুদ্ধে একদিকে ছিলেন মহারাণা প্রতাপ সিং আর তার ৮-৯ হাজার সৈন্য, অন্যদিকে ব্রিটিশদের ৪০,০০০ সৈন্য। প্রতাপের ঘোড়া ছিল অন্যদের থেকে উজ্জ্বল, তার গতি আলোর মতো, ঘাড় ময়ুরের মতো, লম্বায় সে হাতির মতো, সে লাফ দিয়ে পুরো উপত্যকা পার হয়ে যায়।'

বোঝা যায়, এই ছবিতে ঘোড়া ও মানুষের সম্পর্কের বন্ধন উঠে আসবে। এটি অজয়, বৎসল শেঠ ও আয়েষা তাকিয়া-র টারজান-দ্য ওয়ান্ডার কার-এর সিক্যুয়েল বলে শোনা যাচ্ছে, তবে এখানে গাড়ির বদলে ঘোড়া থাকবে। অজয়কে দারুণ অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে। তিনি এখানে এক অশরীরী, যিনি তাঁর সন্তানকে শত্রু নিধনে ও অন্যায়ের প্রতিকারে সাহায্য করবেন। অভিষেক কাপুরের পরিচালনায় ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে।

একনজরে সেরা ৫

মল্লিকার ভবিষ্যদ্বাণী

হলিউডে ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিলেন মল্লিকা শেরাওয়াত ১৫ বছর আগে। তখনই কমলা হ্যারিসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি বলেছিলেন, এই তামিলনাড়ুর মেয়ে একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। আজ তারই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কমলা। ডোনাল্ড ট্রাম্প না কমলা, কাকে বেছে নেবেন আমেরিকাবাসী, তা জানতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার।

সোমির ত্রিশূল

সলমন খানের 'বিতর্কিত' প্রাক্তন প্রেমিকা সোমি আলি এবার বলেছেন, সুশান্ত সিং রাজপুতকে খুন করা হয়েছে। তাঁর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বদলে দেন এইমস-এর ডাক্তার সুধীর গুপ্ত। তিনি নাকি বলেছিলেন, সুশান্তর শরীরে কোনও আঘাত বা শ্বাসরোধ করে হত্যার চিহ্ন নেই। অভিনেতার ময়নাতদন্তের জন্য নিযুক্ত ছয় ডাক্তারের বোর্ডে সুধীর ছিলেন।

পরিচালকদের খাওয়া

পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একসময় আধ বালতি রসগোল্লা খেতেন, তাঁর দাদা ওঁর সঙ্গে কোনও নিমন্ত্রণ বাড়িতে যেতেন না। এখন নিমন্ত্রণ বাড়িতে না খেয়ে মায়ের সঙ্গে সেই সময়টা কাটান। স্ত্রী জিনিয়া সেনের ডায়েটেই থাকেন। প্রিয় খাবার নিম-বেগুন, পোস্ত। জানিয়েছেন, সৃজিত মুখোপাধ্যায় বিরিয়ানি ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পাঁঠার মাংস খেতে ভালোবাসেন।

সব্যসাচীর সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী চক্রবর্তী আর অভিনয় করতে চান না। ক্যানসার-আক্রান্ত স্ত্রী মিঠু চক্রবর্তীর জন্য নয়। এই বয়সে শুধু হিরোর বাবার চরিত্রই পাচ্ছেন। তাই। অন্যরকম চরিত্র পেলে করবেন। ২০২৩-এ ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে তিনি বলেছিলেন আর ফেলুদা করবেন না। লেখা হয়েছিল, তিনি আর অভিনয় করবেন না। লেখালেখিও হয় এই নিয়ে।

হৃত্বিকের থ্রিলার

স্পাই থ্রিলার ওয়ার ২ করার পাশাপাশি হৃত্বিক রোশন হলিউডের সাই-ফাই থ্রিলার উইল স্মিথ অভিনীত আই অ্যাম লিজেন্ড-এর রাইট কিনেছেন। এর বলিউডি সংস্করণ বানানোর কাজও এগোচ্ছে। আগে কবীর খানকে নিয়ে এরকম থ্রিলার বানাতে চেয়েছিলেন তিনি, হয়নি। এখন হৃত্বিকের চোখ কৃশ ৪-এর দিকে, শুটিং শুরু হবে আগামী বছর।

ডেট করার সময় নেই!

এ কথা বলেছেন কার্তিক আরিয়ান। তাঁর প্রেম, প্রেমিকা, ডেটিং নিয়ে মিডিয়ায় চর্চার শেষ নেই। কখনও সারা আলি, কখনও তৃপ্তি দিমরি, কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে জড়িয়েই যাচ্ছেন মিডিয়ার দৌলতে। সারার সঙ্গে অবশ্য অতীতে তিনি যুক্ত ছিলেন। এখন তাঁর প্রেমিকা কে, তাই নিয়ে স্বয়ং বিদ্যা বালানের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে কপিল শর্মার শো-তে। তাঁর সাম্প্রতিক প্রেম নিয়ে বিদ্যা তাঁকে প্রশ্ন করায় কার্তিক বলেন, 'আমি সিঙ্গল। আমার লাইভ লোকেশন কাউকে জানাই না। আমার কোনও ডেটিং অ্যাপ নেই।' তিনি আরও জানিয়েছেন চান্দু চ্যাম্পিয়ন-এর সময় থেকেই তিনি খাওয়া, অনুশীলন, জিম এসব নিয়ে কড়া রুটিনে ছিলেন। খাঁটি অ্যাথলিটের মতো জীবন কাটিয়েছেন। তার মধ্যে ভুলভুলাইয়া ৩-এর শুটিং শেষ করার চ্যালেঞ্জও ছিল। ফলে প্রেম করার সময় তিনি পাননি। তবে বিদ্যা বালান বলেছেন, 'ভুলভুলাইয়ার শুটিংয়ের সময় কার্তিকের ফোন ব্যস্ত থাকত। আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম, শুনতাম ও বলছে, 'আমিও আমিও। সে কে, আমি জানি না।' তারপরই তিনি কার্তিককে জিজ্ঞাসা করেন, 'সে মেয়ে কে?' তারপরই কার্তিক তাঁর 'প্রেম' প্রসঙ্গে নিজের এই কথা বলেন। এদিকে ভুলভুলাইয়া ৩ জমিয়ে ব্যবসা করছে। ইতিমধ্যে ১২৫ কোটির ব্যবসা করেছে, মঙ্গলবারেই তা দেড়শো ছাড়িয়ে যাবে এবং সপ্তাহান্তে ছবি ২০০ কোটির বেড়া পার করবে বলেও মনে করা হচ্ছে। তাহলেই ভুলভুলাইয়া ৩ ব্লক বাস্টার হয়ে যাবে কারণ ছবির বাজেটের তুলনায় ২০০ শতাংশ লাভ করলেই ছবি ব্লক বাস্টার তকমা পায়। এখানেও সেটাই হতে চলছে। রুহ বাবা, মানে কার্তিক এই সাফল্যে আপ্লুত। তিনি এই মুহূর্ত উদযাপন করতে মঙ্গলবার চলে গিয়েছেন কাশী, সঙ্গে ছবির প্রযোজক ভূষণ কুমার। সেখানে তিনি গঙ্গা আরতি করতে পারেন, বিভিন্ন মন্দিরে পুজোও দেবেন। ভুলভুলাইয়া ২-এর সাফল্যের পরও তিনি আরতি করেছিলেন।

নতুন পোস্টারে পুষ্পা ২

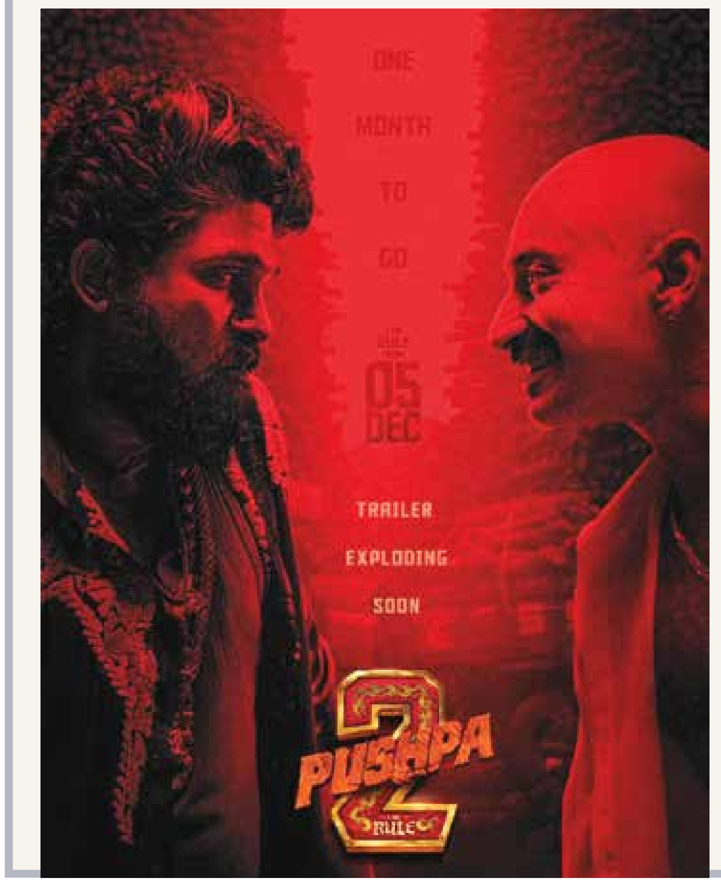

বহু প্রতীক্ষিত ছবি পুষ্পা ২-এর নতুন পোস্টার এল। পোস্টারে নায়ক অল্লু অর্জুন এবং ভিলেন ফহাদ ফসিলকে দেখা যাচ্ছে এবং তাঁরা যে কায়দায় উপস্থাপিত হয়েছেন, তাতে ছবি নিয়ে দর্শকদের রোমাঞ্চ যে বেড়ে যাবে, তা বোঝাই যায়। ছবির নায়িকা রশ্মিকা মানডানা। ২০২১ সালে পুষ্পা মুক্তি পেয়েছিল এবং দর্শক সেই ছবিকে সানন্দে গ্রহণ করে। ফলে পুষ্পা-র পরের ভাগের জন্য অপেক্ষা ক্রমশই বাড়ছিল। এবার তার অবসান। ছবির নির্মাণ ও মুক্তি নিয়ে বিভিন্নরকম তথ্য আসছিল অনেক দিন ধরেই। এবার শেষ পর্যন্ত ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে পুষ্পা ২। ছবির প্রযোজক টি-সিরিজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই পোস্টার প্রকাশ করে জানিয়েছে, খুব শিগগির ছবির ট্রেলার আসবে।

বিহার-কোকিলা গুরুতর অসুস্থ

প্রখ্যাত লোকসংগীত গায়িকা সারদা সিনহা গুরুতর অসুস্থ হয়ে দিল্লির এইমসে ভর্তি। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ ও গানের জন্য তিনি বিহার-কোকিলা নামে পরিচিত। পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত ৭২ বছরের এই শিল্পী স্বামী ব্রিজ কিশোর সিনহার মৃত্যুতে শোক পেয়েছিলেন। তারপরই অসুস্থ হন। তিনি ২০১৮ সাল থেকেই মাল্টিপল মায়েলোমাতে ভুগছেন, যা এক ধরনের ব্লাড ক্যানসার। সারদার পুত্র অংশুমান নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে মায়ের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে আপডেট দিয়ে বলেছেন, 'মা ভেন্টিলেশনে আছেন। আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন হঠাৎই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। তাঁরা সকলেই অবশ্য চেষ্টা করছেন। আমি সবাইকে বলছি মায়ের জন্য প্রার্থনা করুন। যাঁরা ছট পুজোর জন্য তৈরি হচ্ছেন, তাঁদের বলি, এই কঠিন সময়ে মায়ের জন্য প্রার্থনা করুন।'

প্রসঙ্গত, বিহারের ঐতিহ্য সম্বলিত গান এবং বিশেষত ছট পুজোর অজস্র গান তিনি গেয়েছেন। অংশুমানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলেছেন এবং সারদার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি
৩০°
বাগডোগরা
৩০°
ইসলামপুর
৩০°

আমার শহর

ছোট তারা ★

দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া মেরি মাহালি ছবি আঁকতে ভালোবাসে। একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে সে। নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের এই পড়ুয়ার প্রতিভায় গর্বিত তার স্কুলের শিক্ষকরা।

একসময় রমরমা থাকলেও এখন পসারে ভাটা। তরুণ প্রজন্ম খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না খোলা আকাশের নীচে চেয়ারে বসতে। পরিস্থিতির চাপে এধরনের সেলুনের সংখ্যা কমছে। ঘোগোমালিতে। -বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

বধূর চিৎকারে পাকড়াও দুই মহিলা

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : নজর এড়িয়ে আচমকাই গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন দুই অচেনা মহিলা। তাদের দেখে হতভম্ব গৃহবধূ। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির ঘটনা। ওই দুজন জিনিসপত্র নাকি বাচ্চা চুরির মতলব নিয়ে এসেছিল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এবিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ঠিক কী হয়েছিল? তখন দুপুর প্রায় দেড়টা। পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির একটি বাড়িতে ভাড়া থাকা গৃহবধূ তাঁর তিন মাসের সন্তানকে তেল মালিশ করছিলেন। দরজা ছিল ভেজানো। হঠাৎই পাশের ঘর থেকে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পান তিনি। ছুটে এসে বধূ দেখেন, ঘরের মধ্যে দুজন অচেনা মহিলা তাঁদের বেশ কিছু জিনিসপত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বধূকে দেখে একজন লাফিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। তবে অপরজনকে ঘরের ভিতরে আটকে রেখে বাইরে বেরিয়ে চিৎকার শুরু করেন ওই গৃহবধূ। তাঁর চিৎকার শুনে সেখানে আসেন বাড়িওয়ালা ও প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায়। পরে পুলিশ এসে ওই দুই মহিলাকে থানায় নিয়ে যায়।

শিশু চোর সন্দেহ প্রতিবেশীদের

ভরদুপুরে এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, বাচ্চা চুরি চক্রের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে ওই মহিলাদের। এত বাড়ি থাকতে কেন ওই বাড়িতেই ঢুকল তারা?

গৃহবধূর স্বামী অয়ন রায় এবিষয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

এদিনের ঘটনাটি ভাবাচ্ছে স্থানীয়দেরও। সাধারণত, দুপুর নাগাদ অধিকাংশ বাড়িতেই পুরুষ সদস্য থাকেন না। পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির ওই বাড়িতেও গৃহবধূ তাঁর শিশু সন্তানকে নিয়ে একাই ছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতভম্ব। তাঁর কথায়, ‘আমি যে ঘরে সন্তানকে নিয়ে ছিলাম, তার পাশের ঘরে হঠাৎ একটা গামলা পড়ে যাওয়ার শব্দ পাই। ভেবেছিলাম, ঘরে বেড়াল ঢুকেছে। ওই ঘরে গিয়েই দেখি, দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে। একজন মাঝবয়সি, আরেকজনের অল্প বয়স। ততক্ষণে বেশ কিছু জিনিস তারা হাতে তুলে নিয়েছিল। পরে আমরা সকলে মিলে ওদের ধরে ফেলি ও পুলিশে খবর দিই।’

বধূর বক্তব্য, ‘ওরা আমার শিশুসন্তানকে যদি কিছু করে বসে, সেই ভয়ে আমি চিৎকার করি। তা শুনে সবাই ছুটে আসেন।’

বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। গত শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে বাইকটি চুরি গিয়েছিল। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত চন্দন গোয়ালাকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোমবার রাতে কাওয়াখালি এলাকা থেকে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করেছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তারা।

মণ্ডপের থিম ‘মায়াপুরের ইসকন মন্দির’

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ‘আলিঙ্গন’-এর জগদ্ধাত্রীপুজোর ১৫তম বর্ষে থিমের চমক। শিল্পীদের নিখুঁত মুনশিয়ানায় তৈরি হচ্ছে মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। প্রতিমা আনা হবে শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে। ৬ নভেম্বর শিলিগুড়ি জংশন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের মাঠে পুজোর উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, রেলের আধিকারিক সুলভ বিস্ট প্রমুখ। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করেন পুজো কমিটির সদস্যরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগী, যুগ্ম সম্পাদক উত্তম সিংহ রায় ও সুমিত ঘোষ, সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ।

উৎসব চলবে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতি বছরের মতো এবারেও বসবে মেলা। ৭ দিন পর্যন্ত সেই আসর থাকবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে নানা সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বুধবার সকালে চাঁদমুনি ময়দান থেকে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে শান্তির বার্তা দেবেন অংশগ্রহণকারীরা। এছাড়া দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ সহ বেশকিছু সমাজসেবামূলক কর্মসূচি রেখেছে কমিটি। এবছর পুজোর বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

ছট সামগ্রী দান

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারী এবং জুনিয়ার ডাক্তারদের উদ্যোগে মঙ্গলবার ছট সামগ্রী বিতরণ করা হল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অ্যান্টনি ডি জানান, এদিন কাওয়াখালিতে ৫০ জন দুঃস্থ ছটব্রতীর মধ্যে শাড়ি, কুলো ও ফল বিতরণ করা হয়।

তালিকা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মতানৈক্য চালকদের

রুট নিয়ে টোটো-বিক্ষোভ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : মহাত্মা গান্ধি মোড় পার করে জংশনের দিকে এগোতে না দেওয়ায় বুধবার গ্রিন স্টিকার সাঁটা টোটোচালকরা বিক্ষোভে শামিল হলেন। এদিন দুপুরে প্রায় একশো টোটোচালক ওই মোড়ে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, রুট নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পরও গ্রিন স্টিকার সাঁটা টোটো চলতে দেওয়া হচ্ছে না। এই ইস্যুতে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভকারীরা একটি রুট সম্পর্কিত তালিকা সামনে আনেন। যদিও তালিকাটি তাঁরা কোথা থেকে পেয়েছেন, তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি কেউ।

এদিন চালকরা দাবি করেন, তালিকা অনুযায়ী তাঁদের ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত চলতে দেওয়ার কথা। পাশাপাশি এসএফ রোড হয়ে টোটোগুলি চলবে মহাবীরস্থান পর্যন্ত। অথচ মহাত্মা গান্ধি মোড় ও থানা মোড়ে পুলিশ টোটো নিয়ন্ত্রণ করছে।

যদিও বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ মানতে নারাজ পুলিশ। তাঁরা যে তালিকা তুলে ধরছেন, সেটা প্রশাসনের অনুমোদিত নয় বলে দাবি করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, ‘শহরের রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য টোটোতে স্টিকার লাগিয়ে রং অনুযায়ী রুট ভাগ করা হয়েছিল। এরমধ্যে সবুজ স্টিকার লাগানো টোটো বর্ধমান রোডে, হলুদ স্টিকার হিলকার্ট রোড এবং নীল স্টিকার লাগানো টোটো চলবে সেবক এবং বিধান রোডে। টোটোচালকরা সরকারি সিলমোহর ছাড়া যে তালিকা দেখাচ্ছেন, সেটা কোথা থেকে এল জানা নেই।’

যানজট মোকাবিলায় দুর্গাপুজোর আগে থেকে টোটো নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে। সব ধরনের নম্বরবিহীন টোটো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নম্বর সহ টোটোগুলো ভাগ করে দেওয়া হয় চার ভাগে। পুলিশ রুট অনুযায়ী সেসবে সাঁটিয়ে দেয় নীল, সবুজ, হলুদ এবং বেগুনি রংয়ের স্টিকার।

এদিকে, টোটোচালকরা পুলিশের কথা মানতে নারাজ। শিলিগুড়ি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রূপন পালের দাবি, ‘পুলিশের তরফে আমাদের তালিকা দেওয়া হয়। তবে সেটাতে কেন সিলমোহর নেই, জানি না। এমনিতে সন্ধ্যার পর ওই রুটে যাত্রী পাওয়া যায় না। তার ওপর মহাত্মা গান্ধি মোড় থেকে আমাদের ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সারাদিনে সাড়ে তিনশো টাকাও আয় হয় না। জংশন পর্যন্ত যেতে না দিলে, টোটো চালানো বন্ধ করে দিতে হবে।’

শহরবাসীর একাংশের মতে, রুট অনুযায়ী নম্বরযুক্ত টোটো ভাগ করে দেওয়ায় যানজট সমস্যায় কিছুটা লাগাম পরানো গিয়েছে। এছাড়া শহরের ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে নম্বর ছাড়া টোটো নিয়ন্ত্রণ করে ট্রাফিক পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে ফের বিক্ষোভে শামিল টোটোচালকদের একটা অংশ। এঁদের মধ্যে বীরকুমার দাস, সুমন বর্মন, দীবেশ প্রসাদদের কথা, ২৪, ২৯ এবং ৩০ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের নম্বরযুক্ত টোটোতে সবুজ স্টিকার দেওয়া হয়। ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, ডাবগ্রাম ও মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বরযুক্ত টোটো একই স্টিকার পেয়েছে। তাঁদের এর আগে জংশন পর্যন্ত চালাতে দেওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ কিছুদিন হল আর সেদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চললে লাগাতার আন্দোলন ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চালকরা।

টোটোচালকদের বিক্ষোভ। মহাত্মা গান্ধি মোড়ে। মঙ্গলবার। -শান্তনু ভট্টাচার্য

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য

- সবুজ স্টিকার সাঁটা থাকলে ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত চলার কথা
- এছাড়া এসএফ রোড হয়ে চলবে মহাবীরস্থান পর্যন্ত
- যদিও পুলিশ মহাত্মা গান্ধি মোড়ে নিয়ন্ত্রণ করছে চলাচল

পুলিশের ব্যাখ্যা

- স্টিকারের রং অনুযায়ী প্রধান রাস্তাগুলো ভাগ করা হয়েছে
- চালকরা যে তালিকা দেখাচ্ছেন, তাতে নেই সরকারি সিলমোহর
- ওই তালিকা কোথা থেকে এল, জানেন না পুলিশকর্তা

শিলিগুড়িতে বসে বিদেশে প্রতারণা-জাল

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে বসে ইউনাইটেড কিংডম-এ প্রতারণার ছক কষল সাইবার দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এবং এসওজি যৌথ অভিযানে চালিয়ে সেই পর্দা ফাঁস করল। ঘটনায় রীতিমতো চমকে গিয়েছেন পুলিশকর্তারা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কলসেন্টারের ম্যানেজারকে। এছাড়া সেখানে কর্মরত ১৬ তরুণী ও ১৩ তরুণকে আটক করে পুলিশ। ধৃত ম্যানেজারের নাম আনসার আলি। সে কলকাতার তপসিয়ার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে বেশকিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছিল। প্রথমে ইউকে-র বেশ কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। রীতিমতো সমীক্ষা চালানো হত। সেখানে কার আর্থিক অবস্থা কেমন, সেই সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করত অভিযুক্তরা। এরপর তথ্য চলে যেত প্রতারণাচক্রের মাথাদের কাছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশের অনুমান, দুই থেকে তিনজন মূল চক্রী রয়েছে এই কারবারে। তারা শিলিগুড়ি থেকে প্রতারণার দ্বিতীয় ধাপ পরিচালনা করত। সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য থেকে একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাঁরা সচ্ছল, তাঁদের টার্গেট করা হত। সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে কার ঝোঁক কোনদিকে, সেটা দেখে ছক কষা হচ্ছিল। কারবারিরা বিভিন্নরকমের ঋণ, অনলাইন ইনভেস্টমেন্টের টোপ দিতেন ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তিকে। ফাঁদে পা দিলেই টাকা খোয়াতেন বিদেশিরা।

কতদিন ধরে এই আন্তর্জাতিক প্রতারণাচক্র চলছিল, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। আটক হওয়া ২৯ জনের পাশাপাশি ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ম্যানেজার এই দলে সবচেয়ে পুরোনো। অথচ সে যোগ দিয়েছে মাত্র এক মাস আগে। প্রশ্ন উঠছে, সহজে যাতে সন্দেহ না হয়, সেজন্যই কি কিছুদিন পরপর ম্যানেজার এবং বাকি কর্মীদের বদলাত মূল চক্রীরা? ইউনাইটেড কিংডমে প্রতারণার শিকড় ছড়ানোর সুযোগ কীভাবে পেল কারবারিরা? তদন্তের স্বার্থে ম্যানেজারের বাড়িতে খোঁজখবর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আইটি পার্কে চলত কলসেন্টারটি। তাই পার্ক-কে নোটিশ করা হবে। আনসার আলিকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে চাইবে মাটিগাড়া থানা।

অভিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশ

স্ট্রেচার ঠেলে টাকা আদায় হাসপাতালে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল চত্বরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড় করিয়ে রাখার অভিযোগ নতুন নয়। এবার সেই অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে টাকা তোলার অভিযোগ উঠছে।

হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সময়মতো সামনে না পাওয়ায় বহু পরিবার রোগীকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়েন। অন্যদিকে, অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে থাকা কোনও রোগীর এক্স-রে কিংবা সিটি স্ক্যান করাতে গেলে সেখান থেকে সরানোর সময় ফাঁপরে পড়েন পরিজনরা। বিশেষ করে, যেসব রোগীর সঙ্গে সবসময় পরিজনরা থাকতে পারেন না, তাঁদের এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় বেশি। অভিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা সেই সুযোগ ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ।

কীভাবে চলছে কারবার? ওরা দায়িত্ব নিয়ে পরিবারের সহযোগিতায় স্ট্রেচার টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ইমার্জেন্সি বিভাগে কিংবা এক্স-রে, সিটি স্ক্যান বিভাগে। প্রথমে দেখে মনে হবে, তাঁরা হাসপাতালের কর্মী। চিকিৎসা শুরু হতেই মুখোশ খুলছেন তাঁরা। অভিযোগ, রোগীর পরিজনদের কাছে গিয়ে কখনও ১০০-২০০ টাকা চাইছেন, আবার কখনও তার বেশি দিতে বাধ্য হয় পরিবারটি।

বেশ কিছুদিন ধরে এধরনের কীর্তিকলাপ চলতে থাকলেও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা পদক্ষেপ করছেন না। অভিযোগ, একদিকে যখন অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা টাকার বিনিময়ে কাজ করেন, তখন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের কর্মীদের দেখা মেলে না। তাঁরা হাজিরা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অন্য কাজে।

হাসপাতালের ছবি

- প্রয়োজনে দেখা মেলে না হাসপাতালের কর্মীদের
- সেই সুযোগ নিয়ে রোগীর পরিবারকে সাহায্য
- পরবর্তীতে টাকা দাবি করেন অভিযুক্তরা
- অভিযোগ, সবটা দেখেও নিরুত্তাপ নিরাপত্তাকর্মীরা
- অভিযোগ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস সুপারের

মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পরিজনকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন কলেজপাড়ার বাসিন্দা সৌভিক সরকার। হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়ানোর পর একজন এসে স্ট্রেচার ধরতে সাহায্য করলেন। পরবর্তীতে শারীরিক পরীক্ষার সময় তিনিই স্ট্রেচার টেনে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যান। তবে রোগীর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। এরপর শুরু হয় আসল পর্ব।

রোগীর আত্মীয়দের কাছে এসে দু’তিনজন মিলে বলতে শুরু করেন, ‘আমাদের টাকা দিন।’ কীসের টাকা, জিজ্ঞেস করতেই তাঁদের যুক্তি, ‘এই যে আপনাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলাম, তার টাকা।’ এরপর সৌভিকের প্রশ্ন ছিল, ‘আপনারা তো হাসপাতালের কর্মী। বেতন পান। আবার টাকা কীসের?’ অবশেষে তরুণরা জানান, তাঁরা হাসপাতালের কেউ নন। অ্যাম্বুল্যান্স চালান।

শুধু একদিন নয়, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এমন রোজ ঘটছে। হাসপাতালে ভর্তি এক মহিলার স্বামী বলছিলেন, ‘অন্য সময় এঁরা অ্যাম্বুল্যান্স চালান। যখন ভাড়া পান না, তখন রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে টাকা তোলেন।’ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের আশ্বাস, ‘আমার কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ তো করতে পারতেন। এখনও কেউ অভিযোগ জানাননি। সেটা পেলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’

রোজ নেশার আসর

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : নেশার আসরে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগরের বাসিন্দারা। সন্ধে নামতেই মদ্যপদের ভিড় বাড়তে শুরু করে এলাকায়। ফাঁকা জায়গায় মদ্যপান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নেশার সামগ্রী সেবন করে একদল তরুণ। তারপর চলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। সমাধান চেয়ে জানুয়ারি মাসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপরেও অবশ্য ছবিটা বদলায়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্তরা।

অশোকনগরে গিয়ে চোখে পড়ল, মাঠের মাঝখানে বাঁশ আর কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে একটি জায়গা। অভিযোগ, সেখানে রোজ বসছে সমাজবিরোধীদের আসর। আরেকটি ঘটনা ঘটেছে গত শুক্রবার রাতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু স্থানীয়র দাবি, সেদিন তরুণদের অত্যাচার সীমা ছাড়ায়। মদ্যপানের পাশাপাশি নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটাতে শুরু করে তারা। এর বিরুদ্ধে স্থানীয় এক মহিলা প্রতিবাদ জানালে তাঁর বাড়ির জানলার কাচ ভাঙে নেশাগ্রস্তরা। এমনকি প্রতিবেশী একজনকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

আতঙ্কিত অশোকনগর

এই অবস্থায় এলাকাবাসী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের আশঙ্কা, শীত জাঁকিয়ে পড়লে ওই আসর জমবে। বাড়বে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য। এপ্রসঙ্গে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌমিতা দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে অভিযোগ এলে অবশ্যই প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন। নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ জমা পড়েনি। জমা পড়লে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে।

ছটের আচার পালনে পকেটে টান

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : পুজোর আগে বেশ কিছু আচার পালন করতে হয় ছটব্রতীদের। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম, ‘লাউভাতে’ খাওয়া। এদিকে, বাজারে লাউ কিনতে গিয়ে রীতিমতো ছ্যাঁকা লাগার অবস্থা। একাংশ ব্যবসায়ী জানালেন, গতবছর থেকে এবার দাম বেশি। যার অন্যতম কারণ, জোগান কম। ছটপুজোয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নারকেল। সেটারও মূল্য ঊর্ধ্বমুখী, দাবি ক্রেতাদের।

ছটব্রতীদের কাছে লাউভাতে খাওয়ার রীতি আবেগের। পুজোর পর পরিবারের সকলে মিলে বিশেষ পদ খেয়ে শুরু হয় বাকি আচার পালন। প্রতিবছর ২৫ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওই সবজির দাম। তবে, সংশ্লিষ্ট দিনে কিছুটা বেশি থাকে। এবছর শহরের কিছু বাজারে সেটা বিকিয়েছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা প্রতি পিস হিসেবে। বিধান মার্কেট, সুভাষপল্লি, ফুলেশ্বরী-সব জায়গায় ছবিটা কমবেশি এক।

প্রকাশ শর্মা বাজারে দাঁড়িয়ে দাবি করে বসলেন, ‘এবার হয়তো সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে।’ তাঁর কথায়, “প্রতি বছর ছটপুজোতে বাইরে থেকে আমাদের আত্মীয়রা আসেন। ‘লাউভাতে’র দিন প্রায় ২৫ জন একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করি। গতবছরের থেকে এবার দাম অনেকটা বেশি।” একই অভিজ্ঞতা রজনী পাসোয়ানের। এদিন বিধান মার্কেটে বাজার করতে করতে বললেন, ‘এবার বাধ্য হয়ে কম কিনেছি।’

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী? ব্যবসায়ীদের একটা অংশের যুক্তি, ‘লাউয়ের জোগান কম থাকায় এমন পরিস্থিতি।’ মূলত ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, অসম এবং ফালাকাটা থেকে আসে ওই সবজি। এদিকে, চলতিবছর দুর্গাপুজোর আগের বৃষ্টিতে লাউ চাষে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ব্যবসায়ী রাজেশ পাল বলছেন, ‘জোগান কম। আমাদেরও অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে।’ ৬০ থেকে শুরু, ৮০ টাকা পর্যন্ত বিকোচ্ছে প্রতিটি নারকেল। এক বিক্রেতার কথায়, ‘দিন-দিন দাম বাড়ছে। উৎসবের সময় আরও বৃদ্ধি পায়।’ যদিও ফুলেশ্বরীর সবজি বিক্রেতা নারায়ণ পালের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পকেটে চাপ পড়লেও নিয়মরক্ষার স্বার্থে মানুষ লাউ কিনে বাড়ি ফিরছেন।

ছটপুজোর জন্য বাড়তি নারকেল দোকানে। বিধান মার্কেটে। মঙ্গলবার।

দাম বেড়েছে লাউ, নারকেলের

KHABAR SAMAY LIVE
RADIO মিষ্টি 94.3 FM
Gungunate Raho ...
Presents
urban palms
SEVOKE ROAD
Sewa Sarathi Samman' 24
जिनका उद्देश्य ही सेवा धर्म और मानव कल्याण है,
ऐसे सेवा वीरों को समर्पित है
in association with
Delhi Public School Siliguri
Saturday, 9th November 2024 3 pm onwards
Venue : Ramada Encore by Wyndham, Sevoke Road, Siliguri

Sewa Sarathi 2024
Smt. Rita Sengupta
Prerana Educational Centre
Sri Sampatmal Sancheti
Apna Ghar & Matri Chaya
Sri Satish Singhal
Uday School
Sri Liladhar Nakipuria
Baba Ka Bhandara
Sri Manoj Sikhwal "Munna"
Social Service

ORGANISATION AWARDS
SILIGURI TERAI LIONS BLOOD BANK
PAUL P. HARRIS, SILIGURI ROTARY BLOOD BANK
SILIGURI ROUND TABLE 220
LIONS METRO DIALYSIS UNIT
NORTH BENGAL HANDICAPPED REHABILITATION SOCIETY
DATA MALANG SHAH DATA SHAMIM SHAH PUBLIC CHARITABLE TRUST
SILIGURI RAMGHAT SAMITI
DON BOSCO SCHOOL
GURUDWARA SRI GURU SINGH SABHA
MARWARI YUVA MANCH, SEVOKE BRANCH
NATIONAL MARWARI FOUNDATION
SILIGURI GREATER LIONS EYE HOSPITAL
SILIGURI LIONS NETRALAYA
SHRI KRISHNA PRANAMI MANDIR, SILIGURI

Supported by: PASTIANO
Career Partner: IGK's
Event & PR: the adman
Music partner: Rockstar
Hospitality Partner: encore
Contact for more information
7001984431
ENTRY BY INVITATION ONLY

উত্তরের চায়ে ক্ষতি প্রায় ৩৮ শতাংশ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ নভেম্বর : চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চা উৎপাদনে সব থেকে বড় ধাক্কা খেল উত্তরবঙ্গ। গোটা দেশের অন্যান্য চা উৎপাদক রাজ্যগুলিও গতবারের থেকে পিছিয়ে থাকলেও উত্তরের ক্ষেত্রে ওই ঘাটতি সবথেকে বেশি। টি বোর্ড সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়কালের মধ্যে গতবারের তুলনায় অসমের উৎপাদনের ক্ষতি ২৬.১৮ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু, কেরল এবং কর্ণাটক মিলিয়ে ঘাটতির পরিমাণ ১৩.৭২ শতাংশ। সেটা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩৭.৪৪ শতাংশ। চা মহলের মূল্যায়ন, অক্টোবরের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হলে ঘাটতি কিছুটা কমলেও তা আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট নয়। চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা বলছেন, ‘আবহাওয়ার পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। তবে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তৈরি চায়ের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। সাম্প্রতিক নিলামে দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের চায়ের দাম ক্রমশ কমে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, কয়েক লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারী এবং শতাধিক মালিকের রুজিরুটি এই বাগানগুলির ওপর নির্ভরশীল।’

উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ লাগামছাড়া। সংগতি রেখে দাম বাড়ছে না। নিকৃষ্ট চায়ের উৎপাদনে এখনই লাগাম টানা উচিত।

-**মহেন্দ্র বনসাল**, *চেয়ারম্যান, টিপা*

উৎপাদনে ধাক্কা

- জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়কালের মধ্যে গতবারের তুলনায় অসমের উৎপাদনের ক্ষতি ২৬.১৮ শতাংশ
- তামিলনাড়ু, কেরল এবং কর্ণাটক মিলিয়ে ঘাটতি ১৩.৭২ শতাংশ
- সেটা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩৭.৪৪ শতাংশ
- এবছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদন ২৫৮.৬৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম।

এবছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদন ২৫৮.৬৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। সেখানে ২০২৩ সালে ওই পরিমাণ ছিল ২৯৬.০৮ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। উত্তরের ডুয়ার্স, তরাই এবং পাহাড় সবক’টি স্থানেরই ঘাটতির ছবি একই। ডুয়ার্সে ২০২৩ সালের তুলনায় এবছর উৎপাদন কমেছে ১৯.২১ শতাংশ। তরাইয়ের চা বাগানগুলি মিলিয়ে ওই পরিমাণ ১৮.০৪ শতাংশ। পাহাড়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি ০.১৯ শতাংশ। দেশের চা শিল্পের আইকন হিসেবে পরিচিত দার্জিলিংয়ের চা শিল্প যে আসলে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে, তা বছরভিত্তিক ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের তথ্যে পরিষ্কার। ২০২২ সালের প্রথম নয় মাসে পাহাড়ের চায়ের উৎপাদন ছিল ৬ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। পরের দুটি বছরে সেটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৯৭ এবং ৪.৭৮ মিলিয়ন কিলোগ্রামে। গতবছরের তুলনায় (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) গোটা দেশে ওই সময়কালে উৎপাদনে ঘাটতির পরিমাণ ১৩.৭২ শতাংশ।

কী কারণে এমন পরিস্থিতি? বিশেষজ্ঞরা এর পেছনে জলবায়ুর আমূল পরিবর্তনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। পাশাপাশি তাঁরা তুলে ধরছেন সরকারি স্তর থেকে স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরির জন্য রোগপোকা দমনে রাসায়নিকের সংখ্যা সীমিত করে দেওয়ার বিষয়টিও। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের বড় বা ক্ষুদ্র সমস্ত ধরনের চা বাগানগুলিরই পরিস্থিতি সঙ্গিন। এবং সেটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি। এবছরের ঘাটতি হয়তো আর পূরণ করা সম্ভব হবে না।’ তাঁর সংযোজন, অক্টোবরে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সেকারণে টি বোর্ডের উচিত শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষিত দিনক্ষণ ৩০ নভেম্বর থেকে পিছিয়ে অন্তত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত করা।

অন্যদিকে, টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসালের কথায়, ‘উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ লাগামছাড়া। সংগতি রেখে দাম বাড়ছে না। নিকৃষ্ট চায়ের উৎপাদনে এখনই লাগাম টেনে ধরা উচিত। চা বর্জ্য ব্যবহারের প্রবণতাও রুখে দেওয়া প্রয়োজন।’ সবমিলিয়ে এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে টি বোর্ড কার্যকরী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসুক, এটাই চাইছেন সকলে।

আবাসের তালিকায় নাম না থাকায় জলপাইগুড়ির আসামমোড়ে চা শ্রমিকদের অবরোধ। মঙ্গলবার

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : কালীপুজোর বিসর্জনে বেরিয়ে হিলকার্ট রোডে দুর্ঘটনায় জখম মহিলার মৃত্যু হল। মৃতের নাম মধুমিতা দাস (৩২)। তিনি ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় পরিবারের তরফে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মধুমিতার পরিবারের লোকেরা মেডিকেলে বিক্ষোভও দেখান।

এ বিষয়ে মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, ‘ওই মহিলার কী ধরনের চোট ছিল, তা খতিয়ে না দেখে কিছু বলা সম্ভব নয়। বুধবার ওঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখব।’

মধুমিতার দুই ছেলে রয়েছে। ছোট ছেলের বয়স তিন ও বড় ছেলের বয়স ১১। এদিন তাঁর মৃত্যুতে স্বামী প্রীতম দাস কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির ঘটনায় তদন্তের দাবি জানান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার রাতে মধুমিতা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে টোটোতে চেপে হিলকার্ট রোড দিয়ে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় একটি পুজো কমিটির ম্যাটাডোর দ্রুতগতিতে এসে পেছন থেকে টোটোতে ধাক্কা মারে। ম্যাটাডোরের ধাক্কায় টোটো উলটে যায়। এতে জখম হন মধুমিতা। তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চোট গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। মেডিকেলে অর্থোপেডিক বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মধুমিতার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া। তাঁর বৃদ্ধ বাবা বিমল দাস (৭৪) বলেন, ‘এভাবে মেয়েকে হারাতে হবে তা কল্পনা করিনি। মেয়ের কোমরে আঘাত ছিল। জুনিয়ার ডাক্তাররা মেয়ের চিকিৎসা করেছেন। কোনও সিনিয়ার চিকিৎসক মেয়েকে দেখতে আসেননি। ডাক্তাররা কখনও বলেছেন, মেয়ের কোমর ভেঙেছে, আবার কখনও বলেছেন, হাড় সরে গিয়েছে। ঠিকঠাক চিকিৎসা হলে মেয়েকে বাঁচানো যেত।’ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্য ভবনে ঢুকতে লাগবে ‘অনুমতিপত্র’

ফাঁকিবাজি রুখতে কড়া ব্যবস্থা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : আধার নম্বর যুক্ত বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু হওয়ায় যে কোনও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে হাজিরা দেওয়া যায়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু চিকিৎসক স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে প্রতিদিন হাজিরা দিচ্ছেন এবং কলকাতায় বসে প্রাইভেট চেম্বার করছেন। এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে আগেই প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবন এক নির্দেশিকা জারি করে সেই খবরে কার্যত সিলমোহর দিল। স্বাস্থ্য ভবনের নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, অহেতুক কিছু অধ্যাপক চিকিৎসক স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন বাহানায় এঘর-ওঘর করছেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে তাঁরা নিজের কাজের জায়গায় থাকছেন না। এখন থেকে কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ অথবা বিভাগীয় প্রধানের লিখিত অনুমতি বা অ্যাপ্রুভাল স্লিপ নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় স্বাস্থ্য ভবনে তাঁদের কোনও কথা শোনা হবে না। স্বাস্থ্য ভবনের এই নির্দেশ ঘিরে চিকিৎসক সংগঠনগুলির অন্দরে হইচই পড়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলছেন, ‘এটা আমরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। এবার স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকা জারি করায় সমস্যা কিছুটা মিটবে বলে আশা করছি।’

রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক শ্রেণির চিকিৎসক নিয়মিত কর্মস্থলে না গিয়ে কলকাতায় বসে চেম্বার করেন। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেলের অধ্যাপক চিকিৎসকের সংখ্যা বেশি। তাঁরা কেউ সপ্তাহে দু’দিন করে রোটেশনে আসেন, আবার কেউ মাসে দু-তিনদিন আসেন। বাকি সময় কলকাতায় বসে চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। এই সমস্ত ফাঁকিবাজ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বহুবার উঠেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবন সেভাবে নজর দেয়নি।

স্বাস্থ্যকর্তাদের যুক্তি ছিল, অধ্যাপক চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে গেলে তাঁরা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় রাজ্যে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। তার উপরে কড়াকড়ি করতে গিয়ে চিকিৎসকরা চাকরি ছেড়ে দিলে মেডিকেলগুলি চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অন্তত এনএমসির কাছে চিকিৎসকদের লম্বা তালিকা তুলে ধরার জন্যই চুপ থেকেছে স্বাস্থ্য ভবন। এই পরিস্থিতিতে সিনিয়ার চিকিৎসকদের অভাবে মেডিকেলগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা পুরোটাই জুনিয়ার ডাক্তারদের উপরে নির্ভর করছে। কলেজগুলির পঠনপাঠনও ব্যহত হচ্ছে।

প্রায় এক-দেড় বছর ধরে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ভবন সর্বত্রই আধার যুক্ত অনলাইন বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যার জেরে রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে নিজের হাজিরা দিতে পারছেন চিকিৎসকরা। এই সুযোগে এক শ্রেণির চিকিৎসক কলকাতায় বসে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে প্রতিদিন হাজিরা দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর, চিকিৎসকদের কিছু জিজ্ঞাসা করলেই নিজের মেডিকেলের কাজে এসেছেন বলে দাবি করছেন। কিন্তু এক-একজন অধ্যাপক চিকিৎসককে সপ্তাহে তিন-চারদিনও স্বাস্থ্য ভবনে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা বিভিন্ন বাহানায় দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ভবনে ঢুঁ মারছেন। এই রেওয়াজ রুখতেই এবার কড়া হচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে রাস্তাটির দায়িত্ব এনএইচআইডিসিএলকে তুলে দেওয়ার দাবি তুলেছেন রাজু বিস্ট। নিজের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শেষপর্যন্ত দাবি পূরণ হওয়ায় মঙ্গলবার সাংসদ বলছেন, ‘তরাই, ডুয়ার্স ও কালিম্পং পাহাড়ের কাছে আজকের দিনটা অত্যন্ত আনন্দের। এনএইচআইডিসিএল যেহেতু রাস্তাটি নতুন করে তৈরির পাশাপাশি বছরভর প্রয়োজনের ভিত্তিতে মেরামতি করবে, ফলে ভবিষ্যতে আর কোনও সমস্যা হবে না, আশা করছি।’

পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন ভুগতে হবে, বেহাল জাতীয় সড়ক নিয়ে এর আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা। এদিন তিনি বলছেন, ‘আশা করছি, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটি দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু করবে।’

বেহাল জাতীয় সড়কের প্রতিবাদে কালিম্পংয়ের সাধারণ মানুষ যেমন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন, তেমনই দ্রুত রাস্তা মেরামতির দাবিতে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রীর কাছে ধারাবাহিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, ‘দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত। রাস্তা যাতে নতুন করে বেহাল হয়ে না পড়ে, সেদিকে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটির দৃষ্টি দেওয়া উচিত।’ কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে শিল্প-বাণিজ্য লাভবান হবে বলে মনে করছেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের উত্তরবঙ্গ জোনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সঞ্জিত সাহা।

একইসঙ্গে ডালখোলা থেকে ঘোষপুকুর, সলসলাবাড়ি থেকে সংকোশ সহ একাধিক জাতীয় সড়কের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটিকে। নতুন নামকরণ হয়েছে ভুটান সীমান্তের জয়গাঁ থেকে হাসিমারা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটির। সেটি এখন বিবেচিত হবে ১৩৭এ নামে। অন্যদিকে, নেপাল সীমান্তের মেচি থেকে পানিট্যাঙ্কি বাজার এবং বাংলাদেশ সীমান্তের চ্যাংরাবান্ধা থেকে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত জাতীয় সড়কটির নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৩২৭বি ও ৭১৭।

ছটপুজোয় পুণ্যস্নান

কিশনগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : নাহায় খায় প্রথার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার ছটপুজো শুরু হয়েছে কিশনগঞ্জে। বেলুয়ার ডক নদীতে সহস্রাধিক ছটব্রতী পুণ্যস্নান করেন। নদীর ঘাটে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ এবং এসডিআরএফ মোতায়েন ছিল। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান উপস্থিত থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থার তদারকি করেন। শহরের অন্য নদী ও পুকুরে অনেকে স্নান করেন।

বুধবার থেকে পুজোর মূল পর্ব। সেদিন শুকনো গম পিসে ঠেকুয়া তৈরি করা হবে। যা বৃহস্পতিবার অস্তগামী সূর্যকে এবং শুক্রবার উদিত সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করে এ বছরের ছট মহোৎসব শেষ হবে। মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ শহরের বিভিন্ন বাজারে ছটপুজোর সামগ্রী কেনাবেচায় ভিড় ছিল। পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসোয়ান সহ অনেককে ছটব্রতীদের নতুন কাপড়চোপড় ও পুজোর সামগ্রী বিতরণ করেন। শহরের রমজান নদীর ৪০টি ঘাটে আলো, ডুবুরি এবং পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।

চম্পাসারি মোড়ে ছটপুজোর সামগ্রী কেনাবেচা। মঙ্গলবার। ছবি ঃ সূত্রধর

আশা জাগছে দার্জিলিং পাহাড়েও

উপজাতি স্বীকৃতি আদায়ে কমিটি গঠন সিকিমের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : কেন সিকিমের ১২টি এবং দার্জিলিংয়ের ১১টি জনজাতি উপজাতির স্বীকৃতি পাবে না, ক’দিন আগে যৌথভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। ৬ অক্টোবর শিলিগুড়িতে বৈঠক করে সংবিধানের মধ্যে থেকে উপজাতির স্বীকৃতি আদায়ে যৌথ আন্দোলনের ঘোষণাও করেছিলেন তাঁরা। একধাপ এগিয়ে ১২টি জনজাতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করল প্রেম সিংয়ের সরকার। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ১২ জনের কমিটিতে চেয়ারম্যান করা হয়েছে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর বিভি শর্মাকে এবং ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেন্দ্র পি লামাকে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে কমিটি যে রিপোর্ট দেবে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানো হবে বলে সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর। সিকিমের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, ‘ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম সরকার। সিকিমের পথ ধরেই দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার ১১টি জনজাতিও উপজাতির স্বীকৃতি পাবে।’

পাহাড়ে ভোট এলেই সামনে চলে আসে পৃথক রাজ্যের পাশাপাশি ১১টি জনজাতির উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি। ফেব্রুয়ারির মধ্যে কালিম্পং, মিরিক এবং কার্সিয়াং পুরসভার ভোট রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে দুর্গাপুজোর সময় বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছেন রাজু। যেহেতু স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতাধীন, ফলে সাংসদ হিসেবে কেন তিনি দাবি আদায় করতে পারছেন না, সেই প্রশ্নও তুলেছিল বিরোধীরা। বিরোধীদের প্রশ্নকে অবশ্য তেমন আমল দিতে নারাজ বিস্ট। বিষয়টি নিয়ে সংসদে তাঁর কী ভূমিকা, তা তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু সিকিম পাহাড়ে এখন ভোট না থাকলেও সদ্য দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করলেন প্রেম সিং। কেন্দ্রের কাছ থেকে দাবি আদায়ে তিনি যে আন্তরিক, তা প্রমাণ দিতে বিষয়টি নিয়ে সোমবার বৈঠক করেন। বিধায়কদের সর্বসম্মতিতে গঠন করা হয় ১২ সদস্যের সিকিম স্টেট হাই লেভেল কমিটি। প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গঠিত কমিটি নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, বসবাসের সময়কাল সহ বেশ কিছু বিষয় খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট জমা দেবে। ওই রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করার পাশাপাশি তা পাঠানো হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে।

জনজাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্তা এবং সংগঠনের সদস্যদের রাখা হয়েছে কমিটিতে। ৬ অক্টোবর শিলিগুড়িতে বিস্টের সঙ্গে বৈঠকের পরই বিশিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন তামাং। মূলত যাঁদের কমিটিতে রাখা হবে, তাঁদের সম্মতি নেওয়া হয়।

সম্মতির ভিত্তিতেই ১২ জনের কমিটি গঠন করা হয়। আগামী সপ্তাহ থেকেই কমিটি কাজ শুরু করে দেবে।

গ্রামের মেয়ে বিচারক

কিশনগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের সামদা গ্রামের মেয়ে আসনা রুহানি সিকিম জুডিশিয়াল সার্ভিসের সিভিল জজ ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় কিশনগঞ্জে এখন খুশির হাওয়া। কিশনগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শিশির দাস বলেন, ‘গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সিকিমের বিচারপতি পদে যোগ দেওয়ায় জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আসনা রুহানিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।’

আসনার বাবা মহম্মদ মাজহারুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং মা গৃহবধূ। আসনা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। আসনা জানান, তাঁর সাফল্যে মা-বাবার প্রেরণা ও সহায়তা ছিল মূল উৎস।

ফোক ফেস্ট

লাটাগুড়ি, ৫ নভেম্বর : একটি আসরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির স্বাদ পেতে চলেছেন পর্যটকরা। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়ান ফোক ফেস্ট। মঙ্গলবার লাটাগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে এশিয়ান ফোক ফেস্টের পোস্টার উন্মোচন করলেন বাউলশিল্পী রাজু দাস বাউল। রাজু বলেন, ‘পর্যটকদের কাছে লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য এটি খুব ভালো উদ্যোগ। সমস্ত আয়োজন যাতে সফল হয় সেজন্য আমিও প্রচার করব।’ গতবছর লাটাগুড়ি ম্যালে রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কার্নিভালের আয়োজন করে। সেই কার্নিভালের পরিবর্তে এবারের এশিয়ান ফোক ফেস্ট।

গম বেশি

প্রথম পাতার পর

সরকার অন্ত্যোদয় কার্ডে দেওয়া ৩৫ কেজি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করেছে। আগে যেখানে অন্ত্যোদয় কার্ডে ১৪ কেজি গম এবং ২১ কেজি চাল দেওয়া হত, এখন থেকে সেখানে ১৮ কেজি চাল এবং ১৭ কেজি গম দেওয়া হবে। এই নতুন নিয়মও ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

একইসঙ্গে কেওয়াইসি নিয়েও কড়া হচ্ছে কেন্দ্র। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে কেওয়াইসি সম্পূর্ণ না করলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের র‍্যাশন কার্ড বাতিল করে দেওয়া হবে। বন্ধ করে দেওয়া হবে র‍্যাশন পরিষেবাও। মনে রাখতে হবে, কেওয়াইসি নিয়ে এর আগেও কিন্তু সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কেন্দ্র। তখন বলা হয়েছিল, ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেওয়াইসি করে নিতে হবে। এদিকে তথ্য বলছে, কেন্দ্রের সেই নির্দেশের পরেও অনেকে তা করেননি। তাঁদের সুবিধার্থেই মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

পাইপে সেচ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এই প্রকল্পে আপাতত নতুন করে আর ক্যানাল বা সাব-ক্যানাল খোঁড়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বদলে আরও বেশি কৃষিজমির স্বার্থে পাইপ ইরিগেশন ব্যবস্থাটি কার্যকর হবে। দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিষয় বলতে, ক্যানাল থেকে অনেক সময়ই কৃষিজমিতে অপরিষ্কার জল যায়। কিন্তু পাইপ ইরিগেশনের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা থাকবে না। তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার মিতুল সামাজিক বললেন, ‘ব্যারেজের জল পরিস্রুত করে তা পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজমিতে পৌঁছে দেওয়া হবে।’

ইতিমধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন কৃষিজমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্রুত এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বারলার বাড়িতে দুই তৃণমূল নেতা

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ৫ নভেম্বর : এবার জন বারলার সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেতা দুলাল দেবনাথ ও দীপেন প্রামাণিক। সোমবার রাতে তাঁরা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা হয় বারলার। গত লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিট না পেয়ে নানা কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বারলার সঙ্গে শাসকদলের দুই নেতার সাক্ষাৎকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে এখন জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। তবে কি বিক্ষুব্ধ বারলা মাদারিহাটের উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন? এমন প্রশ্ন মঙ্গলবার ঘুরে বেড়িয়েছে ডুয়ার্সের আনাচকানাচে। যদিও বারলা নিজে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কোনও দলে যোগ দিচ্ছি না। আমি এখন নিউট্রাল। নিজের সংগঠন রয়েছে। চা বাগান রয়েছে। সেসব নিয়েই কাজ করছি।’ পাশাপাশি নাম না করে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা-র প্রতি তীব্র বিষোদ্গার করেছেন তিনি। বারলার মন্তব্য, ‘ওয়ান ম্যান আর্মি হয়ে দল চালাচ্ছে। কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা নেই।’

উপদেষ্টা পদে প্রাক্তন মন্ত্রী

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে আরও এক সংখ্যালঘু মুখ। বামফ্রন্ট জমানার সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী আব্দুস সাত্তারকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাত্তার হবেন তাঁর সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা। প্রতিমন্ত্রীর সমতুল মর্যাদা এই পদটির। রাজ্যে ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে এই ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপনির্বাচনে তো বটেই, মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে আরও সংহত করতে তৃণমূল নেত্রী এই পদক্ষেপ করলেন।

অধ্যাপনা পেশার সঙ্গে যুক্ত আব্দুস সাত্তার দীর্ঘদিন সিপিএম নেতা ছিলেন। কিছুদিন কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের রাজনীতি সরাসরি করেননি বটে। কিন্তু এখন যে তিনি তৃণমূল নেত্রীর আস্থাভাজন, তা স্পষ্ট হল। দলের পরামর্শদাতা সংস্থা ‘আইপ্যাকে’র সুপারিশ মেনে সাত্তারকে সরকারি পদ দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলে গুঞ্জন আছে।

দিলীপের প্রচারে বঞ্চনার কথা

গয়েরকাটা ও বানারহাট, ৫ নভেম্বর : মাদারিহাট উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের হয়ে মঙ্গলবার প্রচার করেন বিজেপির জাতীয় কমিটির প্রাক্তন সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রচারে বেরিয়ে রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন তিনি। সেইসঙ্গে নারী নির্যাতন এবং আরজি করের ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তোপ দাগেন তিনি।

উত্তরবঙ্গ থেকে এইমস হাসপাতাল কল্যাণীতে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, ‘এই হাসপাতাল যদি উত্তরবঙ্গে হত, তাহলে এখানকার মানুষকে কষ্ট করে ছুটে যেতে হত না।’

মেচি থেকে দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তে গম্ভীরগড়ে মেচি নদী থেকে মঙ্গলবার সকালে এসডিআরএফ বুদ্ধুলাল হেমব্রমের (২৫) মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। রবিবার দুপুরে বুদ্ধুলাল ওই নদীতে স্নান করতে গিয়ে গভীর জলে তলিয়ে যান। তারপর থেকে এসডিআরএফ উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছিল। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার সকালে উদ্ধারের পর পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

১৪-মাদারিহাট (এস টি) বিধানসভা কেন্দ্র

বিন্নাগুড়িতে মিছিলে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার।

চাঁদা নিয়ে শহরে

প্রথম পাতার পর

জিটিস, টিএস, ভিএনসি সহ একাধিক ক্লাবের অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ীদের একাংশ উপকার ক্লাবের সঙ্গে জড়িত। তাই বেশি চাঁদা দেওয়া হয় উপকার ক্লাবকে। জেটিএস-এর প্রাণতোষ বলছেন, ‘দু’বছর ধরে এই সমস্যা হচ্ছে। রেকর্ড হিসেবে কোনও ক্লাবের প্রাপ্য ২ লক্ষ টাকা থাকলে ৫০,০০০ টাকা ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনও ক্লাবের প্রাপ্য ১ লক্ষ টাকা হলে ২৫০০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘উপকার যদি এখানকার অ্যাসোসিয়েশন থেকে দুই-আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে যায়, তাহলে বাকিরা কী করবে। ভিএনসি, জেটিএস, টিএস, জিটিএস-এর কী দোষ?’

টিএস-এর সদস্য তপন সাহার যুক্তি, ‘আমাদের পুজো উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় পুজো। রেকর্ড হিসেবে আমাদের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা। আমরা শুনছি, রেকর্ড হিসেবেই ওই অ্যাসোসিয়েশন টাকা তুলছে। অথচ আমাদের দিচ্ছে ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা। যদি এরকম হতে থাকে, তাহলে আমরা পুজো বন্ধ করে দিচ্ছি।’ তাঁদের ক্লাবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ উপকার ক্লাবের সদস্যরা। ক্লাব সদস্য গোপাল নন্দীর খোঁচা, ‘২০২২ সালে এখানকার দোকানের ক্যাশবাক্স খুলে চাঁদা নিয়ে গিয়েছে টিএস। তারপর থেকে আর এলাকায় চাঁদা নিতে আসে না। আমাদের বিরুদ্ধে ওরা কেন অভিযোগ করছে, জানা নেই।’

দুপুরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ তো দূর, পুলিশকে কার্যত দাঁড়িয়ে বিবাদ দেখতে হয়। একটা সময় পুলিশের সামনেই উপস্থিত বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা জ্যোতির্ময়ের ওপর হামলে পড়েন। পরে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

জ্যোতির্ময়ের বক্তব্য, ‘একটা করে টিকিট দিলে ব্যবসায়ীরা নিতে পারে, কিন্তু বই দিলে তো সমস্যা। আমরা ভিএনসি-কে ব্যাপারটা বোঝানোর পর ওরা চলে যায়। কিন্তু বাকিরা এসে পরে হুজ্জতি করে। এভাবে ব্যবসা করা যায় না।’

শহর শিলিগুড়ির বুকে এই ধরনের ঘটনায় একের পর এক প্রশ্ন উঠছে। এই ধরনের জুলুমবাজি চললে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনার কথা কানে গিয়েছে মেয়র গৌতম দেবের। তিনি বলছেন, ‘গতবারও ওখানে একটি জটিলতা তৈরি হয়েছিল। আমি আজকেই কলকাতা থেকে এসে শুনেছি। কাল, পরশুর মধ্যেই ওই ব্যবসায়ী সহ ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব।’

খেলায় আজ

২০২৩ : প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টাইমড আউট হলেন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। ওডিআই বিশ্বকাপে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ঘটনাটি ঘটে। ক্রিজে এসে ম্যাথিউজ আবিষ্কার করেন তাঁর হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া রয়েছে। হেলমেট বদলাতে গিয়ে নতুন ব্যাটারের প্রথম বলের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকা ২ মিনিট সময় পার হয়ে যায়। এরপর বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আউটের আবেদন জানান।

সেরা অফবিট খবর

একদলে বিরাট-বাবর

আফ্রিকা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ১৭ বছর পর অ্যাফ্রো-এশিয়া কাপ ফিরিয়ে আনার। বিষয়টি নিয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমনটা হলে প্রথমবার বাইশ গজে একসঙ্গে ব্যাট হাতে দেখা যেতে পারে বিরাট কোহলি ও বাবর আজমকে। নতুন বলে আক্রমণে দেখা যেতে পারে জসপ্রীত বুমরাহ ও শাহিন শা আফ্রিদিকে।

ভাইরাল

স্মিথ হওয়ার মজা

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচে ১৮.৫ ওভারে প্যাট কামিন্সের স্ট্রেট ডেলিভারি মাঝ ব্যাটে খেলার পর স্টিভেন স্মিথের স্টাইলে ব্যাট উঁচিয়ে পাকিস্তানের কামরান গুলাম বুঝিয়ে দেন তাঁর বলের মোকাবিলা করা এমন কিছু মুশকিল নয়। যা দেখে মুচকি হেসে কামিন্স পরের বলটাই বাউন্সার রাখেন। এবার লাফিয়ে কোনওরকমে বলের লাইন থেকে নিজেকে সরান কামরান।

ইনস্টা সেরা

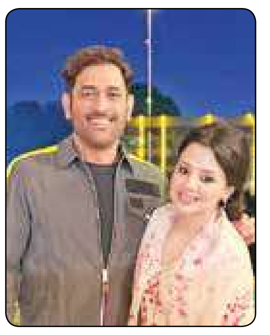

স্ত্রী সাক্ষীকে নিয়ে দীপাবলির আনন্দে মেতেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

উত্তরের মুখ

অনূর্ধ্ব-১৫ ডুয়ার্স কাপে ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছে রিচার্ড রায়। মঙ্গলবার ম্যাচে তার দল বীরপাড়া জুবিলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২৫৬ রানে হারিয়েছে বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে।

স্পোর্টস কুইজ

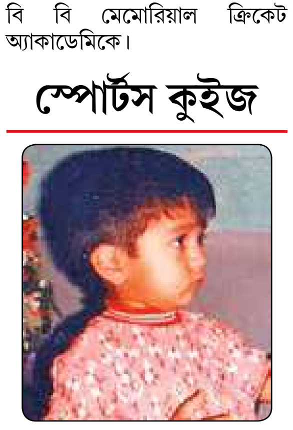

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ফুটবল বিশ্বকাপে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল হয়েছিল কোন ম্যাচে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রাচিন রবীন্দ্র, ২. জাস্টিন ল্যাঙ্গার।

সঠিক উত্তরদাতারা

প্রণয়দেব রায়, নীরাধিপ চক্রবর্তী, সবুজ উপাধ্যায়, প্রেয়সী দাস।

রনজি অভিষেক হতে পারে উত্তরের ঋষভের

চিন্নাস্বামীতে আজ শুরু বাংলা-কর্ণাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : নতুন দিন। নতুন ভাবনা। নতুন শুরু!

সেই নয়া শুরুর লক্ষ্য নিয়েই আগামীকাল বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে মরশুমের চার নম্বর রনজি ট্রফি ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা। শুরুটা ভালো হয়নি একেবারেই। তিন ম্যাচে অনুষ্টুপ মজুমদারদের সংগ্রহ ৫ পয়েন্ট। তুলনায় ঘরের মাঠে মায়াঙ্ক আগরওয়ালরা তিন ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে বাংলার থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

> ঋষভ মেধাবী ছাত্র। পড়াশোনায় ভালো। মাসখানেক আগে ক্রিকেট ছেড়ে পুরোপুরি লেখাপড়ার জগতে চলে যেতে চেয়েছিল। আমরা সেটা রুখে দিয়েছি। ওর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সফল হওয়ার।
>
> **শিবশংকর পাল,** বাংলার বোলিং কোচ

মহম্মদ কাইফের অনুপস্থিতিতে জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেককেই হয়তো নতুন বল হাতে তুলে নিতে হবে।

অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপরা এখন জাতীয় দলে। ফলে তাঁদের চলতি রনজিতে পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। মহম্মদ সামিকে নিয়েও হাল ছেড়ে দিয়েছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। এমন অবস্থায় আগামীকাল রনজি অভিষেক হতে চলেছে জলপাইগুড়ির চেওড়াপাড়ার ঋষভ বিবেকের। ২৩ বছরের ঋষভের মধ্যে আগামীর প্রচুর সম্ভাবনা দেখেছেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও বোলিং কোচ শিবশংকর পালরা। কাঁধের চোটের কারণে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা কর্ণাটক ম্যাচে প্রবলভাবে অনিশ্চিত জোরে বোলার মহম্মদ কাইফ। তাঁর পরিবর্তেই পেসার ঋষভের বাংলার জার্সিতে রনজি অভিষেকের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বেঙ্গালুরু থেকে বলছিলেন, 'যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে আমাদের। কাইফের কাঁধে চোট রয়েছে। কালকের ম্যাচে ওর পরিবর্তে ঋষভের কথা ভেবেছি আমরা।'

জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা হয়ে বাংলার রনজি স্কোয়াড-যাত্রাপথটা মোটেও মসৃণ ছিল না তাঁর। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর বলছিলেন, 'ঋষভ মেধাবী ছাত্র। পড়াশোনায় ভালো। মাসখানেক আগে ক্রিকেট ছেড়ে পুরোপুরি লেখাপড়ার জগতে চলে যেতে চেয়েছিল। আমরা সেটা রুখে দিয়েছি। ওর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সফল হওয়ার।' ঋষভ সফল হবেন কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। ঈশান পোড়েলের সঙ্গে ঋষভেরই আগামীকাল নতুন বল ভাগ করে নেওয়ার কথা। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার প্রথম একাদশে এই একটিই পরিবর্তন হতে চলেছে বলে খবর। ড্র হওয়া কেরল ম্যাচের বাকি দল অপরিবর্তিত থাকছে।

কিছুদিন আগেই বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে ৪৬ রানে অল আউট হয়েছিল রোহিত শর্মার ভারত। সেই পিচে বাংলা বনাম কর্ণাটক হচ্ছে না। পাশের যে পিচে খেলা হবে, সেখানেও হালকা ঘাস রয়েছে। দোসর হিসেবে রয়েছে বাড়তি বাউন্স। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের ধারণা, শুরুর দিকে পেসাররা সাহায্য পাবেন। খেলার দুই বা তিন নম্বর দিন থেকে স্পিনারদের জন্য থাকবে সহায়তা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'চিন্নাস্বামীর পিচে সবার জন্যই কিছু না কিছু রয়েছে। বাকিটা মাঠে নেমে করে দেখাতে হবে। পজিটিভ মানসিকতা নিয়েই অতীত ভুলে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা।'

বিহার, কেরল ম্যাচের হতাশা ভুলে অনুষ্টুপ, ঋদ্ধিমান সাহারা বাংলার রনজি অভিযানকে কোন পথে নিয়ে যান, সেটাই এখন দেখার। কারণ, মায়াঙ্ক, মণীশ পান্ডে, শ্রেয়স গোপালদের নিয়ে গড়া কর্ণাটক দল হিসেবে কিন্তু বেশ শক্তিশালী।

প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিলে অবাক কুম্বলে

বুমরাহকে পুরো সিরিজে নেতৃত্বে চান গাভাসকার

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : অধিনায়কত্ব নিয়েও কার্যত বোমা ফাটালেন সুনীল গাভাসকার।

পারিবারিক কারণে রোহিত শর্মাকে প্রথম দুই টেস্টে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। পরিবর্তে সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ সম্ভবত সামলাবেন নেতৃত্বের গুরুভার। তবে গাভাসকার চান, শুধু দুই টেস্টেই নয়, পুরো সিরিজেই বুমরাহকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হোক। সিরিজের শেষ তিন টেস্টে দলে থাকলেও, রোহিত খেলুক সাধারণ সদস্য হিসেবে।

কিংবদন্তির যুক্তি, সফরের শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ার মতো কঠিন সিরিজে নিয়মিত অধিনায়ককে না পাওয়া দলের জন্য ধাক্কা। আর শুরুতে বুমরাহ, তারপর রোহিত - নেতৃত্ব নিয়ে যে রদবদলে জটিলতাও তৈরি হবে। নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়ে ইতিমধ্যেই ঘেঁটে রয়েছে ভারতীয় দল। তাই নির্বাচক কমিটির উচিত এখনই গোটা সিরিজের জন্য বুমরাহকে অধিনায়ক নির্বাচন করে দেওয়া।

গাভাসকার বলেছেন, 'সিরিজের প্রথম ম্যাচে অধিনায়কের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে সহ অধিনায়কের ওপর চাপ পড়ে যায়। শুনছি রোহিত প্রথম ম্যাচ খেলবে না। দ্বিতীয় ম্যাচেও পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। খবর ঠিক হলে, অজিত আগরকারের (নির্বাচক কমিটির প্রধান) উচিত রোহিতকে পরিষ্কার বলে দেওয়া, তুমি যতদিন চাও বিশ্রাম নিতে পারো। যখন মনে হবে দলে যোগ দাও। তবে বাকি সিরিজে তোমাকে সাধারণ সদস্য হিসেবে খেলতে হবে। সহ অধিনায়কই পুরো সিরিজে নেতৃত্ব দেবে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ হেরেছি আমরা।

অজি সফরে ঘুরে দাঁড়াতে নেতৃত্ব সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিষ্কার চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। ব্যক্তি নয়, ভারতীয় ক্রিকেট সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত যদি নিউজিল্যান্ডকে ৩-০ হারাত, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল।'

পাশাপাশি সঠিক প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে শচীন তেন্ডুলকারের উদাহরণ টেনে আনেন। রোহিত, বিরাট কোহলিদের যা মনে করিয়ে দিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে রনজি ট্রফিতে খেলছিল শচীন। ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের যে ম্যাচে দ্বিশতরানও করে। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে কী কী করণীয়, তা জানত এবং সেটাই করত। আর এইজন্যই শচীন শচীনই।'

শেন ওয়ার্নের বিরুদ্ধে কীভাবে পিচে রাফ তৈরি করে প্র্যাকটিস করেছিল শচীন, তাও তুলে ধরেন গাভাসকার। বলেছেন, 'ব্রাবোর্নে রনজি ম্যাচের পর চেন্নাইয়ে পৌঁছে পিচে ক্ষত তৈরি করে লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণানের (প্রাক্তন লেগস্পিনার) বিরুদ্ধে টানা প্র্যাকটিস করেছিল ওয়ার্নকে সামলানোর কথা মাথায় রেখে। রাফ পিচেই স্লগ সুইপ, ইনসাইড আউট শটের টানা অনুশীলন। এই একাগ্রতাই শচীনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রত্যেক ক্রিকেটারের উচিত, শচীনের পথ অনুসরণ করা।' পরিশ্রমের পুরস্কার, সিরিজের সর্বাধিক ৪৪৬ রান করেছিলেন শচীন। ব্যাটিং গড় ১১১.৫০।

এদিকে, অনিল কুম্বলে অবাক পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্তে। প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, 'আমি রীতিমতো অবাক প্রথম টেস্টের আগে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল করায়। সিরিজ শুরুর আগে প্র্যাকটিস ম্যাচ প্রস্তুতির জন্য আদর্শ হত। নেটে যতই প্র্যাকটিস করুক না কেন, ম্যাচ-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বাইশ গজে দাঁড়িয়ে অনুশীলন ম্যাচে বোলারদের সামলানোর বিকল্প নেই।'

টেস্ট দলের অন্যতম দুই সদস্য লোকেশ রাহুল, উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেলকে অবশ্য আগেভাগে পাঠানো হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফররত 'এ' দলের হয়ে দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে অংশ নেওয়ার কথা দুজনেরই। যদিও কুম্বলের দাবি, পুরো টেস্ট দলের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচের প্রয়োজন সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে।

ল্যাথামদের কীর্তিতে মুগ্ধ ভেত্তোরি

বলটা সবথেকে ভালো দেখে ঋষভই : আজাজ

ওয়েলিংটন, ৫ নভেম্বর : শেষ হাসি হেসেছেন তিনি।

নিজের জন্মস্থান মুম্বইয়ে ভারত-বধে গড়েছেন নয়া কীর্তি। সেই আজাজ প্যাটেল কি না মুগ্ধ ঋষভ পন্থকে নিয়ে। প্রতিপক্ষের প্রশংসায় নিউজিল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনারের দাবি, বাকিদের থেকে বলটা অনেক ভালো দেখে ঋষভ। বল অনুযায়ী শট নেওয়ার মুনশিয়ানাও দেখিয়েছে। সিরিজে যার ঝলক দেখা গিয়েছে ঋষভের ব্যাটিংয়ে।

আজাজ বলেছেন, 'বাঁহাতি হওয়া ওর পক্ষে গিয়েছে। ঋষভের ক্ষেত্রে বল টার্ন করে ভিতর দিকে যাচ্ছিল। পাশাপাশি অন্যরা যখন অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে ভুল করেছে, সেখানে শট নির্বাচনে মুনশিয়ানা দেখিয়েছে ও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সিরিজে অংশ নেওয়া বাকি ব্যাটারদের থেকে ও বলটা অনেক ভালো দেখছিল। বল অনুযায়ী শটে বৈচিত্র্য আনছিল। যে বলটা এগিয়ে এসে খেলা দরকার, সেখানে ক্রিজ ছেড়ে খেলেছে। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকফুটে।'

১১ উইকেট নিয়ে ম্যাচের নায়ক আজাজ। ঋষভ অপরদিকে ৫৯ বলে ৬০ রানের লড়াকু ইনিংসে ভারতকে প্রায় ফিনিশিং লাইন পার করে দিয়েছিলেন। ঋষভের সঙ্গে যে দ্বৈরথ সম্পর্কে আজাজের দাবি, 'মুম্বই টেস্টে ওর সঙ্গে টক্কর উপভোগ করেছি। আমি বোলিং স্ট্র্যাটেজি বদলেছি বারবার। সেই অনুযায়ী ও বদলেছে শট। বিড়াল-ইঁদুরের লুকোচুরি খেলা চলছিল যেন।'

২০২১ সালে প্রথমবার জন্মভূমি মুম্বইয়ে টেস্ট খেলতে নেমে ইনিংসে ১০ উইকেট (ম্যাচে ১৪) নিয়েছিলেন। এবার ম্যাচে ১১ শিকার। ওয়াংখেড়ের দুই টেস্টে ২৫ উইকেট। কোনও সফরকারী বোলারের যে কৃতিত্ব নেই। আজাজ বলেছেন, 'পুনের উইকেট কিছুটা মন্থর ছিল। বলের গতি তাই বেশি রাখতে হয়েছিল। মুম্বইয়ে লাল মাটির পিচ। জানতাম বাড়তি বাউন্স মিলবে। তুলনায় বলটা এখানে মন্থর রেখে নিজের বোলিং অস্ত্রগুলি ব্যবহার করেছি। তারই সুফল পেয়েছি।'

বেঙ্গালুরুতে পেস-আক্রমণে জয়ের মঞ্চ তৈরি হয়। শেষ দুই টেস্টে স্পিনে বাজিমাত। সব মিলিয়ে দলগত প্রয়াসের ফল ৩-০ জয়। আজাজের কথায়, 'বিশাল জয় আমাদের জন্য। ভারতে এসে সিরিজ জেতাই বড় ব্যাপার। বেঙ্গালুরুতে ৩৬ বছরের ব্যবধানে প্রথমবার ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছিলাম আমরা। তারপর সিরিজ জয়। দলগতভাবে আমরা যে ক্রিকেটটা খেলেছি, তা সত্যিই স্পেশাল। নিশ্চিতভাবে আমার খেলা অন্যতম স্মরণীয় সিরিজ।'

পূর্বসূরিদের যে কৃতিত্বে মুগ্ধ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, সঠিক স্ট্র্যাটেজি এবং তার নিখুঁত বাস্তবায়নের ফল এই সাফল্য। আলাদা করে ব্যাটারদের কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ভেত্তোরির যুক্তি, 'ভারতে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের বিরুদ্ধে রান করা খুব কঠিন। প্রথম টেস্টে কুলদীপ যাদব এবং শেষ দুই ম্যাচে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে ছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। এরকম স্পিন ব্রিগেডের বিরুদ্ধে স্কোরবোর্ড সচল রাখার পরিকল্পনা নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার দাবি রাখে।'

কিউয়ি ব্যাটারদের ইতিবাচক মানসিকতাকে সিরিজ জয়ে 'এক্স ফ্যাক্টর' ধরছেন। ভেত্তোরির মতে, সফরকারী ব্যাটাররা ভারতে এসে টিকে থাকার দিকেই বেশিরভাগ সময় মনোনিবেশ করে। সেখানে তিন টেস্টেই কিউয়ি ব্যাটাররা রান করার দিকে জোর দিয়েছেন। ইতিবাচক ব্যাটিং করেছে। বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের সামনে অশ্বীন-জাদেজাদের চাপে ফেলার প্রতিফলন সিরিজের ফলাফলে।

'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে খোশমেজাজে রয়েছেন ঈশান কিষান, খলিল আহমেদ, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা।

লোকেশকে বাউন্সারের হুমকি বোল্যান্ডের

ব্যাটার বিরাটকে 'অচেনা' লাগছে লাবুশেনের

মেলবোর্ন, ৫ নভেম্বর : শ্রদ্ধা রয়েছে। রয়েছে ক্রিকেটীয় আবেগও। কিন্তু তারপরও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শুরুর আগে ক্রমশ ছন্দে ফিরছে অস্ট্রেলিয়া।

সেই ছন্দ, যা অতীতে বিপক্ষ শিবিরে খেলা শুরুর আগেই চাপের এভারেস্ট তৈরি করত। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার অপ্রত্যাশিত হোয়াইটওয়াশের পর এবার প্যাট কামিন্সরা সেই পথেই হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। আজই তার প্রমাণ মিলেছে মার্নাস লাবুশেনের কথায়। যিনি বিরাট কোহলির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর সাম্প্রতিক পারফরমেন্সকে 'অচেনা' আখ্যা দিয়েছেন। পিছিয়ে নেই স্কট বোল্যান্ডও।

অতীতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের হয়ে বোল্যান্ডও টেস্ট খেলেছেন। জোরে বোলার বোল্যান্ড আপাতত কামিন্সদের সংসারে নিয়মিত নন। কিন্তু তাতে কী? ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের হয়ে খেলছেন তিনি। পরশু থেকে মেলবোর্নে দুই দেশের 'এ' দলের টেস্ট শুরু। সেই টেস্টে খেলার কথা লোকেশ রাহুলেরও। যিনি আজই মেলবোর্ন পৌঁছে গিয়েছেন। আর স্যর ডনের দেশে পা রাখার পরই তাঁর দিকে ধেয়ে এসেছে বোল্যান্ডের বাউন্সার। অজি পেসার বলেছেন, 'আমাদের দেশের পিচে গতি ও বাউন্স, দুই রয়েছে। সেই গতি ও বাউন্স কাজে লাগিয়ে লোকেশকে বাউন্সার দেওয়ার জন্য তৈরি আমি। আগেও লোকেশের বিরুদ্ধে বোলিং করেছি। আমি জানি শর্ট বলের বিরুদ্ধে ওর দুর্বলতার কথা। সেটাই এবার করতে চাই। চাপে রাখতে চাই লোকেশকে।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন রাহুল। তারপরই পারফরমেন্সের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়ে যান তিনি। এহেন লোকেশকে 'বাউন্সার' দিয়ে চাপে রাখার হুমকি দিয়েছেন বোল্যান্ড। পিছিয়ে নেই কামিন্সের সংসারের ব্যাটিংয়ের বড় ভরসা লাবুশেনও। তিনি আবার কোহলিকে টার্গেট করেছেন। কিউয়িদের বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে তাঁর বড্ড অচেনা মনে হয়েছে। লাবুশেনের কথায়, 'বিরাটকে প্রথম দেখেছিলাম ২০১৮ সালের সিরিজে। তখন ও ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিল। দেখে মনে হয়েছিল বেশ চাপে রয়েছে। মাঝে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। ফের ওকে আগের মতোই চাপে থাকতে দেখছি। আসলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পারফরমেন্সের পর কোহলিকে বড্ড অচেনা লাগছে।'

টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে লাবুশেন বরাবরই সফল। দশটি টেস্টে মোট ৭৭৫ রান রয়েছে তাঁর। এহেন লাবুশেন ২২ নভেম্বর থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা সিরিজের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। লাবুশেনের কথায়, 'দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। আশা করছি, ব্যাট-বলের দুর্দান্ত লড়াই হবে। শেষ পর্যন্ত সিরিজের ফল কী হবে, সময় বলবে। তবে আমরা ভারতীয় দলের চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি।'

ছবি, গানে জন্মদিনের শুভেচ্ছা অনুষ্কার

যুবরাজ সিং

ব্যর্থতা কাটিয়ে তোমার স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। অতীতে বারবার তুমি যা করে দেখিয়েছ, বিশ্বাস, আবার তা করে দেখাবে। জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। ঈশ্বর সহায় হোক।

সুরেশ রায়না

আইকনিক ক্রিকেটার এবং বাকিদের কাছে আদর্শ বিরাট কোহলিকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। আগামী দিনে সাফল্য এবং আনন্দে ভরে উঠুক তোমার জীবন।

হরভজন সিং

প্রতিভাবান ক্রিকেটার থেকে বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা, রোমাঞ্চের চেয়ে কম নয় তোমার এই সফর। বড় করে স্বপ্ন দেখা এবং পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণের রাস্তা দেখিয়েছে হাজারো উঠতি ক্রিকেটারকে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যান্ড 'হলো কোভস'-এর গান নেপথ্যে রেখে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বিরাটের এই ছবি পোস্ট করেন অনুষ্কা।

মহম্মদ সামি

তোমার দায়বদ্ধতা, ক্রিকেটের প্রতি আবেগ লাখো মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। আসন্ন বছর তোমার জীবনে সাফল্য, খুশি এবং স্মরণীয় মুহূর্ত বয়ে আনুক।

রবি শাস্ত্রী

জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা চ্যাম্প। তোমার ভালো সময় আসন্ন। ঈশ্বর সহায় হোক।

সুব্রহ্মণিয়াম বদ্রীনাথ

চিকু থেকে ক্রিকেট বিশ্বের সেরা হয়ে ওঠা। তোমার মানসিকতা, খেলার ধরন বদলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটকে। জন্মদিনের শুভেচ্ছা তোমাকে।

আকাশ চোপড়া

প্রথম যেদিন দেখি, তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, বাকিদের থেকে আলাদা কিছু করে দেখাবে এই ছেলে। অনেক শুভেচ্ছা বিরাট কোহলিকে।

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : কঠিন সময়।

বাইশ গজে টানা ব্যর্থতার সমালোচনায় জেরবার। প্রশ্নের মুখে ক্রিকেট ভবিষ্যৎ। দমবন্ধ যে পরিবেশে টাটকা বাতাস হয়ে হাজির জন্মদিন। সমালোচনা সরিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে বার্থ ডে বয় বিরাট কোহলিকে নিয়ে আবেগের চোরাস্রোত। ঘরনি অনুষ্কা শর্মার ছবি, গানেতে দেওয়া বিশেষ বার্তা ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

পুত্র অকায় এবং কন্যা ভামিকার সঙ্গে বিরাটের ছবি পোস্ট করেছেন অনুষ্কা। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা যে ছবির নেপথ্যে বাজছে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ব্যান্ড 'হলো কোভস'-এর গান। যে গানের মর্মার্থ-ভালোবাসা রয়েছে। রয়েছে আশীর্বাদ। যার হাত ধরে কেটে যাবে কঠিন সময়। অনুষ্কার পোস্টের পর যে ছবি প্রত্যাশামাফিক ভাইরাল। কেউ লিখেছেন, 'রাজার সঙ্গে যুবরাজ আর যুবরানি।'

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিরাটের বোন ভাবনা লিখেছেন, 'ঐশ্বরিক আলো সর্বদা যেন আলোকিত করে রাখে তোমাকে। যে উদারতা ছড়িয়ে দিয়েছ তুমি, তা আশ্চর্যজনক উপায়ে তোমার কাছে ফিরে আসুক।'

ইংরেজিতে না অ্যামোরিমের

লিসবন, ৫ নভেম্বর : ইংল্যান্ডে পা রাখার আগেই ইংলিশ সাংবাদিকদের জাঁতাকলে পড়লেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে অ্যামোরিমের বর্তমান ক্লাব স্পোর্টিং লিসবন ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচের আগে লিসবনে সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন অ্যামোরিম। সেখানেই ঘটে বিপত্তি। অ্যামোরিম পর্তুগিজে সাংবাদিকদের উত্তর দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই এক ইংরেজ সাংবাদিক অ্যামোরিমকে ইংরেজিতে উত্তর দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'এতক্ষণ আমরা আপনার ইংরেজি মিস করেছি। একটি প্রশ্নের উত্তর কী আপনি ইংরেজিতে দেবেন?' অ্যামোরিম সটান না করে দেন। তিনি বলেছেন, 'মাফ করবেন আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না।' তারপরেও না থেমে সেই ইংরেজ সাংবাদিক মন্তব্য করেন, 'যে সব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থক আজকের ম্যাচ দেখবেন তাঁদের জন্য একটা উত্তর অন্তত ইংরেজিতে দিন।' তারপর পাশ থেকে ঘোষক জানিয়ে দেন, প্রশ্নোত্তর পর্তুগিজেই চলবে। অ্যামোরিমের ইংরেজি পরের সপ্তাহ থেকে শুনতে পাবেন ইংরেজ সাংবাদিকরা। তারপর লাল ম্যাঞ্চেস্টারের নতুন কোচ পর্তুগিজ সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'পর্তুগালে ওঁরা আমাকে মিস করবে। তাই আমি পর্তুগিজেই উত্তর দেব।'

জেড্ডাতেই মেগা নিলাম

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : প্রত্যাশামাফিক সৌদি আরবেই বসছে মেগা নিলামের আসর।

রিয়াধ নাকি জেড্ডা, সৌদির কোন শহরে নিলাম হবে তা নিয়ে ছিল জল্পনা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আজ পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জেড্ডাতেই ২৪ ও ২৫ নভেম্বর বসবে মেগা নিলামের আসর। এদিন নিলামের জন্য নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

৪ নভেম্বর নাম নথিভুক্তির শেষ দিন ছিল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ১৫৭৪ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ১১৬৫ জন ভারতীয়। ৪০৯ জন বিদেশি খেলোয়াড়। তালিকায় ৩২০ জন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। ১২২৪ জন আনক্যাপড ক্রিকেটার। নথিভুক্তির তালিকায় ৩০ জন অ্যাসোসিয়েটেড দেশের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের মধ্যে একঝাঁক ভারতীয়। ঋষভ পন্থ ছাড়াও লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, মহম্মদ সামিদের নিয়ে নিলামের পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার অপেক্ষা। নথিভুক্ত ১৫৭৪ জনের মধ্যে সর্বাধিক ৯১ জন ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার। এরপর অস্ট্রেলিয়ার ৭৬ জন খেলোয়াড়। ইংল্যান্ডের ৫২ জন। বেন স্টোকস অবশ্য এবার নিলামে থাকছেন না। কানাডা, ইতালি ছাড়া গত টি২০ বিশ্বকাপে নজরকাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশজন ক্রিকেটার রয়েছেন এই তালিকায়। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি সর্বাধিক ২৫ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে। সব মিলিয়ে নিলাম থেকে মোট ২০৪ জন প্লেয়ারের আইপিএল-ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

ঋষভ সহ ১৫৭৪ জনের নাম নথিভুক্ত

কাঠগড়ায় সাকিব

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : খারাপ সময় কিছুতে কাটছে না সাকিব আল হাসানের। খবর, কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে সাকিবের বোলিং অ্যাকশন। গত সেপ্টেম্বরে সারের হয়ে সমারসেটের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯ উইকেট নেন। সাফল্য পেলেও সারে-সমারসেট ম্যাচের আম্পায়ারদ্বয় সাকিবের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের রিপোর্ট জমা করেছেন।

বিষয়টি আপাতত ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের বিচারাধীন। খবর, ইসিবি-র তরফে সাকিবের বোলিং অ্যাকশন পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে। সাকিবের খেলার ওপর এখনই বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে না।

সম্ভাব্য জাতীয় দলে নেই কোনও বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : বাঙালিবিহীন ভারতীয় দল।

২৬ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করলেন জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এই দল থেকে বাদ পড়লেন শুভাশিস বসু ও রহিম আলি। এর ফলে জাতীয় দলের শিবিরে থাকবেন না একজনও বাঙালি ফুটবলার। চোট সারিয়ে বহুদিন পর দলে ঢুকলেন সন্দেশ ঝিংগান। প্রথমবার শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলেন জিতিন এমএস। ১৮ নভেম্বর মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত। এই ম্যাচের জন্য ১১ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে। প্রসঙ্গত এখনও পর্যন্ত মানোলোর কোচিংয়ে তিনটি ম্যাচ খেলে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত।

বাদ শুভাশিস, এলেন সন্দেশ

ভারতীয় দলের সম্ভাব্য তালিকা

গোলকিপার : অমরিন্দার সিং, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, বিশাল কেইথ

ডিফেন্ডার : আকাশ সাঙ্গোয়ান, আনোয়ার আলি, আশিস রাই, চিঙ্গলেসানা সিং, হামিংথামমাওয়াইয়া রালতে, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, রোশন সিং নাওরেম, সন্দেশ ঝিংগান

মিডফিল্ডার : অনিরুদ্ধ থাপা, ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, জিকসন সিং, জিতিন এমএস, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, ভিবিন মোহানন

স্ট্রাইকার : এডমুন্ড লালরিনডিকা, ইরফান ইয়াডওয়াড, ফারুখ চৌধুরী, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মনবীর সিং ও বিক্রম প্রতাপ সিং।

মনবীর ভারতীয় রোনাল্ডো : দিমিত্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : এদিন সন্ধ্যায় মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে দেখা গেল হইহই ব্যাপার। ফুটবল দলের অন্যতম স্পনসর একটি জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থার শুটিং চলছে ক্লাব লনে। অনুশীলন দেখতে না পারা সমর্থকদের তাই ওখানেই উঁকিঝুঁকি।

ফুটবলারদের দেখতে পাওয়া, তাঁদের সান্নিধ্যে আসার আগ্রহ চিরকালের। কিন্তু আজকাল বিদেশি কোচেদের ক্লোজ ডোর অনুশীলনের জন্য সমর্থকরা ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেন না। তবু এরই মধ্যে দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের মতো কেউ কেউ খুদে সমর্থকদের সঙ্গে দিব্যি বন্ধুত্ব করে ফেলতে পারেন। হয়ে ওঠেন তাঁদের নয়নের মণি। এখনও পর্যন্ত তিন মরশুম মিলিয়ে তিনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে ৫২ ম্যাচে ২৩ গোল এবং ১৫ টি অ্যাসিস্ট করে ফেলেছেন। যার মধ্যে আছে ২০২২-’২৩ মরশুমের ফাইনালে করা দুইটি গোলও। সমর্থকদের কাছেই যে তিনি এসব কারণে প্রিয় তা নয়। তাঁর কাছেও সবুজ-মেরুন জনতার স্থান অনেক উপরে। আইএসএলের সামাজিক মাধ্যমে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘পুরো স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকদের সামনে নামার অনুভূতিই আলাদা। ভালো খেলে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সমর্থকরা নিজেরাই অনুপ্রেরণা জোগান। কলকাতা ডার্বি এশিয়ার সেরা। মোহনবাগান সমর্থকরা বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসাবে বিবেচিত হতে পারেন তাঁদের ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা ও আমাদের প্রতি আবেগ ও ভালোবাসার জন্য।’ এসব কারণেই তিনি মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছেন। শুধু সমর্থকই নয় সতীর্থদের সঙ্গে, সাজঘরের পরিবেশও তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। সতীর্থদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক পেত্রাতোসের। মনবীর সিং-অনিরুদ্ধ থাপাদের প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে, ‘মনবীরকে আমি বলি ভারতীয় রোনাল্ডো। খুব পরিশ্রমী, পেশাদার বলেই নিয়মিত গোল করতে পারে। প্রায় রোনাল্ডোর মতোই উচ্চতা। ওর কাছ থেকে আরও অনেককিছু পাওয়া বাকি। থাপা যেন মাঝমাঠে একটা ছোটখাটো দৈত্য। দক্ষতার সঙ্গে পরিশ্রম মিশিয়ে নিজেকে তৈরি করেছে।’ এই মরশুমে অবশ্য সমর্থকদের প্রিয় দিমির পারফরমেন্স এখনও আশানুরূপ নয় বলেই পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামতে হচ্ছে।

স্টুয়ার্ট এদিনও রিহ্যাবেই

যার জন্য তিনি এখন মাঠের বাইরে সেই গ্রেগ স্টুয়ার্ট এদিনও রিহ্যাবেই থাকলেন। বুধবার থেকে বল পায়ে অনুশীলনে নামতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। এদিনও ডিফেন্স সংগঠন নিয়েই অনুশীলনে বেশি কাজ করেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। গত তিন ম্যাচে গোল না খেলেও সম্ভবত ডিফেন্স সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

মহমেডান ম্যাচে নেই হেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ৯ নভেম্বরের ডার্বিতে হেক্টর ইউস্তেকে পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। কুঁচকির চোট নিয়ে আগেই দেশে ফিরেছেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার মঙ্গলবার জানিয়ে দেন, ৯ নভেম্বরের আগে হেক্টর ফিরছেন না। এই মুহূর্তে স্পেনে চিকিৎসাধীন তিনি।

লম্বা মরশুম। চোট-আঘাত এড়িয়ে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে শারীরিকভাবে আরও ফিট হতে হবে ফুটবলারদের। সেই কারণে ভুটান থেকে ফিরে পরপর দুইদিন অনুশীলনে ফিটনেসেই জোর দিতে দেখা গেল অস্কার ব্রুজোঁকে। মঙ্গলবার ঘন্টা দেড়েকের অনুশীলনে বেশিরভাগ সময়টাই ফিটনেস কন্ডিশনিং কোচের সঙ্গে কাটান লাল-হলুদ ফুটবলাররা। বাকি সময়টা ছোট জায়গার মধ্যে পাস খেলায় জোর দেন অস্কার। তবে এদিন আরও একবার সমর্থকদের চিন্তা বাড়ালেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। মঙ্গলবারও পুরোদমে অনুশীলন করেননি তিনি। ফিটনেস ট্রেনিংয়ের পর মিনিট পনেরো ফিজিওর সঙ্গে কাটিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। এছাড়া মিনিট চল্লিশ অনুশীলনের পর মাঠ ছাড়েন মাদিহ তালালও। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। অনুশীলন শেষে দলের ফিজিও সেনেন আলভারেজের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ‘কারোর ক্ষেত্রেই চিন্তা করার মতো কিছু নেই।’

ছন্দ ধরে রাখার পরীক্ষা বার্সার

বেলগ্রেড ও মিউনিখ, ৫ নভেম্বর : চলতি মরশুমে এক অন্য বার্সেলোনাকে দেখা যাচ্ছে। হ্যান্সি ফ্লিকের তত্ত্বাবধানে রীতিমতো ফুল ফোটাচ্ছেন লামিনে ইয়ামাল, রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা। লা লিগা থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সর্বত্র কাতালান ক্লাবটিকে দাপটে খেলতে দেখা গিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি তাদের। প্রথম ম্যাচে মোনাকোর কাছে হারতে হয়েছিল। তবে পরের দুইটি ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ ও ইয়ং বয়েজকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে তারা মুখোমুখি হবে সার্বিয়ান দল রেডস্টার বেলগ্রেডের। এই সার্বিয়ান দলটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেনি। এহেন পরিস্থিতিতে ঘরের মাঠে বিধ্বংসী ছন্দে থাকা বার্সেলোনার বিরুদ্ধে হার এড়ানোয় প্রধান লক্ষ্য তাদের। চোটের জন্য অবশ্য বার্সেলোনা পাবে না তাদের গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন, মার্ক আরাউহো, ফেরান টোরেসের মতো খেলোয়াড়দের। তবে তাতেও হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেদের ম্যাচ জিততে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এদিকে, বেনফিকার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের সরণিতে ফিরতে চায় বায়ার্ন মিউনিখ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগের ম্যাচে বার্সেলোনার কাছে ১-৪ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন হ্যারি কেনরা। তবে সেই হার ভুলে নিজেদের ছন্দে ফেরাই লক্ষ্য তাদের। বুন্দেশলিগাতে বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকার বিরুদ্ধে সেই ছন্দ ধরে রেখে ম্যাচ জিততে চায় তারা। এই ম্যাচে বায়ার্নের বিরুদ্ধে বেনফিকার তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন বর্ষীয়ান আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া।

অন্যদিকে, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ইন্টার মিলান মুখোমুখি হবে আর্সেনালের। দুইটি দলই এখনও পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একটিও ম্যাচ হারেনি। এই ম্যাচে চোট কাটিয়ে দলে ফিরতে পারেন আর্সেনাল অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

ক্লাব ব্রাগ বনাম অ্যাস্টন ভিলা
শাখতার দোনেস্ক বনাম ইয়ং বয়েজ
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
রেড স্টার বেলগ্রেড বনাম বার্সেলোনা
ইন্টার মিলান বনাম আর্সেনাল
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম বেনফিকা
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
স্পার্টা প্রাহা বনাম ব্রেস্ট
স্টুটগার্ট বনাম আটালান্টা
ফেনুর্দ বনাম আরবি সলজবার্গ
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

জয়ে ফিরতে চায় বায়ার্ন মিউনিখ

বেনফিকা ম্যাচের প্রস্তুতিতে বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন। মঙ্গলবার মিউনিখে।

দেশে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনে প্রথম পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ বলাই যায়। বছরখানেক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে প্রথমবারের জন্য দেশের মাটিতে অলিম্পিক আয়োজনের ইচ্ছার কথা শোনা গিয়েছিল। এরপর চলতি বছরের ১৫ অগাস্ট ভাষণের সময় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) ফিউচার হোস্ট কমিশনে চিঠি দিয়ে গেমসের বিডে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা।

এর আগে বিভিন্ন সময়ে মোদির মুখে শোনা গিয়েছে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের ইচ্ছার কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘অলিম্পিক আয়োজনের চেষ্টায় আমরা কোনও খামতি রাখব না।’ প্যারিস গেমসের আগে ক্রীড়াবিদদের জানিয়েছিলেন, সেখান থেকে অলিম্পিক আয়োজনের খুঁটিনাটি দেখে আসতে। যাতে ভারতের অলিম্পিক আয়োজন করতে কোনও সমস্যা না হয়। মোদি আরও বলেছিলেন, ‘ভারত সেরা অলিম্পিক আয়োজন করতে চায়।’

এদিকে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রধান থমাস বাখ বলেছেন, ‘২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজন করতে চেয়ে অনেকগুলি শহর আবেদন জানিয়েছে।’ ভারত ছাড়াও সৌদি আরব, কাতার, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক সহ আরও কয়েকটি দেশ দৌড়ে রয়েছে বলে খবর। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ফিউচার হোস্ট কমিশন এই দেশগুলির মধ্যে থেকে দেখবে কোন কোন দেশ অলিম্পিক আয়োজনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য। তারাই বিডে অংশ নিতে পারবে। তারপর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আইওসি।

আইওসি-কে আনুষ্ঠানিক চিঠি আইওএ-র

ফের চোটের কবলে নেইমার

রিয়াধ, ৫ নভেম্বর : চোট-আঘাত যেন পিছু ছাড়ছে না ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের। দীর্ঘ এক বছর মাঠের বাইরে থাকার পর কয়েকদিন আগেই মাঠে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু আবারও চোটের কবলে পড়েছেন এই মহাতারকা। সোমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেইমারের দল আল হিলাল মুখোমুখি হয়েছিল ইরানের ইস্তেঘলাল ক্লাবের। ম্যাচে আলেকজান্ডার মিত্রোভিচের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে ৩-০ গোলে জয়লাভ করছে আল হিলাল। ৫৮ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে আসেন নেইমার। তবে ম্যাচের শেষলগ্নে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান তিনি। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে নেইমারকে তুলে নেন আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। চোট নিয়ে অবশ্য ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তিনি বলেছেন, ‘আশা করছি চোটটা খুব গুরুতর নয়। এক বছর পর মাঠে ফিরলে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। আমাকে আগেই ডাক্তার সতর্ক করেছিল।’

প্রেস্টিজ শুভ উৎসব
উৎসবের এই মরশুমে উদযাপন আরম্ভ হবে কিচেনে, প্রেস্টিজের উদ্ভাবনী প্রোডাক্টসের সাথে!
16 সেপ্টেম্বর – 15 নভেম্বর, 2024
কিনুন স্বচ্ছ ট্রাই-প্লাই প্রেশার কুকার (3L), মূল্য ₹3 595.00 1টি ইউনিট
বিনামূল্যে পান* ডিউরাস্টোন ওমনি তাওয়া (27 সেঃমিঃ) মূল্য ₹1 550.00 1টি ইউনিট
সকল 2লিঃ এবং তার উপরেও ট্রাই-প্লাই প্রেশার কুকারের উপর প্রযোজ্য
কিনুন স্টেনলেস স্টিল প্ল্যাটিনা পপুলার কুকওয়্যার 3-পিস সেট মূল্য ₹3 825.00 1টি ইউনিট
বিনামূল্যে পান* নক্ষত্র এসেনশিয়াল স্বচ্ছ প্রেশার কুকার (3L), মূল্য ₹2 525.00 1টি ইউনিট
কিনুন জাজ SS ইলেকট্রিক কেটল যার মূল্য ₹1 265.00 মাত্র ₹599.00 মূল্যে 1টি ইউনিট
কিনুন প্রেস্টিজ রয়্যাল প্লাস গ্যাস স্টোভ 3-বার্নার, মূল্য ₹9 995.00 1টি ইউনিট
10 YEAR WARRANTY ON GLASS
বিনামূল্যে পান* জাজ বাই প্রেস্টিজ 24-পিস SS ডিনার সেট, মূল্য ₹3 195.00 এবং নক্ষত্র প্লাস স্বচ্ছ প্রেশার কুকার (3L), মূল্য ₹1 650.00 1টি ইউনিট
কিনুন এন্ড্যুরা প্রো 1000W মিক্সার গ্রাইন্ডার মূল্য ₹13 995.00 1টি ইউনিট @ 25% ডিস্কাউন্টে*
বিনামূল্যে পান* PGMFB স্যান্ডউইচ মেকার মূল্য ₹1 795.00 1টি ইউনিট
3,4,6 জার এন্ড্যুরা 1000W মিক্সার গ্রাইন্ডার উপর প্রযোজ্য
কিনুন অস্কার সেফসেন্স™ চিমনি 900মিঃমিঃ, মূল্য ₹33 645.00 1টি ইউনিট @ 25% ডিস্কাউন্টে*
বিনামূল্যে পান* স্বচ্ছ এফিশিয়া হব 3-বার্নার মূল্য ₹17 495.00 1টি ইউনিট
**অফারটি বাছাই করা চিমনি মডেলের উপর প্রযোজ্য অস্কার সেফসেন্স™ 600 মিঃমিঃ এবং অস্কার ব্ল্যাক-এর উপরেও (600 মিঃমিঃ এবং 900 মিঃমিঃ) প্রযোজ্য
কিনুন PIC 3.1 V3 ইন্ডাকশন কুকটপ মূল্য ₹6 070.00 1টি ইউনিট
বিনামূল্যে পান* গ্রেনাইট আল্ফা নন-স্টিক কুকওয়্যার 3-পিস সেট মূল্য ₹3 995.00 1টি সেট
সুইশ V4 I PIC 6.1 V3 ও PIC 2.0 V2-র উপরেও প্রযোজ্য
কিনুন স্বচ্ছ নিও 3-বার্নার গ্যাস স্টোভ লিফটেবল বার্নার সহ নির্ঝঞ্ঝাট ক্লিনিংয়ের জন্য মূল্য ₹11 295.00 1টি ইউনিট
বিনামূল্যে পান* স্বচ্ছ গ্রেনাইট নন-স্টিক কুকওয়্যার 3-পিস সেট, মূল্য ₹4 395.00 নক্ষত্র এসেনশিয়াল স্বচ্ছ প্রেশার কুকার (3L), মূল্য ₹2 525.00 1টি ইউনিট
CUSTOMER CARE NO 080-6000 4411
Store Locator
Scan to Connect
Shop Online on shop.ttkprestige.com
Prestige
পরিবারের প্রতি ভালবাসা যার, প্রেস্টিজকে সে বরে কি অস্বীকার
PRASA-2024
For Franchise Enquiry, Please contact Mob: +91 7003070567 / 9903329820 • For Distributor & Institutional enquiries, Call +91 9051566952

Prestige Xclusive **BERHAMPORE:** 6297018384; **SILIGURI PANITANKI MORE:** 9434007070; **JAIGAON:** 9800072350; **BALURGHAT:** 8116109940; **NAGRAKATA:** 9775888737; **WEST TRIPURA AGARTALA:** Ph-0381-2305679 **ASSAM SILCHAR:** Ph. 03842-247562 8135046981

Siliguri: Mahakali Stores 9474583722; Nadia Stores 9932026652; Pranab Stores 9434327298; Royal Suppliers 9832073734; Punjab Home Appliances 9474670833; G.N. Variety Stores 9475837488; Jony Enterprise 8250725810; Abiskar 8637898647; Maruti Electric & Appliances 9531563049; Crockery Palace 9800279759; Anurag Enterprise 9800006868; **Fulbari:** Maa Rakhalmari Metal 8617836920; **Champasari:** Mega Basket 7001007500; **Naxalbari:** Charu Enterprise 9932707325; **Coochbehar:** S. P. Trading 9434686111; Dream Kitchen 9832096039; Muskan Enterprise 94745-21627; Tolaram Dalimchand 03582-230251; **Dinhata:** Joarder & Co. 98323-74284 ; Saha Bros 9475118237; **Jaigaon:** Sharma Brothers 94343 49769; Crockery House 9233780167; Apna Bazaar 9232052304; Vikash Enterprise 9609990903; **Malbazar:** North Bengal Metal Stores 6297777504; **Birpara:** Ganesh Metal 9832409730; **Darjeeling:** Anup Sales agency 98320-91247; Jyoti Enterprise 9641057482; **Islampur:** Durga metal Stores 9933889549 ; Islampur metal 73844-29290; Ananda Basanalaya 9832005305, Uttam Basanalaya 9434557143; Banik Basanlaya ;9641337983 **Alipurduar:** Kundu & Sons 7980233484; Variety Gas Oven 9434184967; Dooars Appliances 7001170324; Metal Palace 7501557223; **Falakata:** Bhubaneswari Enterprise 9932460645; Maa Kali Plastic 7318657846; **Jalpaiguri:** Prasadiram Prabhudayal 6294584613; Sanghai Brothers 9434044430; **Dhupguri:** Ghar Sansar 97343-39739; Sagarika Furniture 9832324511; Kundu Variety 9832488838; **Malda:** Bengal Varaiety Stores 9851414493; Malda Electric House 9434680562; Koushik Dutta 9093881463; The Shailo Bhandar 9641385967; Alumunium Shoping House 9851740686; Sharma Sound & Service 8513077592; New Anu Basanalaya 8906149851; Maha Laxmi Enterprise 8967484875; Tuki Taki 9734906594; **Kaliaganj:** Ashirbad 9434373897; **Balurghat:** M/S S Kumar Steel Traders 9434194161; Shree Balaji Steel 7278688010; New Tirupati Steel Furniture 9800531986; **Raiganj:** Bharat Glass Stores 8100401145; Laxmi Tredars 9475719038; Bisweswar Stores 9434246931; Radha Krishna Enterprise 7364019068; **Gangarampur:** VIP House 7872109404; Shudhakar Pandey 9563617103; **Baharampur:** New Griho Sova 9735663326; **Farakka:** Das Brothers 9434530472; **Umarpur:** Shyam Traders 7501199272; **Raghunathganj:** Prabhati Stores 6294746546;